জোসেফ স্টালিন

ই. ইয়ারোস্লাভস্কি

অনুবাদ :

করুণাকর গুপ্ত

অণুকা গুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারী-১৯৪৭
দাম-আড়াই টাকা

মুদ্রাকর : কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস,
৮ই ডেকার্স লেন,
কলিকাতা-১

সূচী

"কমরেডস্, আপনারা নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন যে, দূর ভবিষ্যতেও, শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে, সর্ব্বহারা বিপ্লবের স্বার্থে এবং সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সমস্ত শক্তি ও সত্তা, প্রয়োজন হ'লে আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ঢালবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

—স্টালিন

জোসেফ স্ট্যালিন

জোসেফ স্টালিন

প্রথম অধ্যায়

বাল্য ও যৌবন
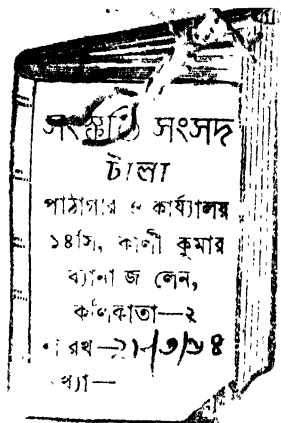
ালিন জন্মেছিলেন ১৮৭৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর, টিফ্লিস প্রদেশের গোরী শহরের বাইরে ছোট একটি কুটিরে। স্টালিনের শৈশবের ক স্কুল-সহপাঠী তাঁর জীবন-স্মৃতিতে বর্ণনা করেছেন: "যে ঘরটিতে ালিনদের পরিবার বাস ক'রতেন, তার আয়তন ৪৫ বর্গ ফুটের চয়ে বেশী নয় এবং ঘরটি ছিল রান্না ঘরের সংলগ্ন। ঘরের মেঝে ইল সান দিয়ে বাঁধানো। দরজা দিয়ে বেরুলেই উঠোন, কোনো সিঁড়ির ্যবধানও নেই। একটি ছোট জানালা দিয়ে অল্প কিছু আলো ঘরে এসে ঢুকত। ঘরের আসবাবের মধ্যে ছিল একটি ছোট টেবিল, একটি টুল ও একটি বড় আরাম কেদারা—যার উপর বিচালী পেতে বিছানা তৈরী করা হয়েছিল।"

হাজার হাজার দর্শক যারা প্রতি বৎসর গোরী শহরে যায় তারা বাই স্টালিনের শৈশবের বাসগৃহ এই ছোট কুটিরটি দেখে বিচলিত য়। স্টালিনের পিতামাতা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর বাবা ভিসারিওন্ জুগাস্ভিলী ছিলেন মুচী, দীর্ঘদিন তিনি একটি জুতো তৈরীর কারখানাতে কাজ ক'রেছেন এবং একসময়ে বাড়িতে বসেই জুতো সেলাইয়ের কাজ করতেন। দর্শকেরা সেখানে গেলে আজও ভিসারিওন জুগাস্ভিলীর জুতো তৈরীর যন্ত্রপাতি দেখতে পাবে—একটি পুরোনো

জীর্ণ চেয়ার, হাতুড়ী ও জুতোর ফর্মা। স্টালিনের মা একাটেরিনা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন। তাঁকে সংসার চালাবার জন্য দিনরাত খাটতে হ'ত, রোজগার করবার জন্য বাইরে গিয়ে তাঁকে ধোপানীর কাজ করতে হ'ত। স্টালিন ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। চারিদিকে চাষী ও মজুরের দুর্দ্দশা দেখে দেখে ছেলেবেলাতেই জেগে উঠেছিল তাঁর হৃদয়ে শোষিতশ্রেণীদের প্রতি সহানুভূতি।

স্টালিনের বাল্যবন্ধুরা তাঁদের স্মৃতিকাহিনীতে যা লিখেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ছেলেবেলায় স্টালিন অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ও তেজস্বী বালক ছিলেন এবং সঙ্গীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। সাত বছর বয়সে তাঁর বর্ণপরিচয় হয় এবং এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রথমে জর্জিয়ান্ ও পরে রুশ ভাষায় পড়তে শিখলেন। ১৮৮৮ খৃঃ থেকে ১৮৯৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি গোরী শহরে ধর্ম্মযাজকদের স্কুলে লেখাপড়া ক'রেছিলেন। লেনিনের মতই তিনি পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন এবং সব সময়েই পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রতেন। লেখাপড়া ও খেলাধূলা—দুইয়েতেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ, সহপাঠীদের সবারই তিনি ছিলেন বন্ধু, সবারই ছিলেন প্রিয়, তিনি লেখাপড়া ক'রতে, ছবি আঁকতে ও গান গাইতে [illegible]বাসতেন।

স্কুলের ছাত্র অবস্থা থেকেই [illegible]লিন মজুর ও চাষীদের সঙ্গে আলাপ ক'রতেন এবং তাদের দারিদ্র্যের কারণ বুঝিয়ে দিতেন। স্টালিনের এক সহপাঠী এলিসাবেডাস্‌ভিলী লিখেছেন—কি ভাবে একদিন গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে তাদের একদল চাষীর সঙ্গে আলাপ হ'ল; কৃষকদের দল তখন মাঠে বিশ্রাম ক'রছিল।

"একটি চাষী গোগ্রাসে রুটি ও সিমের তরকারী গিলছিল। কমরেড

স্টালিন তার দিকে ফিরে ব'ল্লেন—'তোমরা এত খারাপ খাদ্য কেন খাও? তোমরা নিজেরা চাষ কর, বীজ বোনো, ফসল কাটো, তোমাদের অবস্থা আরো অনেক ভালো হওয়া উচিত।'

"চাষীটি উত্তর দিল: 'আমরা নিজেরা ফসল কাটি বটে, কিন্তু পুলিসের বড় দারোগাকে এক অংশ দিতে হয় এবং পুরোহিতেরও এক অংশ প্রাপ্য। সুতরাং দেখছো আমাদের জন্য বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।'

"এইভাবে আমাদের কথাবার্ত্তা শুরু হ'ল, যার মধ্যে দিয়ে কমরেড স্টালিন ধাপে ধাপে বুঝিয়ে দিলেন, কেন চাষীরা এত গরীব, কারা তাদের শোষণ করে, কারা তাদের হিতৈষী, আর কারাই বা তাদের শত্রু। তিনি এত সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাবে কথাগুলি বুঝিয়ে দিলেন যে, কৃষকেরা আবার তাঁকে এসে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে অনুরোধ ক'রল।"

অতি অল্প বয়সেই, ধর্ম্মযাজকদের স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন, স্টালিন সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী ও বিপ্লবী ভাবধারার অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ডারউইনের লেখা পড়তে আরম্ভ করেন এবং নাস্তিকতায় বিশ্বাসী হ'য়ে ওঠেন। স্টালিনের বাল্যবন্ধু গ্লুরদ্জিদ্জে লিখেছেন:

"আমি ভগবানের কথা ব'লছিলাম। জোসেফ আমার কথা সব শুনলেন, তারপর এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন—'তুমি জানো না, ওরা আমাদের বোকা বানাচ্ছে, ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই'।

"আমি সে-কথায় আশ্চর্য হলাম, আমি এরকম কথা আগে কখনও শুনি নি।

"ব'লে উঠলাম—'তুমি একথা ব'লতে সাহস কর কী ক'রে'?

"জোসেফ ব'ললেন: 'আমি তোমাকে একটা বই পড়তে দেব।

সেটা পড়লে এই বিশ্ব এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলে যাবে। ঈশ্বরের বিষয়ে যা বলা হয়, তা অত্যন্ত গাঁজাখুরী।'

"আমি প্রশ্ন ক'রলাম, 'কোন্ বইয়ের কথা তুমি বলছ?'

"জোসেফ জোর দিয়ে ব'ললেন: 'ডারউইনের বই, তুমি নিশ্চয়ই পড়বে'।"

স্টালিনের গোরী নিবাসী স্কুলের আর এক সহপাঠী কমরেড ভেনো কেটস্‌খোভেলী তাঁর স্কুল-জীবনের স্মৃতিতে লিখেছেন:

"বসন্তে ও শরৎকালে আমরা প্রত্যেক রবিবার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের প্রিয় স্থান ছিল গরিদ্‌জ্‌ভারী পাহাড়ের পাদদেশে একটি ছোট খালি জায়গা।

"বছরের পর বছর কেটে যায়; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শৈশবের আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

"গোরী স্কুলের উঁচুশ্রেণীতে আমরা জর্জিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'লাম, কিন্তু আমাদের রসবোধ বা চিন্তাধারাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করবার মত উপদেষ্টা কেউ ছিল না। চভ্‌চভদ্‌জের কবিতা 'দস্যু কাকো' আমাদের মনে গভীর রেখাপাত ক'রেছিল। কাজবেগীর বীরদের কাহিনী আমাদের তরুণ প্রাণে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল এবং আমাদের প্রত্যেকেই স্কুল ছাড়ার পর দেশ-সেবার দিকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তবে আমাদের কারো স্পষ্ট ধারণা ছিল না কি ভাবে দেশসেবা করা যেতে পারে।"

গোরীতে ধর্ম্মযাজকদের স্কুলে পড়ার সময়েই স্টালিন ডারউইনের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছাড়া প্রথম মার্ক্সীয় ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হ'লেন। তিনি ১৮৯৪ সালে দক্ষতার সার্টিফিকেট নিয়ে গোরী স্কুল থেকে পাস ক'রে যান এবং টিফ্‌লিসের ধর্ম্মযাজকদের

সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন। সেখানে যে-সব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা স্টালিনের পক্ষে কঠিন ছিল। এই বিদ্যালয় ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, এখানে ছাত্রদের থাকতে হ'ত নির্জ্জনতার মধ্যে, শিক্ষকরা ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বর, জার, চার্চ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা ক'রতেন। মঠের মত এখানেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ ঘণ্টা বাজত ছাত্রদের প্রার্থনায় আহ্বান করার জন্য। এখানে প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল ধর্ম্মতত্ত্ব। উদাহরণ স্বরূপ ছাত্রদের প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হ'ত এই সব বিষয়ে—যথা, 'বালামের গাধা কোন ভাষায় কথা বলত?'। ছাত্রদের উপর গুপ্তচর-চক্রের মত নজর রাখা হ'তো এবং অনেক ছাত্রের মনই এই অত্যাচারী নির্ব্বোধ ধর্ম্মযাজকীয় ব্যবস্থার আওতায় থেকে ভেঙে দুমড়ে যেত। এই ধর্ম্মযাজকদের স্কুল ও সেমিনারীগুলি জার-ব্যবস্থার উপযোগী রাজভক্ত চাকর, ধর্ম্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ তৈরী ক'রত। অবশ্য অনেক বিপ্লবী এই সব বিদ্যালয়ের প্রাচীরের ভিতর থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন—যেমন, চের্নিশেভস্কি, লাডো কেট্‌সখোভেলী এবং মিখা স্থাকায়া। এঁদের বিপ্লবী চেতনা জেগে উঠেছিল জনসাধারণের দুর্দ্দশা দেখে এবং নিষিদ্ধ পুস্তকাবলী পাঠ ক'রেই তা দৃঢ় হয়েছিল। তা ছাড়া ধর্ম্মযাজকদের স্কুল ও সেমিনারী এবং জারের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি তরুণদের মনের উপর যে শৃঙ্খল-ব্যবস্থা চাপাতে চেষ্টা ক'রত, তাতে অনেকেরই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত এবং ছাত্ররা এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা ক'রত। স্টালিন নিজেই জার্মান লেখক এমিল লুড্‌ভিগের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে ধর্ম্মযাজকদেব স্কুল তাঁর মনের উপর কি প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল সে সম্বন্ধে ব'লেছেন: 'আমি পনেরো বৎসর বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সে সময়ে আমি ট্রান্স্‌ককেশিয়ায় রুশ মার্ক্‌স্‌বাদীদের

কয়েকটি বেআইনী ছোট দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই। এঁরা আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছিল এবং আমার মধ্যে বেআইনী মার্ক্সীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছিল।'

সে সময়ে টিফ্লিসে মার্ক্সীয় সাহিত্য জোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার ছিল। ১৯৩৮ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে কমিউনিস্ট প্রচারকদের যে-সভা আহূত হয়, স্টালিন সেখানে বর্ণনা করেন, কি ভাবে টিফ্লিসের তরুণ মার্ক্সবাদীরা তাদের হাতের অল্পসল্প পয়সাকড়ি একত্র ক'রে কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিট্যাল্' পুস্তক থেকে হাতে-লেখা কপি তৈরী ক'রে নেয়; টিফ্লিস্ শহরে ওই একটি মাত্র কপিই ছিল। মার্ক্সের পুস্তকের এই হাতে-লেখা কপিই তাদের গোপন 'পাঠচক্রে' পড়া হ'ত। এই সব পাঠচক্রে মার্ক্স্, প্লেখানভ্, চের্নিশেভস্কি, পিসারেভ্, বেলিনিস্কি, ডব্রোলিউবভ্ এবং হার্জেন-এর বই পড়া হ'ত।

এই সময়ের মধ্যে স্টালিন রুশ ও জর্জিয়ান ভাষায় অনেক বই পড়া শেষ ক'রেছিলেন। এ ছাড়া তিনি বৈদেশিক সাহিত্যের অনুবাদও পড়তেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল ব্যাপক এবং জ্ঞানও ছিল বহুমুখী, এবং তিনি সর্ব্বদাই নিজের জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত ক'রতে চেষ্টা ক'রতেন— যাতে তাঁর সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। তিনি টিফ্লিসে একটি লাইব্রেরীর সভ্য হয়েছিলেন, যদিও সেমিনারীর ছাত্রদের পক্ষে তা নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্বের সেরা সাহিত্যগুলির সঙ্গে তিনি ভালভাবে পরিচিত ছিলেন; শেক্সপিয়ার, শিলার ও টলস্টয়ের সাহিত্য তিনি পড়ে শেষ ক'রেছিলেন। এছাড়া চের্নিশেভস্কি ও পিসারেভের লেখাও তিনি পড়তেন। তাঁর প্রিয় লেখক ছিল সেণ্টিকভ সেড্রিন্, গোগোল ও শেকভ্। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধে এঁদের লেখা থেকে প্রায়ই উদ্ধৃত ক'রতেন।

জর্জিয়ান্ লেখক গ্নাস্ট্‌ভেলী, এরিস্টাভী, স্থাভস্থাভেজ প্রভৃতির রচনার সঙ্গেও স্টালিনের পরিচয় ছিল। মানবসভ্যতার ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান তিনি পড়েছিলেন ভালভাবেই। রসায়ন ও ভূতত্ত্বেরও তিনি ছাত্র ছিলেন। স্টালিনের কাব্যপ্রিয়তার কথা অনেকেই জানে না। তিনি 'সোসেলো' নাম দিয়ে 'আইবেরিয়া' কাগজে কয়েকটি ভাল কবিতা প্রকাশ করেন ১৮৯৫ সালে। তাঁর একটি কবিতা এই রকম—

"শ্রমভরে যার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেছে
কাল অবধি যে আতঙ্কভরে হাঁটু গেড়েছিল
সে আবার উঠবে পর্ব্বতের চেয়ে উঁচুতে
আশার ডানা মেলে সে উঠবে সবার উপরে"...

ষোল বছর বয়সে স্টালিন এই কবিতা লিখেছিলেন এই আশা নিয়ে যে, সেদিন আসবে যেদিন সবার নীচে যে পড়ে রয়েছে সে উঠবে সবার উপরে। স্টালিনের তরুণ বয়সের অনেক কবিতাই জর্জিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কাছে ভাল লেগেছিল এবং তাঁর একটি কবিতা বিখ্যাত জর্জিয়ান্ লেখক র‍্যাফেইল এরিস্টাভীর সম্মানে উৎসর্গীকৃত সঙ্কলন-পুস্তকে স্থান পেয়েছিল।

কমরেড জি, পার্কেজ-এর লেখায় স্টালিন ও তাঁর সহপাঠীদের এই সময়কার জ্ঞানচর্চ্চার অনেক কথা জানতে পারা যায়। পার্কেজ লিখছেন :

"আমাদের অল্পবয়স্ক তরুণদের মধ্যে জ্ঞান লাভের জন্য অদম্য স্পৃহা ছিল।

"সেমিনারীর ছাত্রদের মধ্যে বাইবেলোক্ত ছয়দিনে বিশ্বসৃষ্টির কল্পনা খণ্ডনের জন্য পৃথিবীর জন্ম ও বয়স সম্পর্কে ভূতত্ত্বের মতবাদ আমাদের অধ্যয়ন ক'রতে হয়েছিল—যাতে আমরা তর্ক ক'রে তাঁদের বোঝাতে

পারি। ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের লেখাপড়া ক'রতে হয়েছিল। এতে আমরা গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাস্ সম্বন্ধে লিখিত বই ও ক্যামিল্ ফ্ল্যামারিওনের মনোমুগ্ধকর লেখা থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। আমরা লিয়েলের 'মানুষের প্রাচীন ইতিহাস' ও সেকেনভের দ্বারা অনূদিত ডারউইনের 'মানুষের বিকাশ' বইখানি পড়ি। কমরেড স্টালিন্ সেকেনভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখাগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

"আমরা ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে অধ্যয়ন ক'রতে শুরু ক'রলাম, এইভাবে মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্ ও লেনিনের রচনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সেই সময়ে মার্ক্সীয় সাহিত্য পড়াই বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ হিসাবে দণ্ডনীয় ছিল। এর প্রভাব সেমিনারীতেও বোঝা যেত, সেখানে ডারউইনের নামও সব সময়ে অশ্রাব্য নিন্দাসূচক ভাবে উল্লেখ করা হ'ত।

"সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নক্ষত্র-বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হ'লাম। ফয়েরবাখের 'খৃষ্টধর্ম্মের সারতত্ত্ব' বইটি প'ড়ে যথেষ্ট উপকৃত হই। কমরেড স্টালিন এই সব বইয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন। তিনি ব'লতেন—প্রথমে আমাদের নিরীশ্বরবাদী হতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ ক'রে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়গুলি উপেক্ষা ক'রতে লাগল।

"বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি অধ্যয়ন ক'রে আমাদের তরুণদের মন থেকে সেমিনারীর নির্ব্বোধ সঙ্কীর্ণচিত্ত মনোভাব ঘুচে গেল এবং মার্কসীয় চিন্তাধারা গ্রহণের উপযোগী মন তৈরী হয়েছিল। যে-বিষয়েই আমরা পড়ি না কেন, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, প্রত্যেকটাই মার্ক্সবাদের সভ্যতার সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে তুলছিল।

"আজকের তরুণদের পক্ষে বোঝা শক্ত যে, সে-সময়ে বই সংগ্রহ করা, এবং বই পড়া কি কঠিন ব্যাপার ছিল। একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। সেমিনারীর কর্তৃপক্ষ কমরেড স্টালিনের কাছ থেকে ভিক্টর হ্যুগোর 'টয়লার্স অব দি সি' বইখানি নিয়ে বাজেয়াপ্ত করে। তাঁর আরেকটি বই —ভিক্টর হ্যুগোরই লেখা 'তিরানব্বই'—সেটিও বাজেয়াপ্ত হয়।

"আমরা কিরোকনায়া স্ট্রীটের একটি লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে আসতাম। সাধারণত সেখানে শিক্ষকরা ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা যেতেন। ম্যাক্সিম্ গর্কী ১৮৯০ সালের পরে কিছুদিন এই লাইব্রেরীর সাহায্য নিয়েছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রসারের জন্য এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল। কেউ জানত না, এখানকার অত্যন্ত সাধারণ পুস্তকাবলী থেকে আমরা কতটা রাজনৈতিক বিস্ফোরণের মালমসলা সংগ্রহ করতাম।

"কমরেড স্টালিন আমাদের শিখিয়েছিলেন—কি ক'রে বইয়ের সারমর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে হয় এবং কোনো বিষয়ে পুস্তক না থাকলে সাময়িক পত্রিকা, সমালোচনা ও টিপ্পনী থেকে কেমন ক'রে তথ্য সংগ্রহ ক'রতে হয়। এতে আমরা যা পড়তাম তার সারাংশ লেখায় এবং বই থেকে স্থানবিশেষে কপি ক'রে রাখায় অভ্যস্ত হয়েছিলাম। পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধ ব'লতে গিয়ে স্টালিন প্রথমে সহজ জনপ্রিয় লেখা ও পরে অপেক্ষাকৃত কঠিন সাহিত্য উল্লেখ ক'রতেন এবং আমরা প'ড়ে যা বুঝতাম না তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে দিতেন।

"একদিন আমি মেণ্ডেলেয়েভ-এর 'রসায়ন শাস্ত্র' সম্বন্ধে লেখা বইটি হাতে পেলাম। সে-বইটির কথা আজও আমার মনে আছে। স্টালিন বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন।

"এখন আমরা সেমিনারীর পুরোনো রেকর্ড থেকে জানতে পারি যে, সেমিনারীর তত্ত্বাবধায়ক ফাদার জার্মোজেন মন্তব্য ক'রেছিলেন, জুগাস্‌ভিলী

(স্টালিন) 'সুলভ পাঠাগারে'র সভ্য এবং সেখান থেকে সে বই সংগ্রহ করে।

"কমরেড স্টালিনের ইতিহাসের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল এবং আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হ'তাম কোথা থেকে তিনি বই সংগ্রহ করেন। আমার মনে আছে, তাঁর কাছে ফরাসী বিপ্লব, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব, প্যারিস কমিউন ও রুশ ইতিহাস সম্বন্ধে বই ছিল।

"১৮৯৬ সালে কমরেড স্টালিনের বয়স যখন মাত্র সতেরো বৎসর, সে সময়ে তিনি সেমিনারীতে প্রথম বেআইনী মার্ক্সীয় পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং মার্ক্সবাদের প্রচারক হন। দ্বিতীয় পাঠচক্র পরে গঠিত হয়। আমি প্রথম পাঠচক্রেরই সভ্য ছিলাম।

"স্টালিন ও তাঁর সাথীরা সে সময়ে পাঠচক্রে যে-সব বই পড়তেন, তার মধ্যে এইগুলি আমার মনে পড়ছে—'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার', এঙ্গেলসের 'ইংলণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থা', লেনিনের 'জনগণের বন্ধু নামধারী দল কারা এবং কিভাবে তারা সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা ক'রছে?', প্লেখানভের 'ইতিহাসের বিকাশ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী মতবাদ', রিকার্ডোর অর্থনীতি সম্বন্ধে পুস্তকসমূহ, টুগান-বারানভস্কির রচনা, স্পিনোজার নীতিতত্ত্ব, বাকলের 'ইংলণ্ডে সভ্যতার ইতিহাস,' লেটুর্নোর 'সম্পত্তির বিকাশ', জিবেরের 'ডেভিড রিকার্ডো' এবং মার্ক্সের 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা' এবং দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য বই।

"কমরেড স্টালিন উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন। তিনি সেল্টিকভ্ সেড্রিনের 'গোলভলিয়ভ পরিবার', গোগোলের 'মৃত আত্মা', এর্কম্যান-সেট্রিয়ানের 'চাষীর কাহিনী', থ্যাকারের 'বিলাসীদের মেলা' ও আরও অনেক বই পড়েছিলেন। স্টালিন ছেলেবেলাতে জর্জিয়ান লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি রুস্টভেলি, ইলায়া স্তাভস্তাভেজ

ও ভাঝাপ্‌সাভেলার লেখা পছন্দ ক'রতেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং টিফ্‌লিস্‌ সেমিনারীতে থাকাকালীন তিনি কতগুলি কবিতাও লিখেছিলেন যা ইলায়া স্থাভ্‌স্থাভেজের প্রশংসা পেয়েছিল। এইটুকু উল্লেখ ক'রলেই হবে যে, কবিতাগুলি স্থাভ্‌স্থাভেজের সম্পাদিত কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল, যদিও সেমিনারীর ছাত্রদের পক্ষে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় লেখা ছাপা নিষিদ্ধ ছিল।"

টিফ্‌লিস্‌ সেমিনারীতে স্টালিনের আর একজন সহপাঠী কমরেড জি, গ্লুরদ্‌ঝিদ্‌জে স্মৃতিকাহিনীতে লিখেছেন—"আমরা মাঝে মাঝে গীর্জায় প্রার্থনার সময় আসনের নীচে বই লুকিয়ে রেখে পড়তাম। অবশ্য আমাদের খুব সাবধান থাকতে হ'তো যাতে শিক্ষকদের কাছে ধরা না পড়ি।

"বইগুলি ছিল জোসেফের সব সময়কার সাথী, খাওয়ার সময়ও তিনি বই ছাড়তেন না।...কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'লে স্টালিন সময়মত তার জবাব দিতেন।

"সেমিনারীর শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় আমাদের এক আনন্দ ছিল গানে। সোশো যখন আমাদের সমবেত সঙ্গীতে একত্র ক'রে তার পরিষ্কার মিষ্টি গলায় লোকসঙ্গীত গাইত, তখন আমাদের ফুর্তির সীমা থাকত না।"

সেমিনারীতে থাকাকালীন স্টালিন প্রথম লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন।

এইখানেই প্রথম তিনি লেনিনের প্রথম যুগের রচনা পড়েন—'জনগণের বন্ধু নামধারী দল কারা এবং কি ভাবে তারা সমাজতন্ত্রীদের বিরোধিতা ক'রছে?' ১৮৯৮ সালে স্টালিন 'আমাদের দেশের আর্থিক বিকাশ সম্বন্ধে তথ্যসমূহ' নামে প্রবন্ধাবলী যা সেন্সরে পুড়িয়ে ফেলেছিল—তার এক কপি

সংগ্রহ করেন। এই বইতে 'টিউলিন' ছদ্মনামে লেনিনের 'নারদনিক্ দলেব অর্থনৈতিক সৃষ্টি এবং স্ট্রুভের পুস্তকে তার সমালোচনা' নামে একটি প্রবন্ধ ছিল।

সেমিনারীতে স্টালিনের সহপাঠী কমরেড ক্যাপানেজ লিখেছেন—"আমার বিশেষ ক'রে একটি দিনের ঘটনা মনে পড়ে। ১৮৯৮ সাল, একদিন সকালে প্রাতরাশের পর আমি বেড়াতে বেড়াতে পুস্কিন স্কোয়ারে গেলাম। সেখানে দেখি স্টালিন ও তাকে ঘিবে কয়েকজন ছাত্র। তাদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলেছে। স্টালিন জর্ডানিয়ার মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা ক'রছেন। আলোচনায় যোগ দিয়েছে সবাই। এখানেই আমি প্রথম লেনিনের নাম শুনলাম। এদিকে ঘণ্টা বাজাতে আমাদের তাড়াতাড়ি ক্লাসে যেতে হ'ল। জর্ডানিয়াব মতবাদ সম্বন্ধে স্টালিনেব কঠোর সমালোচনা শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এবং তাঁকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তিনি বল্লেন যে, তিনি এব আগেই সে বিষয়ে টিউলিনের (লেনিনের) প্রবন্ধ পড়েছেন এবং সেটা তার খুব ভালো লেগেছে।

"তিনি বল্লেন : 'লেনিনেব সঙ্গে আমার যেমন ক'বে হোক দেখা করতে হবে।'

"এর অনেক বছর পবে ১৯২৬ সালে স্টালিনের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল তখন আমি তাঁকে ১৮৯৮ সালের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাঁরও সেই ঘটনার কথা মনে পড়েছিল।"

সেমিনারীতে কর্ত্তৃপক্ষেরা লক্ষ্য ক'রলেন, তাঁদের সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের কয়েকজন স্টালিনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। তাঁরা স্টালিনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখতেন এবং তাঁর সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাতেন। ১৮৯৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর সেমিনারীর অধ্যক্ষের কাছে এই রিপোর্ট গেল—"রাত্রি ন'টায় একদল ছাত্র জোসেফ জুগাস্‌ভিলীকে ঘিরে খাবার ঘরে

বসেছিল। সে সেখানে নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করে। এজন্যে ছাত্রদের খানাতল্লাসী করা হয়।"

সেমিনারীতে ছাত্রদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে যে রিপোর্ট-বই ছিল তাতে কতগুলি লেখা কৌতূহলজনক :—"মনে হয় জুগাস্‌ভিলীর কাছে 'সুলভ পাঠাগারের' প্রবেশপত্র আছে, সেখান থেকে সে বই আনে। আজ আমি ভিক্টর হ্যুগোর 'সমুদ্রের নাবিকেরা' বইখানি বাজেয়াপ্ত করেছি, তাতে সেই লাইব্রেরীর ছাপ আছে ও তাতে লেখা আছে এস্‌-মুরাখোভস্কি, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ; ফাদার জার্মোজেন, তত্ত্বাবধায়ক।"

রিপোর্টে আরও লেখা আছে : "ওকে শাস্তি দেবার ঘরে অনেকক্ষণ আটক রাখো। আমি তাকে আগেই একটি নিষিদ্ধ পুস্তক ভিক্টর হ্যুগোর 'তিরানব্বই' সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম।" (রিপোর্টের তারিখ ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাস)

"রাত্রি এগারোটায় আমি জোসেফ্‌ জুগাস্‌ভিলীর কাছ থেকে 'সুলভ পাঠাগার' থেকে আনা লেটুর্নোর 'বিভিন্ন জাতির সাহিত্যিক বিকাশ' বইটি কেড়ে নিয়ে এলাম। লাইব্রেরীর ছাপ বইটির মধ্যে ছিল। জুগাসভিলীকে গির্জার সিঁড়িতে বসে বইটি পড়তে দেখা যায়। এইবার নিয়ে তেরো বার এই ছাত্রটিকে 'সুলভ পাঠাগারে'র বই পড়তে দেখা গেল। আমি বইটি তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দিয়েছি। এস্‌-মুরাখোভস্কি, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক।"

এই রিপোর্টের গায়ে লেখা আছে : "অধ্যক্ষের আদেশে তাকে শাস্তি দেবার ঘরে বহুক্ষণ আটকে রাখো ও বিশেষ ভাবে সাবধান ক'রে দাও।" (১৮৯৭ সালের মার্চ মাস)

"স্কুলের তত্ত্বাবধায়করা যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের খানাতল্লাসী ক'রছিলেন জোসেফ জুগাস্‌ভিলী ছাত্রদের বারবার খানাতল্লাসীতে অসন্তোষ

জানিয়ে তাঁদের সঙ্গে তর্ক ক'রতে চেষ্টা করে এবং বলে, অন্য সেমিনারীতে কখনও এভাবে খানাতল্লাসী হয়নি। জুগাস্‌ভিলী কর্তৃপক্ষকে যথোচিত সম্মান করে না এবং রুক্ষ মেজাজে কথা বলে এবং বিশেষ একজন শিক্ষক, এস্-মুরাখোভস্কির কাছে মাথা নোয়ায় না, কারণ তিনি ওর বিরুদ্ধে বহুবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।—এ-র‍্যাসেস্কি, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক।"

এই রিপোর্টের গায়ে মন্তব্য আছে: "তিরস্কার করা হয়েছে। অধ্যক্ষের আদেশে শাস্তির ঘরে পাঁচ ঘণ্টা আটক রাখা হয়েছে।—ফাদার ডিমিট্রি।" (১৮৯৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর)

একবার এইরূপ খানাতল্লাসীর পর যখন সেমিনারীর তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক ফাদার ডিমিট্রি স্টালিনের ঘরে ঢুকলেন, স্টালিন তখন তাঁর দিকে নজর না দিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন। ফাদার চটে বল্লেন: "তোমার সামনে কে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছ না?"

স্টালিন উঠে চোখ ঘষে বল্লেন: "আমি আমার সামনে একটি কাল বিন্দু ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

১৮৯৯ সালের ২৭শে মে, এই "কালো বিন্দু", ফাদার ডিমিট্রি সেমিনারী পরিচালক-সভায় প্রস্তাব আনলেন—"রাজনৈতিক ভাবে অবাঞ্ছনীয় ব'লে জোসেফ জুগাস্‌ভিলীকে সেমিনারী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।" এই প্রস্তাব সমর্থিত হ'ল। সরকারী ভাবে, স্টালিনকে সেমিনারী থেকে তাড়ান হ'ল বেতন না দিতে পারা এবং "অজ্ঞাত কোনো কারণে পরীক্ষায় উপস্থিত না থাকার" অজুহাতে, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপই অবশ্য বিতাড়নের প্রকৃত কারণ ছিল। জারের পক্ষে বিপজ্জনক মতবাদ পোষণ ক'রতেন বলে তাঁকে সেমিনারী থেকে বের করে দেওয়া হ'ল। বহুদিন পরে স্টালিন নিজেই এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। ১৯৩১ সালে মস্কোর 'স্টালিন' এলাকার পার্টি কনফারেন্সে সভ্যদের কাছে যে-প্রশ্নাবলী পাঠানো

হয়েছিল, তাতে সভ্যের 'শিক্ষার মান' এই প্রশ্নের উত্তরে স্টালিন লিখেছিলেন—"ধর্ম্মতত্ত্বের সেমিনারী থেকে মার্ক্সবাদ প্রচারের অপরাধে বহিষ্কৃত।"

স্টালিনের বহিষ্কারের পর, পুলিস ও গুপ্তচরেরা তাঁর উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। তাঁর গতিবিধি লিপিবদ্ধ করবার জন্য আলাদা খাতা তৈরী হ'ল। সেমিনারী থেকে চলে আসার আগেই তিনি মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য মার্ক্সীয় গ্রন্থ পড়েছিলেন, এবং চার বৎসর বেআইনী মার্ক্সীয় পাঠচক্র চালাবার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তা ছাড়া তিনি ছাত্রদের জন্য তার প্রথম বেআইনী পত্রিকা প্রকাশ ক'রেছিলেন। বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। এই জ্ঞানের পরিধি তিনি ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছেন, যার ফলে বিশেষজ্ঞরাও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী জ্ঞান দেখে আশ্চর্য্য হয়।

সেমিনারী ত্যাগ করার সময়ে স্টালিন পুরোপুরিভাবে মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণ ক'রেছেন। এ ছাড়া দরিদ্রশ্রেণীর জীবনধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল, কারণ তিনি দরিদ্র পিতামাতারই সন্তান। জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং যে-সমাজব্যবস্থার উপর জারতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে—তার উপর তাঁর ঘৃণা ক্রমশই বাড়ছিল এবং শোষিত জনসাধারণের প্রতি তাঁর ভালবাসাও গভীর হতে গভীরতর হ'য়ে উঠছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের প্রথম যুগ

স্টালিনের তরুণ বয়সের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের কথা বলার আগে, সে সময়ে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান কি অবস্থায় ছিল তা বর্ণনা করা দরকার।

ট্রান্স্ককেশিয়া ছিল জারের একটি উপনিবেশ, সে সময়ে ট্রান্স-ককেশিয়ার আর্থিক ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্ত্তন আসছিল। লেনিন তাঁর বিখ্যাত "রুশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ" রচনায় ককেশিয়ায় যে নতুন নতুন জমিতে লোকবসতি স্থাপিত হচ্ছিল, সে-কথা উল্লেখ ক'রেছেন। "...প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলি মস্কো থেকে আমদানী-করা কারখানার তৈরী পণ্যের প্রতিযোগিতায় লোপ পাচ্ছিল।...এভাবে রুশ পুঁজিপতিরা ককেশিয়ার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রাচীন আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে সে দেশকে ধনতন্ত্রের বিশ্বপণ্যবিনিময়-ব্যবস্থার আওতায় আনছিল এবং নিজেদের কারখানার পণ্যের বাজারে পরিণত ক'রেছিল। ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে ককেশিয়াতে শহরবাসী লোকের সংখ্যা ৩৫০,০০০ থেকে ৯০০,০০০তে দাঁড়ায়।"

বিশেষ ভাবে ট্রান্সককেশিয়ার তৈলশিল্প বিদেশী মূলধনীদের উদ্যোগে অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। স্টালিন ব'লেছিলেন—"বাকুর তৈলশিল্প আজারবাইজানের ভূমি থেকে ওঠেনি, বাইরে থেকে নোবেল, রথচাইল্ড,

উইস্‌গাউ ও অন্যান্যের চেষ্টাতেই গ'ড়ে উঠেছিল।" ('মার্ক্‌সবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা'—পৃঃ ১০৯, ইংরাজি সংস্করণ, ১০ম খণ্ড)

সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও শহরের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল। বাকু একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্র হ'লেও সমগ্র দেশ হিসাবে আজারবাইজান অত্যন্ত অনুন্নত ভূম্যধিকারী-শাসিত অবস্থায় ছিল। সব দিক দিয়েই এদেশ ছিল জারের অধীন রাজ্য। ককেশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলি তিন দিক দিয়ে নির্য্যাতন ভোগ ক'রত—জারের সামরিক সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন, জাতি হিসাবে নির্য্যাতন এবং শ্রেণীশোষণ। অবস্থা এতদূর শোচনীয় ছিল যে, স্কুলের যে সব ছেলেমেয়ে নিজেদের মাতৃভাষায় কথা ব'লত, তাদের গলায় জিভ বের করা এক কুকুরের ছবি ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। শ্রমজীবী জনসাধারণ জমিদার ও ধনিকদের দ্বারা শোষিত হ'ত। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা কাজ ক'রছিলেন এবং জনতার মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জেগে উঠ্‌ছিল।

কমরেড এল্‌, বেরিয়া'র বইতে আমরা স্টালিনের ট্রান্সককেশিয়াতে বিপ্লবী বলশেভিক দল গড়ে তুলবার ইতিবৃত্ত পাই। বেরিয়া স্টালিনের জীবনের এই অধ্যায় সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। বেরিয়া'র পুস্তক "ট্রান্সককেশিয়াতে বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস" কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান অবদান। এতে আমরা বলশেভিক পার্টির সংগঠনে স্টালিনের অবদান সম্বন্ধে পুরাপুরি ভাবে একটা ধারণা করতে পারি।

বেরিয়া'র পুস্তকে আমরা জানতে পারি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্জিয়ায় সামাজিক আন্দোলনে দুটি প্রগতিশীল ধারা দেখা যাচ্ছিল—লেখক ইলায়া শ্যাভ্‌শ্যাভেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত সামন্ততান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলন, অন্যটি জর্জ সেরেটেলী পরিচালিত বুর্জোয়া উদারনৈতিক

ধারা। এই আন্দোলন ককেশাসের স্থানীয় প্রভাবে যুক্ত হয়ে নারদনিক্ মতবাদের জন্ম দিয়েছিল।

১৮৯০ সালের পর তৃতীয় দলের সৃষ্টি হয়। তাদের স্থানীয় ভাষায় বলা হ'ত "মেসামে ডাসী", এতে জর্জিয়ান্ বুদ্ধিজীবীরা মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। অবশ্য "মেসামে ডাসী" দলের অধিকাংশই ছিলেন 'নো জর্ডানিয়া'র * অনুগামী, যিনি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদকে গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁরা জর্জিয়ায় মজুরশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রচার ক'রতেন এবং তাদের মতে জর্জিয়ার সকল শ্রেণীর স্বার্থ ছিল এক।

এন্-জর্ডানিয়া তাঁর "আর্থিক বিকাশ ও জাতীয়তা" নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"বাস্তব অবস্থায় যে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, চিন্তাধারার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। সকলেই জাতীয় শ্রমিকের উন্নতি চায়, চায় জাতিকে শক্তিশালী ক'রতে।...জাতিকে বড় করা বুর্জোয়া ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য, চাষী মজুরদেরও লক্ষ্য।" (বেরিয়া'র 'ট্রান্সককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস' পুস্তকে উদ্ধৃত)

১৮৯৫ সালে সাসা স্লুকিদ্জে 'মেসামে ডাসী' দলে যোগ দেন। ল্যাডো কেটস্খোভেলী ১৮৯৭ সালে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন, স্টালিন যোগ দেন ১৮৯৮ সালে। এই তিনজন তরুণ মার্ক্সবাদী মার্ক্স, এঙ্গেল্স্ ও লেনিনের মতবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রান্সককেশিয়ায় একটি বিপ্লবী মার্ক্সবাদী সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

* নো জর্ডানিয়া—জর্জিয়ার 'লিগ্যাল্ মার্ক্সবাদী'। পুঁজিবাদ প্রয়োজনীয় এবং প্রগতিশীল ব'লে প্রচার ক'রতেন; এবং ব'লতেন, তা লাভ, করতে হলে শ্রমিক ও পুঁজিবাদীর পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। জর্জিয়াতে জাতীয় রেনেসাঁস সমর্থন ক'রতেন।

ল্যাডো কেটসখোভেলী বলশেভিকদের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। তিনি তাঁর দেহ ও মন সাম্যবাদের জন্য উৎসর্গ ক'রেছিলেন। স্টালিন ও সাসা সুলুকিদজের সহযোগিতায় তিনি ট্রান্সককেশিয়ায় প্রথম বিপ্লবী মার্কসবাদী দলগুলির প্রতিষ্ঠা ও একটি বেআইনী গুপ্ত ছাপাখানা স্থাপনের জন্য অসম্ভব খেটেছিলেন। দলের গুপ্ত সংগঠন পরিচালনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার লেনিন তাঁর উপর দিয়েছিলেন। জারের কর্ম্মচারীরা তাঁকে ভয় ক'রত ও ঘৃণা ক'রত। ১৯০৩ সালের ১৭ই আগস্ট তিনি জেলে আটক থাকা কালে প্রহরীর গুলিতে নিহত হন।

ল্যাডো কেটসখোভেলীর মতো সাসা সুলুকিদজে তাঁর দুর্ব্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও একজন অনন্যসাধারণ বিপ্লবী কর্ম্মী ছিলেন। স্টালিনের সঙ্গে তিনি মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে গোপন পুস্তিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রেছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি যক্ষ্মারোগে মারা যান।

এই বিপ্লবী মার্কসবাদী দলটির সঙ্গে প্রথম থেকেই "মেসামে ডাসী"র সভ্যদের বিরোধ হয়, কারণ তাদের অধিকাংশই ছিল সুবিধাবাদী। লেনিনের পরিচালিত "সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিক-মুক্তি আন্দোলনকারী"* দলের দ্বারাই স্টালিন, সাসা সুলকিদজে ও ল্যাডো কেটসখোভেলীর মতবাদ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। লেনিনের নাম তখন বিতর্কসভা ও পাঠচক্রে প্রায়ই শোনা যেত। 'সেণ্টপিটার্সবুর্গের শ্রমিক-মুক্তি

* উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য সংগ্রামশীল শ্রমিকদের যুদ্ধকে জারের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল তার সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য লেনিনের নির্দ্দেশিত পথেই এই প্রথম সঙ্ঘটির সৃষ্টি হয়। লেনিনের কথায়ঃ—'শ্রমিক-আন্দোলন সমর্থিত প্রথম বিপ্লবী দল এইটিই।

আন্দোলনকারী' দলের সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রেও শ্রমিকদের চেতনকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিল। ট্রান্সককেশিয়ায় এর প্রভাব দেখা দেয়। সেখানে ১৮৯০ সালের পর থেকে, বিশেষ ক'রে ১৮৯৫ সালের পর সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনের বিকাশ হয়। ১৯০০ সালে লেনিনের সহকর্ম্মী ভি-কুর্নাটোভ্স্কি টিফ্লিসে আসেন। কুর্নাটোভ্স্কি লেনিনের একজন বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মী ও মার্কস্বাদে পণ্ডিত ছিলেন। রুশিয়ার 'অর্থনৈতিক সংস্কারপন্থী'দের * বিরুদ্ধে লেনিনের প্রতিবাদ রচনায় যে সতেরোজন সমাজতন্ত্রী নাম স্বাক্ষর করেন, তিনি তার অন্যতম।

অন্যান্য সোশাল-ডেমোক্রাট দলে সে সময়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, অনুরূপ অন্তর্দ্বন্দ্ব 'মেসামে ডাসী' দলকেও দ্বিধা-বিভক্ত ক'রে দিচ্ছিল। একদিকে ছিল সংখ্যাধিক সুবিধাবাদীর দল এবং অন্যদিকে স্টালিনের অনুগামী তরুণ বিপ্লবপন্থীরা।

প্রথম মতবিরোধ দেখা দিল একটি বেআইনী বিপ্লবী সংবাদপত্র প্রকাশের প্রশ্ন নিয়ে। স্টালিন, কেটস্খোভেলী ও সুলুকিদ্জে এই ধরণের পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ জোর দেন।

দ্বিতীয় মতবিরোধের কারণ গণ-আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন নিয়ে। সংখ্যাধিক সুবিধাবাদীদের মত ছিল, আইন বাঁচিয়ে প্রচার

* 'ইকনমিস্ট' নামে খ্যাত : এরা রুশিয়ার জনসাধারণ—শ্রমিক-কৃষককে ভাবতো রাজনীতিতে অযোগ্য বলে, বিশ্বাসী ছিল শুধু এদের মন্থর উন্নয়নের নীতিতে। লেনিন এদের বলতেন, লেঁজুড়। কারণ এদের নীতি ছিল পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব নেবে না, অনুসরণ করবে। এদের নীতিতে, জার-বিরোধী যে রাজনৈতিক সংগ্রাম তা উদার-নৈতিক ধনতন্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে শ্রমিকদের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকা উচিত 'অর্থ নৈতিক ব্যাপারে—যেমন, মজুরি, খাটুনির ঘণ্টা মজুরদের অবস্থা ইত্যাদি।

চালাতে হবে, তাদের ভয় ছিল জনসাধারণকে উত্তেজিত ক'রে তুলতে গিয়ে তারা আইনের বেড়া পেরিয়ে যাবে এবং বিপ্লবের পথ গ্রহণ ক'রবে। এই পুরানো গণ্ডীর মধ্যে আন্দোলন আর সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে পারছিল না, নিছক প্রচার চক্রের অবস্থা থেকে আন্দোলন তখন অনেক এগিয়ে গেছে। গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশী অনুভূত হচ্ছিল। ইউক্রেনিয়ান প্রচারক জুভেনালি মেলনিকভ্ একথা প্রকাশ ক'রেছিলেন রূপকভাবে—"কোনো একটা লোককে দশ হাত উপরে না তুলে, জনসাধারণকে এক ইঞ্চি উপরে তোলাও ভালো।"

সে সময়ে টিফ্লিসের শ্রমিকদের মধ্যে গণ-আন্দোলন জেগে উঠছিল। স্টালিন কয়েকটি মার্ক্সবাদী শ্রমিকের পাঠচক্র চালনা ক'রতেন। স্টালিন অগ্রণী শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে ক'রতেন। সিলভেস্টার টোড্রিয়া স্টালিন পরিচালিত একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক শ্রমিক চক্রের সভ্য ছিলেন; তাঁকে একদিন স্টালিন 'মেসামে ডাসি'র সুবিধাবাদী দলের দ্বারা চালিত আইন অনুমোদিত রবিবারের পাঠশালায় কি পড়া হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

টোড্রিয়া লিখেছেন—"যখন আমি তাঁকে বল্লাম যে, তাঁরা বোঝান সূর্য্য কিভাবে ঘোরে, তখন স্টালিন হেসে উত্তর দিলেন—'শোন বন্ধু, তুমি সূর্য্যের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। সূর্য্য তার নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে যাবে না। তোমার বরং শেখা উচিত, কোন্ পথে বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে চলে। বর্ত্তমানে তুমি আমাকে সাহায্য কর—কেমন ক'রে একটা বেআইনী ছাপাখানা চালাতে পারি।"

জর্জি নিনুয়া নামে আর একজন শ্রমিক যিনি স্টালিনের পরিচালিত পার্টি শিক্ষাকেন্দ্রের সভ্য ছিলেন তিনি লিখেছেন—"স্টালিন যে বিষয়েই

বক্তৃতা দেন না কেন, বিষয়টিকে অংশে ভাগ ক'রে নিতেন। ইয়োরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং তাঁর বক্তৃতা সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রত। স্টালিন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই থেকে উদ্ধৃত ক'রতেন, সব সময়েই তিনি বাস্তব উদাহরণ দিতেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁর সামনে একটি নোট বই অথবা একটু টুকরো লেখা কাগজ থাকত। প্রত্যেক বক্তৃতার জন্যেই তিনি ভাল ভাবে তৈরী হয়ে আসতেন, বোঝা যেত। আমরা সাধারণত সন্ধ্যেবেলা ক্লাসে বসতাম অথবা রবিবার পাঁচ-দশজন বাইরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা ক'রতাম।

"কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা অনেকটা ব্যক্তিগত আলাপের মত হ'ত। সাধারণত তিনি কোনো বিষয় আমরা সবাই ভালভাবে না বোঝার আগে অন্য বিষয় ধরতেন না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তিনি শ্রমিকদের জীবনের ঘটনা থেকে উল্লেখ ক'রতেন, ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে কি ঘটছে ব'লতেন,—কিভাবে আমরা মালিক, কনট্রাক্টর ও তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা শোষিত হ'চ্ছি। যখন এই সব বিষয়ে আলোচনা হ'ত তখন এতে স্টালিনের বেশী আগ্রহ দেখা যেত। তিনি শ্রমিকদের অনেক প্রশ্ন ক'রতেন এবং পরে সিদ্ধান্তে আসতেন। এই সিদ্ধান্তগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

"কমরেড স্টালিন আমাদের শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায়ই ব'লতেন ঃ—তিনি শ্রমিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ ক'রেছেন।"

১৮৯৮ সালে টিফ্লিসে রেলওয়ে কারখানা ও অন্যান্য ফ্যাক্টরীতে ধর্ম্মঘট হয়। এই ধর্ম্মঘটের নেতা ছিলেন স্টালিন ও ল্যাডো

কেটস্‌খোভেলী পরিচালিত একটি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। ১৮৯৯ সালে প্রথম টিফলিসের শ্রমিকরা তাদের বিপ্লবী উৎসব 'মে দিবস' পালন করে। ১৮৯৯ সালে টিফ্‌লিসে ট্রাম শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট জয়ী হয়। ১৯০০ সালে বিপ্লবী শ্রমিকদের 'মে দিবসের' উৎসব-সভায় স্টালিন বক্তৃতা দেন, ৫০০ শ্রমিকের মধ্যে।

আজ অবশ্য ৫০০ শ্রমিকের সভা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু টিফ্‌লিসে এই প্রথম এত বড় সভা হয় এবং স্টালিন এইখানেই প্রথম জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করেন।

১৯০১ সালের ২২শে এপ্রিল, স্টালিনের পরিচালনায় প্রায় দু-হাজার শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জারের কর্ম্মচারীরা এই শোভা-যাত্রার উপর নৃশংসভাবে আক্রমণ করে। লেনিনের 'ইস্‌ক্রা' পত্রিকা এই ঘটনাকে ককেশিয়ার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার ব'লে ঘোষণা করে। বেরিয়া তাঁর লিখিত 'ল্যাডো কেটস্‌খোভেলী'র জীবনীতে উল্লেখ ক'রেছেন—"এই দিন ককেশিয়ায় প্রকাশ্য বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হ'ল।"

১৮৯৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ১৯০১ সালের ২১এ মার্চ পর্য্যন্ত স্টালিন পুলিসের দৌরাত্মে আত্মগোপন ক'রে থাকতে বাধ্য হন। এই সময়টা তিনি টিফ্‌লিসের সরকারী ভৌগোলিক পর্য্যবেক্ষণা-গারে পর্য্যবেক্ষকরূপে জীবিকা অর্জ্জন শুরু করেন। 'জারিয়া ভোস্টোকা' (প্রাচ্যের জাগাণ) পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্যানো কেটস্‌খোভেলীর স্মৃতিকাহিনীতে "শ্রমিক পার্টির জন্ম" নামে যে রচনা আছে তাতে স্টালিনের এই সময়কার কাহিনী জানা যায়।

কেট্‌স্‌খোভেলী লিখেছেন :

"১৮৯৯ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে পর্য্যবেক্ষণাগারে একজন

পর্য্যবেক্ষকের পদ খালি ছিল এবং ল্যাডোর উপদেশ মত স্টালিন এই পদের প্রার্থী হন। আমাদের সারা রাত জেগে থাকতে হ'ত এবং কিছুদিন পর পর সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ ক'রতে হ'ত। এতে গভীর মনোনিবেশ ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন ছিল। পর্য্যবেক্ষণ পদ প্রায়ই খালি থাকত, তারই ফলে আমি, পরে কমরেড স্টালিন, এম-ডাভিটাস্ভিলী ও শেষে ভ্যাসো বার্দ্জেনিস্-ভিলী—যিনি ১৯০০ সালের প্রথমে সেমিনারী ত্যাগ করেন, আমরা সকলেই পর্য্যবেক্ষণাগারে কাজ পাই।"

ভ্যানো কেটস্খোভেলী ছাড়া ভ্যাসো বার্দ্জেনিস্ভিলীর আত্মবিবরণী-তেও স্টালিনের পর্য্যবেক্ষণাগারে থাকাকালীন জীবনের খবর পাওয়া যায়। বার্দ্জেনিস্ভিলী লিখেছেন :—

"আমরা পুরানো বই-বিক্রেতা ও কিরোক্নায়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত কাইডানোভা লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ ক'রতাম। এই লাইব্রেরী আমাদের খুব কাজে আসে। কমরেড স্টালিন বেআইনী পুস্তিকা ও ইস্ক্রা পত্রিকা যোগাড় ক'রে আমাদের পড়ে শোনাতেন, কিন্তু এগুলো কার কাছ থেকে তিনি পেতেন আমরা কেউ জানতাম না। স্টালিন কোথায় সময় কাটান তা বন্ধুদের কাছেও গোপন রাখতেন। অবশ্য আমি সে খবর রাখতাম, কারণ শ্রমিকদের বেআইনী চক্রগুলিতে আমি কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম।"

১৯০১ সালে স্টালিন ও ল্যাডো কেটস্খোভেলীর উদ্যোগে বাকু শহরে একটি বেআইনী ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে জর্জিয়ার প্রথম বেআইনী সংবাদপত্র 'বার্দ্জোলা' (সংগ্রাম) টিফ্লিসের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকা হ'ল লেনিনের ইস্ক্রা পত্রিকার মতাবলম্বী। এই পত্রিকা গণআন্দোলন প্রসারে

উৎসাহী ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীকে জার, জমিদার ও ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান ক'রত। এরা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ঘোষণা ক'রেছিল।

প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'বার্দ্ জোলা' পত্রিকা ঘোষণা ক'রেছিল —"জর্জিয়ান্ সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন সমগ্র রুশিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে একসঙ্গে পা ফেলে চলবে, সুতরাং রুশ সোশাল্-ডেমোক্রাটিক দলের নেতৃত্ব আমরা মেনে নেব।" (বেরিয়া—'ট্রান্স্ককেশিয়ায় বলশেভিক দল সংগঠনের ইতিহাস')

'বার্দ্ জোলা' পত্রিকা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার আদর্শ সমর্থন ক'রত। 'লিগ্যাল মার্কসিস্ট' * এবং 'অর্থনৈতিক সংস্কারবাদী' দলের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা লেখনী চালাতো। এরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রকাশ্য বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব'লত। ভবিষ্যতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এরা সমর্থন করত এবং জর্ডানিয়া ও থেইদ্জের দ্বারা প্রচারিত সুবিধাবাদী বার্নস্টিনের † মতবাদের বিরুদ্ধতা ক'রত। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি, স্টালিন ও ল্যাডো কেটস্খোভেলী লিখতেন।

১৯০১ সালের ২১শে মার্চ, স্টালিনের অনুপস্থিতিতে, বার্দ্ জেনিস্ভিলী

* লিগ্যাল মার্ক্সিস্ট: এরা তৎকালীন বেআইনী মার্কস্পন্থী সংগঠনের মধ্যে কাজ করতো না। ধনতন্ত্রবাদকে তারা রুশিয়ার উপযোগী ব'লে ঘোষণা ক'রতো। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পরিবর্তন—এইটুকুকে শুধু সমর্থন ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার তারা ঘোর বিরোধী ছিল।

† বার্নস্টিন: জার্মানির একজন সোশাল-ডেমোক্রাট। ১৮৯০ সালে তিনি ধনতন্ত্রী ও শ্রমিকদের সহযোগিতা সমর্থন করেন—যাতে, তাঁর ধারণা, শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে।

ও স্টালিন যেখানে থাকতেন, সেই ঘর পুলিস খানাতল্লাসী করে। বার্দ্‌জেনিসভিলী লিখেছেন—"তারা ঘরে এসে প্রবেশ ক'রে আমার পরিচয় এবং আর কে সেখানে থাকে জিজ্ঞেস ক'রল। তারা প্রথমে আমার ঘর লণ্ডভণ্ড ক'রে কতকগুলি আইনানুগ মার্ক্‌সবাদী ধরনের বই বেঁধে সিলমোহর ক'রল এবং একটা তালিকা তৈরী ক'রে আমার স্বাক্ষর নিল। তারপর তারা কমরেড স্টালিনের ঘরে ঢুকল। সমস্ত কিছু ওলট্‌পালট্‌ ক'রে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা কিছু পেল না। কমরেড স্টালিন প্রত্যেক বই পড়া হ'লেই ফেরৎ দিয়ে আসতেন, কখনও ঘরে রাখতেন না। বেআইনী পুস্তিকাগুলি আমরা কুরা নদীর তীরে এক ইটের স্তূপের নীচে লুকিয়ে রাখতাম। কমরেড স্টালিন এসব বিষয়ে খুব সাবধান ছিলেন। দ্বিতীয় ঘর তল্লাসী ক'রে তারা আবার একটা লিস্ট ক'রল এবং বস্তুত খালি হাতেই চলে গেল।"

১৯০১ সালের ১১ই নভেম্বর আভলাবারে টিফলিসের সোশাল ডেমোক্রাট দলের প্রথম কনফারেন্স হয়। ২৫জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করে এবং রুশ সোশাল-ডেমোক্রাট শ্রমিকদলের * প্রথম টিফলিসের কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন করে। স্টালিন এই কমিটির একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০১ সালের শেষদিকে টিফলিস্ কমিটি বাটুম শহরে এক সোশাল-ডেমোক্রাট দল সংগঠনের জন্য স্টালিনকে সেখানে পাঠানো স্থির করলেন। এই সময় থেকে তাঁর বাটুমের কার্য্য-কলাপ শুরু হয়।

* রুশ সোশাল-ডেমোক্রাট শ্রমিকদল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ সালে। 'বুন্দ' 'লীগ অফ স্ট্রাগল্' প্রভৃতি কতিপয় দল এর মধ্যে ছিল। লেনিন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ১৯০৩ সালে এরা দুটি দলে পৃথক হয়ে যায়—একটি সংখ্যাধিক বলশেভিক

এর পূর্ব্বে কার্লো খেইদ্‌জে এবং অন্যান্য 'লিগ্যাল মার্কসিস্টরা' বাটুমে প্রচার চালাচ্ছিলেন। খেইদ্‌জে স্টালিনকে বল্লেন, বাটুমে বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করা অসম্ভব এবং তাঁকে বাটুম ছেড়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু স্টালিন খেইদ্‌জের চেয়ে ভালো জানতেন, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কি শক্তি নিহিত রয়েছে এবং সে শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য কি করা প্রয়োজন। তিনি 'চাওবা' শ্রমিকপল্লীতে বাসা নিলেন এবং উৎসাহের সঙ্গে পার্টির কাজ শুরু করলেন। বাটুম্‌ একটি বড় শ্রমিককেন্দ্র ছিল। মাণ্টাসেভ্‌, সাইদেরিদিস্‌, রথচাইল্ড ও নোবেল কোম্পানীর কয়েকটি বড় বড় তৈল নিষ্কাশনের কারখানা এখানে ছিল। স্টালিন উৎসাহের সঙ্গে এই সব কারখানার সচেতন শ্রমিকদের মধ্যে চক্র গঠন ক'রতে লাগলেন, যাতে তারা তাঁর কাজে সাহায্য ক'রতে পারে। তিনি নিজেই তাদের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাতেন। এছাড়া তিনি গুপ্তভাবে একটি প্রেসের ব্যবস্থা করলেন, তিনি নিজে ইশ্‌তেহার লিখে শ্রমিকদের সাহায্যে তা ছাপতেন। বাটুমের গোয়েন্দা পুলিস এই সময় রিপোর্ট দিয়েছিল যে, শ্রমিকরা জোসেফ্‌ যুগাস্‌ভিলীকে

এবং অন্যটি সংখ্যালঘু মেনশেভিক। সংখ্যাধিক্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লেনিন। ১৯০৫ সালের পরবর্ত্তী কংগ্রেসে সংখ্যালঘু দল যোগ দিতে অসম্মত হয়। ১৯০৮ সালে দুই দলে একটা মৈত্রী হল বটে কিন্তু তা শুধু কাগজে-কলমে। বলশেভিকরা রত রইলো বিপ্লবের কাজে, মেনশেভিকরা রইলো তফাতে। এবং তারা বলশেভিক পার্টি পরিত্যাগ করার জন্য চারিদিকে প্রচার করতে লাগলো। শেষে ১৯১২ সালে মেনশেভিকরা বিতাড়িত হলো দল থেকে। ১৯১৮ সাল পযন্ত বলশেভিকরা দলের পুরাতন নামই ব্যবহার করতো। শেষে সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে লেনিনের প্রস্তাবে নতুন নাম রাখা হয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টি। পরে ১৯২২ সালে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার পর 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' এই নামা রাখা হয়।

খুব শ্রদ্ধা করে এবং তাঁকে নিজেদের গুরু ব'লে মনে করে। একটি রিপোর্টে আছে ঃ—

> "সোশাল-ডেমোক্রাট আন্দোলন ১৯০১ সালের শরৎকাল থেকে শক্তিশালী হয়েছে। এ সময় থেকে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদলের টিফ্লিস্ কমিটি তাদের একজন প্রতিনিধি, টিফ্লিস্ ধর্ম্মতত্ত্বের সেমিনারীর ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূতপূর্ব্ব ছাত্র জোসেফ্ জুগাস্ভিলীকে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার চালাবার জন্য পাঠিয়েছে। জুগাস্ভিলীর প্রচেষ্টার ফলে, বাটুমের প্রত্যেক কারখানায় প্রথমত টিফলিস্ কমিটির পরিচালনায় সোশাল-ডেমোক্রাট সংগঠন গড়ে উঠতে আরম্ভ ক'রছে।"

১৯০১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর রাত্রে নববর্ষের উৎসবের ছলে স্টালিন শ্রমিক-চক্রগুলির এক সম্মেলন আহ্বান ক'রলেন, তাতে ৩০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। এই সম্মেলনে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বাটুম কমিটি গঠিত হয়। এই প্রথম বাটুমে 'ইস্ক্রা'পন্থী সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন স্থাপিত হ'ল।

ট্রান্সককেশিয়ার পুরানো কর্ম্মীরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই সম্মেলনের কথা স্মরণ করেন। তাঁদেরই একজন, রডিয়ন্ কোর্কিয়া লিখেছেন ঃ

> "স্টালিন এই সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা শেষ ক'রেছিলেন এই কথা দিয়ে—'চেয়ে দেখুন, রাত্রি প্রভাত হ'চ্ছে। এখুনিই সূর্য্য উঠবে এবং সে সূর্য্য আমাদের জন্য আলোক বিতরণ ক'রবে। বন্ধুগণ, আমার একথা বিশ্বাস করুন।"

রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বাটুম্ কমিটি নবগঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলির সাহায্যে ১৯০২ সালের প্রথম দিকে বাটুম শহরে কয়েকটি ধর্ম্মঘট পরিচালনা করে। বিভিন্ন কারখানায় ধর্ম্মঘট কমিটিগুলির কর্ণধার

ছিলেন স্টালিন। ধর্ম্মঘট ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল। জারতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষ এতে ভীত হয়ে বাটুমে একজন সামরিক শাসনকর্ত্তা বহাল ক'রলেন। সামরিক শাসনকর্ত্তা শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করাতে চেষ্টা ক'রলেন, কিন্তু কিছু ফল হ'ল না। ৭ই মার্চ তারিখে বহু কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, তাতে কোনো লাভ হ'ল না। ৮ই মার্চ তারিখে, স্টালিনের পরিচালনায় শ্রমিকেরা বিরাট শোভাযাত্রা ক'রে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দাবী ক'রল। সে দাবী না মেনে পুলিস উল্‌টো তিনশত বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীকে গ্রেপ্তার ক'রল। পরদিন ৯ই মার্চ, স্টালিন আরও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভপ্রদর্শনের ব্যবস্থা ক'রলেন, এতে শুধু রথচাইল্ড ও মাণ্টাসেভ্ কারখানার ধর্ম্মঘটী শ্রমিকেরা নয়, ডক্-মজুর, রেলওয়ে-মজুর ও অন্যান্য শ্রমিকেরাও যোগ দিল। বিক্ষোভকারীরা পতাকা হাতে বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে জেলখানার দিকে অগ্রসর হ'ল, যেখানে ধৃত কর্ম্মীদের আটকে রাখা হয়েছিল। তারা বন্দীদের মুক্তির দাবী করছিল। এই বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানো হয়, ১৫ জন শ্রমিক নিহত ও ৫৪ জন আহত হয়। আই, দারাখ্-ভেলিদ্‌জে (বাটুমের এক বৃদ্ধ শ্রমিক,) বর্ণনা ক'রেছেন—"স্টালিন বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মাঝখানে থেকে নিজে এই আন্দোলন চালনা ক'রছিলেন। কালান্দাদ্‌জে নামে একটি শ্রমিক গুলিচালনার সময় বাহুতে আহত হয়, স্টালিন তাকে ভিড়ের ভেতর থেকে বের ক'রে নিয়ে আসেন এবং পরে নিজেই তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসেন।"

১২ই মার্চ স্টালিন ৯ই তারিখে নিহত শহীদদের বিপ্লবীর যোগ্য সম্মান দিয়ে সমাধির ব্যবস্থা ক'রলেন। বিগত গুলিচালনার ব্যাপার সত্ত্বেও বহু শ্রমিক সমাধি সভায় যোগ দিয়েছিল। এই

উপলক্ষ্যে স্টালিনের রচিত একটি ইশ্‌তেহার বাটুম্‌ ও অন্যান্য শহরে বহুসংখ্যায় বিলি করা হয়। এই ইশ্‌তেহারটি ছিল বিপ্লবের আগুন ও প্রেরণায় ভরা :

"যারা সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছে, তাদের শ্রদ্ধা জানাই। যে-মায়ের স্তন্যে তোমরা পালিত সেই মায়েদেরও প্রণাম জানাই। শহীদের কাঁটার মুকুট যারা পরেছে, যারা মরণের মুহূর্তে সংগ্রামের বাণী দিয়ে গেছে, তাদের আত্মা আছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কানে কানে ব'লছে—'আমাদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও'।"

স্টালিন প্রথমে ম্যাটে রুসিদ্‌জের বাড়ীতে থাকতেন, পরে তিনি খাসিম্‌ স্মির্‌বা নামে এক চাষীর বাড়ীতে যান। নিন্তৎসা মোদেবেদ্‌জে "জারিয়া ভোস্টোকা" পত্রিকায় প্রকাশিত "অবিস্মরণীয়দের কাহিনীতে" স্টালিন যে-অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ ক'রতেন তার বর্ণনা দিয়েছেন :

"কমরেড্‌ স্টালিন ম্যাটে রুশিদ্‌জের বাড়ীতে থাকতেন। দুটি ঘরে ডারাখ্‌-ভেলিদজের ভাইরা এবং কোটসিয়া কান্দেলাকি থাকত এবং পাশে ছোট একটি ঘরে কমরেড স্টালিন থাকতেন। এই ঘরে কোনো জানালা ছিল না, বাইরের দিকের দরজা সব সময়ে তালা দেওয়া থাকত এবং কারো নজরে পড়ত না। বাইরের দিককার দরজা ও ভেতর দিককার দরজা যেটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তার মাঝখানে কলুঙ্গীতে কাপড় চোপড় ঝোলান থাকত।

"বাড়ীটির অন্য অংশে ইভিলিয়ান্‌ ও দেস্‌পাইন্‌ সাপাটাভা বাস ক'রতেন।

"স্টালিনের ঘরে একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। এইখানেই তিনি কাজ ক'রতেন এবং এখানে তাঁর ইশ্‌তেহারগুলি ছাপা হ'ত। এখানে

অগ্রণী কর্ম্মীরা গভীর রাত্রিতে আলোচনার জন্য একত্রিত হ'তেন।

"আমার বোন দেস্পাইন্ প্রায়ই এখানকার ছাপা ইশ্‌তেহারগুলি বিশ্বস্ত কর্ম্মীদের কাছে দিয়ে আসত। কমরেড্ স্টালিন মেয়েদেরও বিপ্লবের কাজে টেনে নিতেন এবং তাদের সঙ্গে বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা ক'রতেন।"

স্টালিন বাটুম্ শহরে খাসিম্ স্মিরবার বাড়ীতে একটি গোপন প্রেস বসিয়েছিলেন। বাড়ীর মালিক একজন আব্‌খাসিয়ান, নিরক্ষর, সরল চাষী, কিন্তু সে স্টালিনের লিখিত ও মুদ্রিত ইশ্‌তেহারগুলি ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে বিলি ক'রে আস্ত। এই রকম শত শত সাধারণ লোক, চাষী ও মজুর স্টালিনকে তাঁর বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপে সাহায্য ক'রেছিল। মার্ক্‌স্-লেনিনবাদী বিপ্লবব্রতী কর্ম্মী স্টালিনকে পুলিসের চক্ষু এড়িয়ে কাজ ক'রতে হ'ত। সেজন্য জনসাধারণের সঙ্গে স্টালিনের নিবিড় সংযোগ তাঁকে শক্তি দিয়েছিল।

১৯০২ সালের ৫ই এপ্রিল দলের অগ্রণী কর্ম্মীদের সভায় জারের পুলিস স্টালিনকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁকে বাটুমের কারাগারে রাখা হয়। এই জেলে থাকাকালীন এবং এখান থেকে কুটাইস্ জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পরও তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ থেকে ক্ষান্ত হননি।

লেনিন যেমন কারাগারের ভেতর থেকে তাঁর সহকর্ম্মীদের সাহায্য ক'রতেন, তেমনি স্টালিনও বাইরের কর্ম্মীদের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাদের সহায়তা ক'রছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টালিন রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু ক'রলেন। মার্ক্‌স্,

এঙ্গেলস্ ও লেনিনের মতবাদ ভাল ক'রে বুঝতে তাদের তিনি সাহায্য ক'রলেন। বাটুমের বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিকদের প্রধান নেতা ও শিক্ষাদাতা—এই অভিযোগে জারের সরকার তাঁকে শাস্তি দিল। টিফলিসে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল সংগঠনের অভিযোগেও তাঁর শাস্তি হয়।

১৯০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ককেশিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনের প্রথম সম্মেলন আহূত হয়। সেখানে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ককেশিয়ার যুক্ত কমিটি গঠিত হ'য়েছিল। স্টালিন কারাগারে থাকাকালীন এই যুক্ত কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

১৯০৩ সালের ৯ই জুলাই জারের বিচারে স্টালিনকে পুলিসের কড়া পাহারায় পূর্ব্ব সাইবেরিয়ায় তিন বৎসর নির্ব্বাসনে থাকতে হ'য়েছিল। নির্ব্বাসনে পাঠানার আগে তাঁকে আবার বাটুম জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯০৩ সালের নভেম্বরের শেষাশেষি তাঁকে পূর্ব্ব সাইবেরিয়ায় ইর্কুট্স্ক্ প্রদেশে বালাগান্স্ক জেলায় নোভায়া উডা গ্রামে নির্ব্বাসনে পাঠান হয়। একজন স্বয়ংশিক্ষিত শিল্পীর আঁকা স্টালিনের এই নির্ব্বাসনকালীন ছবি অনেকেই দেখেছেন। পায়ে বুট জুতো, গায়ে ওভারকোট, মাথায় ফার টুপি—সর্ব্বাঙ্গ তুষারাবৃত, চেয়ে আছেন বহু দূরের দিকে—যেখানে আছে সেই লোকগুলি যাদের মধ্যে তিনি কাজ ক'রে এসেছেন।

প্রথমবার নির্ব্বাসিত হওয়ার আগেই স্টালিন একজন খ্যাতনামা সংগঠক এবং গণনেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ট্রান্স্ককেশিয়ায় বলশেভিকদের তিনি নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁর সুনাম শুধু ট্রান্স্ককেশিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে তাঁর এক মহৎ

কীর্ত্তি হচ্ছে ল্যাডো কেট্‌সখোভেলী, সাসা ৎস্থলুকিদ্‌জে ও মিখা ৎস্‌খকায়া এবং অন্যান্য কর্ম্মীদের সহযোগিতায় প্রথম 'ইস্‌ক্রা'পন্থী সোশাল-ডেমোক্র্যাটিক কমিটি গঠন করা, প্রথম বেআইনী সাহিত্য প্রচার ও ট্রান্সককেশিয়ায় প্রথম গোপন প্রেস সংগঠন। এ ছাড়া এই সময়ে তিনি লেনিনের মত উৎসাহ এবং জোরের সঙ্গে 'লিগ্যাল মার্ক্‌সিস্ট', 'অর্থনৈতিক সংস্কারবাদী' এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনা করেন।

এই নির্ব্বাসনের সময়ে ১৯০৩ সালে স্টালিন ও লেনিন পত্রালাপের মধ্য দিয়ে পরিচিত হন। সেই সময়কার কথা স্মরণ ক'রে ১৯২৪ সালে ২৮শে জানুয়ারী, ক্রেমলিন সামরিক স্কুলে লেনিনের স্মৃতিসভায় স্টালিন ব'লেছিলেন :—

'আমি ১৯০৩ সালে প্রথম লেনিনের সঙ্গে পরিচিত হই। অবশ্য সেটা মুখোমুখি আলাপ নয়, পত্রের দ্বারাই হয়েছিল। কিন্তু সে-পরিচয় আমার মনে গভীর রেখাপাত ক'রেছিল, যা আমি পার্টির কাজের মধ্যে আজও ভুলিনি। সে সময়ে আমি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে ছিলাম। ১৮৯০ সালের পর থেকে, লেনিনের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের পরিচয় পেয়ে, বিশেষ করে ১৯০১ সালের পর ইস্‌ক্রা পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকে, আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, লেনিন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। আমি তাঁকে শুধু পার্টির নেতা হিসাবে দেখিনি, পার্টির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ব'লে মানতাম, কারণ একা তিনিই পার্টির প্রকৃত সত্তা ও পার্টির সাফল্যের জন্য কি প্রয়োজন, তা বুঝতেন। পার্টির অন্যান্য নেতা প্লেখানভ্, মার্টভ্, আক্সেলরড্ ইত্যাদির তুলনায় তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নেতা, তিনি সংগ্রামে ভয় পেতেন না। রুশ-

বিপ্লবী আন্দোলনের অজানা পথে, তিনি পার্টিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতো দৃঢ়ভাবে আমার মনে এই ধারণা হ'য়েছিল যে, আমি রাজনৈতিক কারণে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এ বিষয়ে লিখি এবং তাঁর মতামত জানতে চাই। পরে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে থাকাকালীন আমি সেই বন্ধুর কাছ থেকে এক উৎসাহ-সূচক পত্র পেলাম, এবং আরেকটি চিঠি পেলাম অত্যন্ত সাধারণ অথচ সুস্পষ্টভাবে লেখা—লেনিনের চিঠি। তাঁকে সম্ভবত বন্ধুটি আমার চিঠি দেখিয়েছিলেন। লেনিনের চিঠিটি ছোট হ'লেও তাতে পার্টির বাস্তব কর্ম্মপদ্ধতির নির্ভীক সমালোচনা ছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে পার্টির সমগ্র কর্ম্মধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ছিল। কেবল মাত্র লেনিনই অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলি এত সরল, সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্তভাবে সাহসের সঙ্গে প্রকাশ ক'রতে পারতেন, তাঁর লেখা প্রতিটি কথা যেন রাইফেলের আওয়াজের মত বুকে বিঁধত। এই সরল ও নির্ভীকভাবে লেখা চিঠি থেকে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, লেনিন আমাদের পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতা। আমি আজ নিজেকে ক্ষমা ক'রতে পারি না এই জন্য যে, গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পুরানো কর্ম্মীর অভ্যাসবশত আমি সেই চিঠি অন্যান্য অনেক চিঠির মত আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।

"লেনিনের সঙ্গে আমার পরিচয় শুরু হয় সেই সময় থেকে"।

('লেনিন সম্বন্ধে স্টালিন')

স্টালিনের প্রথম জীবনের বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী বিচার ক'রলে দেখা যায়, ১৮৯০ সালের পর থেকে তা বলশেভিক পার্টির নেতা লেনিনের কার্য্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিল। অনেক সময় স্টালিন নিজেই অবস্থানুযায়ী আন্দোলনের সম্মুখে স্লোগান তুলে ধরতেন এবং মূলনীতিগত প্রশ্নের নিজস্ব সমাধান স্থির ক'রতেন। তাঁর কার্য্যকলাপে আমরা

লেনিনের মত এক মূলনীতি—বিপ্লবী মার্ক্স্‌বাদের প্রয়োগ দেখতে পাই। প্রথম রুশ বিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংগঠনের যুগে স্টালিন তাঁর কার্য্যকলাপে ভবিষ্যৎ বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক'রছিলেন।

১৯০৪ সালের বসন্তকালে স্টালিন ইর্কুটস্কে তাঁর নির্ব্বাসনের স্থান থেকে পলায়ন ক'রে বাটুমে ফিরে আসেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে সে শহর ছাড়তে হয়। নাটালিয়া কিরটাদজে তাঁর আত্মবিবরণীতে স্টালিনের নির্ব্বাসন থেকে ফিরে আসার কাহিনী বর্ণনা ক'রেছেন :

"১৯০৪ সালের প্রথম দিকে এক দিন মধ্যরাত্রে আমার দরজায় করাঘাত হ'ল।"

"আমি বল্লাম, কে ?"

"আমি। আমাকে ঢুকতে দাও।"

"আপনি কে ?"

"আমি সোসো।"

"আমার কাছে একথা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সাঙ্কেতিক 'সহস্রায়ু হও'—এটি যতক্ষণ না ব'ললেন ততক্ষণ আমি দরজা খুলে দিই নি।"

"আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, কি করে তিনি বাটুমে এলেন।"

"সোসা বল্লেন, আমি পালিয়ে এসেছি।"

"এর কিছুদিন পরেই তিনি টিফ্‌লিসে গেলেন। সেখান থেকে তিনি কয়েকবার চিঠি লিখেছিলেন। ককেশিয়ার যুক্ত কমিটির কার্য্যকলাপ সে সময় স্টালিনই পরিচালনা ক'রতেন।"

"১৯০৪ সালের বসন্তকালে, সোসো আবার বাটুমে ফিরে এলেন। এই সময় তিনি বার্ঝ্‌খানায় ইলিকো সরাসিদজের বাড়ীতে মেনসেভিক্‌দের সঙ্গে কয়েকটি বিতর্ক পরিচালনা করেন।"

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম রুশ বিপ্লবের কাল

বলশেভিকদের দ্বারা পরিচালিত ট্রান্সককেশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন প্রথম রুশ বিপ্লবের অভ্যুত্থানে এক বড় অংশ গ্রহণ ক'রেছিল। যে বিরাট বিপ্লবীশক্তি এতদিন জারের স্বেচ্ছাতন্ত্রের শাসনে অবরুদ্ধ হয়েছিল, তা এবার বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এবং জর্জিয়ার শহরে, গ্রামে উচ্ছ্বসিত প্লাবনের মত গণ-আন্দোলনে পরিণত হ'ল। এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত জনগণের আন্দোলন। কয়েক শতাব্দী ধরে জর্জিয়ার জনসাধারণের মধ্যে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল,—জমিদার, ধনিক-শ্রেণী ও জারের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাদের সেই আক্রোশ প্রকাশ পেল প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।

জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারে সাহায্য ক'রে। স্টালিন এই আন্দোলনের নেতৃত্বে এক প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমরা আগেই শুনেছি, তাঁকে ১৯০৩ সালে সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসনে পাঠান হয়েছিল, কিন্তু তিনি ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে সেখান থেকে পালিয়ে টিফ্‌লিসে ফিরে আসেন এবং ট্রান্সককেশিয়ার বলশেভিকদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে মতবিরোধ হওয়ার পর বলশেভিক দল সংগঠন, মতবাদ, রাজনীতির দিক দিয়ে ক্রমশ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা গ্রহণ ক'রছিল।

স্টালিন ও লেনিনের কর্ম্মধারার মধ্যে আমরা আদর্শের গভীর ঐক্য দেখতে পাই। এই মতৈক্য দেখা যায় বিশেষভাবে সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে স্টালিনকে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা প্রবাহের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করতে হ'ত।

এই সময়ে লেনিনের প্রকাশিত রচনাবলী শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী আন্দোলনের মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের মীমাংসায় সাহায্য ক'রেছিল। তাঁর বই "হোয়াট ইজ টু বি ডান" (লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরী : ৪নং গ্রন্থ) পার্টিকে মতবাদ গঠনে সাহায্য করে; তাঁর বই "এক পা এগিয়ে, দু'পা পেছিয়ে" পার্টির সংগঠনের ধারা নির্দ্দেশ করে; তাঁর অন্য বই "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমো-ক্রাটদের দুই কর্ম্মপন্থা" (লিট্‌ল্ লেনিন লাইব্রেরী : ১৭নং গ্রন্থ) শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম্মনীতি ও কৌশল সম্বন্ধে রাজনৈতিক শিক্ষাপুস্তক। অনুরূপভাবে প্রথম রুশ বিপ্লবের সমসাময়িক স্টালিনের কয়েকটি রচনা ট্রান্সককেশিয়ায় বলশেভিক্ পার্টির সভ্যদের মতবাদ, সংগঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষার দিক দিয়ে সাহায্য ক'রেছিল। স্টালিনের লেখাগুলি শুধু লেনিন, মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌সের মতামত সরলভাবে প্রকাশ ক'রত, তাছাড়া এতে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনাও ছিল। তাঁর এই সময়কার তত্ত্বমূলক রচনাবলী যথা, ১৯০৫ সালে লিখিত "পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধের কারণ"; ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে লিখিত "দুই দ্বন্দ্ব"; 'আখালী ৎস্খোভ্‌রেবা,' 'আখালী ড্রোয়েবা,' 'চেনী ৎস্কোভ্‌রেবা,' 'ড্রো' পত্রিকায় "নৈরাজ্যতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী এবং আরো অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বলশেভিক্ কর্ম্মনীতি, পন্থা ও সংগঠন সম্বন্ধে প্রাঞ্জল মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিল।

এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্লবের যুগে বলশেভিক-কর্ম্মনীতি গঠন করার জন্যে স্টালিন লেনিনের সঙ্গে একযোগে কাজ ক'রেছিলেন।

সমগ্র ট্রান্সককেশিয়া এবং তার বাইরেও বলশেভিক্ সংগঠনগুলির কার্য্যকলাপের প্রধান সহায়ক ছিল আভ্‌লাবারের গোপন প্রেস। এই ছাপাখানা স্টালিনের নির্দ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অন্যান্য গুপ্ত প্রেসের তুলনায় এই প্রেসের সুষ্ঠু পরিচালনা খ্যাতি লাভ ক'রেছিল। বহুদিন ধরে খুঁজেও পুলিস এই প্রেসের সন্ধান পাচ্ছিল না। অবশেষে ১৯০৬ সালের ১৫ই এপ্রিল পুলিস এই প্রেস হস্তগত করে। এই প্রেসে নিম্নলিখিত ইশ্‌তেহার ও ঘোষণাপত্র ছাপা হয়েছিল, যার অধিকাংশই স্টালিনের লিখিত—"ককেশিয়ার শ্রমিকদের প্রতি", "প্রকৃত অবস্থা কি?", "ককেশিয়ার মজুরগণ, প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে", "টিফ্‌লিসের সংঘবদ্ধ মজুরদের প্রতি", "নবাগত কর্ম্মীদের প্রতি", "বন্ধুগণ", "তাড়িত পশু", "যুদ্ধের বিনাশ হোক", "ককেশিয়ার মজুর, মেয়ে মজুর ও চাষীদের প্রতি", "সংরক্ষিত সৈন্যদলের প্রতি", "স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আর্মেনিয়ান জাতি", "সোশাল ডেমোক্রাটদের পরীক্ষা", "শ্রমিকদের প্রতি", "কাথেটিনো-কার্টালিয়ান্ চাষীদের প্রতি", "সৈনিক ভাইগণ!", "আজকের খবর", "১নং জেলার শ্রমিকদের প্রতি" এবং "প্রিডোনভ্ এণ্ড কোম্পানীর কন্‌ফেক্‌শনারী কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা।"

এই প্রেসে রুশ, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ও আজারবাইজানিয়ান্ ভাষাতেও পুস্তিকা ছাপান হ'ত, যা শুধু ট্রান্সককেশিয়ায় নয়, রুশিয়ার অন্যত্রও পার্টির শাখাগুলির মধ্যে প্রচারিত হ'ত।

আভ্‌লাবার প্রেসে ছাপা কয়েকটি পুস্তিকার তালিকা এখানে দিচ্ছি—লেনিনের "মজুর ও কৃষকশ্রেণীর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" ও

''গ্রামের গরীবদের প্রতি" ; স্টালিনের "পার্টির মধ্যে মতদ্বৈধের কারণ", ''দুই দ্বন্দ্ব", ''সংখ্যাল্প ও সংখ্যাধিক দলের সদস্যদের নিখিল রুশ কনফারেন্স সম্বন্ধে বিবৃতি", এ ছাড়াও "গুরিয়াতে কৃষক আন্দোলন", "চারজন ভাই", "দৈনিক কাজের সময়", "মে দিবস", "প্রত্যেক মজুরের যা জানা ও স্মরণ রাখা উচিত", "সমাজতন্ত্রবাদ", "নতুন পন্থা", "তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস, পার্টির নিয়মাবলী ও কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবৃতি", "তৃতীয় পার্টি: কংগ্রেসে গৃহীত রুশ সোশাল ডেমোক্রাট শ্রমিক পার্টির নিয়মাবলী", "দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রুশ সোশাল ডেমোক্রাট্ শ্রমিক পার্টির কর্ম্মতালিকা," "মাছি ও মাকড়সা", "বৈপ্লবিক সঙ্গীত", "শ্রমিকশ্রেণী ও রুশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা", "আমাদের দাবীসমূহ চরম ও জরুরী"।

জারের গভর্নমেণ্ট আভ্লাবারের ছাপাখানার আবিষ্কারকে নিজেদের একটা বিরাট জয় মনে ক'রেছিল। এই ছাপাখানা সম্বন্ধে বুর্জোয়া পত্রিকা কাভ্কাজ্ (ককেশাস)-এ ১৯০৬ সালে ১৬ই এপ্রিল যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে কিছু আভাস পাওয়া যায়ঃ ''গোপন মুদ্রাযন্ত্র' —১৫ই এপ্রিল শনিবার আভ্লাবারে সিটি হাসপাতালের ১০০।১৫০ হাত দূরে ডি-রস্টোমাস্ভিলীর এক পোড়ো বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রায় ৭০ ফিট্ গভীর এক কুয়ো দেখতে পাওয়া যায়, কফিকল বা দড়ির সাহায্যে তাতে নামা যায়। ৫০ ফিট্ নীচ থেকে একটা সিঁড়ি গেঁ [illegible] :টি কূয়োর দিকে, সেখান থেকে ৩৫ ফিট্ উঁচু সিঁড়ি গেছে এক ভূগর্ভস্থ ঘরের মধ্যে, যে ঘরটি বাড়ীর মাটির তলায় ভাঁড়ার ঘরের নীচে অবস্থিত। এই ঘরে সমস্ত যন্ত্রপাতি সহ এক ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়, তাতে বিশ বাক্স রুশ, জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ান টাইপ্, ১৫০০।২০০০ রুবল দামের হাত ছাপাখনা,

নানা প্রকার অ্যাসিড, বিস্ফোরক জিলেটিন্ এবং বোমা তৈরী করার অন্যান্য সাজসরঞ্জাম, বহু পরিমাণ বেআইনী সাহিত্য, বিভিন্ন সেনা-বাহিনী ও গভর্নমেণ্ট দপ্তরের সিলমোহর এবং ১৫ পাউণ্ড ডিনা-মাইটপূর্ণ একটি মারাত্মক যন্ত্র। এই ছাপাখানায় অ্যাসিটিলিন্ গ্যাসের বাতি জ্বালান হ'ত এবং এখানে বিদ্যুতিক সঙ্কেত জানাবার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি চালার নীচে তিনটি তাজা বোমা, কতগুলি বোমার খোল ও অনুরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। 'এলভা' সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর অফিসে এক সভায় ২৪ জনকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব'লে গ্রেপ্তার করা হয়। 'এলভা' কাগজের অফিসে খানাতল্লাসী ক'রে বহু পরিমাণে বেআইনী সাহিত্য ও পুস্তিকা এবং বিশটি খালি পাসপোর্টের ফর্ম পাওয়া যায়। সম্পাদকীয় অফিস তালাবন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র থেকে বৈদ্যুতিক তার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলির সূত্র ধরে মাটির তলায় আরো ঘর আবিষ্কার করার আশায় মাটি কাটা হচ্ছে। এই ছাপা-খানার প্রাপ্ত যন্ত্রাদি সরাতে ৫টা গাড়ী বোঝাই হয়েছিল। সেই দিন সন্ধ্যায় আরো তিনজনকে এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব'লে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে নিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক জাতীয় সঙ্গীত 'মার্সেলিজ্' গাইতে গাইতে যাচ্ছিল।"

আভ্লাবার ছাপাখানা আবিষ্কারের ব্যাপারে যে খবর প্রকাশ হয়, তাথেকে আমরা ধারণা করতে পারি, প্রথম বিপ্লবের যুগে স্টালিনকে কত বিভিন্ন ধরনের কাজ ক'রতে হ'ত।

আমরা আগেই জেনেছি, স্টালিন নির্ব্বাসনে থাকার দরুন দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু ফিরে আসবার পরই তিনি পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করার জন্য কাজ শুরু ক'রলেন। তিনি

রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে আপোসপন্থীদেব বিবোধিতা করেন এবং যখন তিনি নিশ্চিত হ'লেন যে, তারা মেনশেভিকদেব সঙ্গে মিলে তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বানের দাবী অকার্য্যকরী ক'বে তুলতে চেষ্টা ক'রছে, তখন তিনি মেনশেভিকদের সমর্থনকারী কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রলেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলশেভিক কর্ম্মী হিসাবে নির্ব্বাচিত সভ্য গ্লেবোভ (নস্কোভ) যিনি বলশেভিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মেনশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টির মুখপত্র হস্তগত ক'রতে সাহায্য ক'রেছিলেন, তাঁর প্রবঞ্চনা স্টালিন প্রকাশ ক'রে দেন।

১৯০৪ সালের নভেম্বরে ককেশাসের কমিটিগুলির বলশেভিক সদস্যদের এক কনফারেন্স হয় স্টালিনের নেতৃত্বে। এই কনফারেন্স তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার দাবী করে, কারণ পার্টির ভিতরে আভ্যন্তরিক বিরোধের অবসান প্রয়োজন। তা ছাড়া "সেই সময়কার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জারের স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানবার জন্য পার্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিশেষ একতা ও একটি কর্ম্মনীতি গ্রহণ ক'রতে হবে।" (এল, বেরিয়া—'ট্রান্স-ককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস')

১৯০৫-০৭ সালে মিখা ৎস্খাকায়া স্টালিনের সঙ্গে একত্রে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ককেশিয়ান্ যুক্ত কমিটি পরিচালনা ক'রছিলেন। এই কমিটির অন্যান্য সভ্য ছিলেন সাশা স্লুকিদ্জে, স্টেপান সৌমিয়ান, আলিওশা জাপারিদ্জে, বোগদান ক্নুনিয়ান্তজ্, ফিলিপ মাখারেদ্জে ও মিখো বোকোরিদ্জে।

বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে স্টালিন একজন প্রতিভাশালী পার্টি-সংগঠক হিসাবে পরিচিত হ'লেন। মার্কস্-লেনিনবাদের অদম্য

প্রচারক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ট্রান্স ককেশিয়ার বলশেভিকদের কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে, যাদের নেতা ছিলেন জর্ডানিয়া, ৎসেরেটেলী, রামিশভিলী, খেইদ্‌জে ও লোমটাটিদ্‌জে।

স্টালিন ও অন্যান্য বলশেভিকরা সর্ব্বদাই ট্রান্স ককেশিয়ার শহর ও বড় বড় কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত করছিলেন মেনশেভিক, সোশালিস্ট রেভলিউশনারী ও নৈরাজ্যতন্ত্রীদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিতর্ক চালাবার জন্য। স্টালিন নিজে টিফলিস্, বাকু, কুটাইস্, গোরী, চিয়াটুরী, খোনী, বোরচালো ও আন্দোলনের অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতেন। এই সময় তিনি শুধু মেনশেভিক্ ও অন্যান্য মার্কস-লেনিনবাদী নীতির বিরোধী দলের সঙ্গেই বিতর্ক চালাননি, ব্যাপকভাবে পার্টির সংগঠনের কাজও করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, চিয়াটুরীতে তিনি পার্টির একটি স্থানীয় বলশেভিক্ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই উদ্যোগে পূর্ব্বেকার কুটাইস্ প্রদেশের পার্টি সংগঠন পরিচালনা করার জন্যে কুটাইসে একটি বলশেভিক্ ইমারেটিনো-মিঙ্গরেলিয়ান কমিটি স্থাপিত হয়। খোনী জেলায় মেনশেভিকদের সঙ্গে এক বিতর্কের পর খোনীতে একটি বলশেভিক্ কমিটি স্থাপিত হয়। বলশেভিকবাদের বিরোধীদের সঙ্গে এই সব বিতর্কে, শ্রোতারা স্টালিনের ধীর সংযম এবং নিজ আদর্শের সত্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য্য হ'ত। ১৯০৫ সালের মে মাসে তিনি দু-হাজার শ্রমিকের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই সভায় ক্রোপট্‌কিনের শিষ্য নৈরাজ্যতন্ত্রীদলের গোগেলিয়া, ৎসেরেটেলী ও অন্যান্যের সঙ্গে স্টালিনের বিতর্ক হয়। কেকেলিদ্‌জে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন—"সভা আরম্ভ হ'ল। কোবা (স্টালিন) প্রথম বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন।

এক দীর্ঘ বিতর্ক শুরু হ'ল ... তাঁর বিরোধীপক্ষের প্রত্যেকেই চেঁচামেচি করে যা তা বলছিল, কমরেড্ কোবা ধীরভাবে তাদের প্রত্যেকটি যুক্তি দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করে দিলেন। সুতরাং এখানেও বলশেভিকরা জয়ী হ'ল। শ্রমিকরা একমত হয়ে কমরেড্ কোবাকে সমর্থন করল।" (এল, বেরিয়া—"ট্রান্সককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস" পুস্তকে উদ্ধৃত)

১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথম রুশ বিপ্লবের অগ্রদূত বিখ্যাত বাকু ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। বাকুর শ্রমিকদের আন্দোলনেই—১৯০৫ সালে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সারা রুশিয়াব্যাপী গৌরবময় আন্দোলনের সূচনা হ'ল। ১৯০৪ সালের শেষদিকে বাকুর শ্রমিকরা প্রথম রুশ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মালিকদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চুক্তি করার অধিকার লাভ করে। শ্রমজীবী জনসাধারণ প্রথম রুশবিপ্লবে যোগ দিয়েছিল বলশেভিকদের বৈপ্লবিক স্লোগান অনুসরণ করে, মেনশেভিক্, সোশাল-রেভলিউসনারী দল, নৈরাজ্যতন্ত্রী, ক্যাডে্ট বা আর্মেনিয়ান্ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ডাস্নাকদের * নেতৃত্ব তারা গ্রহণ করেনি।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রত্যেকটি মূল সমস্যা—সংগঠন, মূলনীতি, রাজনীতি ও কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে, স্টালিন তাঁর বক্তৃতা, ইশ্‌তেহার, পুস্তিকা ও বহু প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি একজন প্রতিভাশালী বিপ্লবী প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন, অত্যন্ত কঠিন

* ডাসনাক্ঃ ডাসনাক্‌ৎসুইয়াম পার্টি। আর্মেনিয়ার জাতীয়তাবাদী পার্টি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নয়। আর্মেনিয়ার ধনতন্ত্রবাদীদের এরা সমর্থন করত। বিপ্লবের পরে এরা ফরাসী, ইংরাজ ও জারের প্রতিক্রিয়াপন্থী বাহিনীকে সমর্থন করেছিল।

ও জটিল প্রশ্নগুলিও শ্রমিকদের তিনি বিস্তৃতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। যদিও তাঁর ব্যাখ্যা ছিল সরল, তবে তিনি বিষয়কে অত্যধিক সরল করার বিরোধী ছিলেন কারণ, এতে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, এই ভাবে তিনি বোঝাতেন যে, সামাজিক চিন্তাধারার গতি বাস্তব জীবনের পরিবর্ত্তনের চেয়ে পিছনে পড়ে থাকে। ধরা যাক এক মুচির নিজস্ব একটি ছোট কারখানা ছিল, কিন্তু বড় কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে সে নিজের কাজ বন্ধ করল এবং আডেলখানোভ্ কারখানায় কাজ নিল। সে এই কারখানায় কাজ নিল স্থায়ীভাবে শ্রমজীবী হয়ে থাকবে বলে নয়, বরং এখানকার আয় থেকে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে আবার নিজস্ব কর্ম্মশালা গড়ে তুলবে এই আশায়। আমরা দেখছি এই মুচির বাস্তব অবস্থা শ্রমজীবীশ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে গেছে, অথচ তার চিন্তাধারা শ্রমজীবীর মত নয়, পেটি বুর্জোয়া শ্রণীর লোকের মত। স্বাধীন কারিগরের অবস্থা তার আর নেই, অথচ তার নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী সুলভ মনোবৃত্তি এখনও রয়ে গেছে, তার চিন্তাধারা তার নতুন সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়নি। তাই দেখি প্রথম বদলায় বাস্তব অবস্থা, মানুষের জীবন নির্ব্বাহের ধারা। তারপরে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুযায়ী মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হয়।

এতে আমরা মানুষের ব্যবহারিক জীবনে বাস্তববাদী মতবাদের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারি। আগে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুযায়ী মানসিক চিন্তাধারা বদলায়। সুতরাং কোনো বিশেষ মতবাদের উৎস আমরা খুঁজব কোনো মানুষের মনে বা কল্পনায় নয়, আর্থিক অবস্থারই বিবর্ত্তনে। বিশিষ্ট আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে

যে সব যুগোপযোগী মতবাদ জেগে উঠে, সেগুলোই সাময়িকভাবে স্থায়ী হয়। অন্য যে সব মতবাদ আর্থিক অবস্থা বা আর্থিক বিবর্ত্তন অস্বীকার করে সেগুলি সময়োপযোগী নয় বলে স্থায়ী হয় না।

যদি মানুষের মন, নীতি, অভ্যাস ব্যবহারিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে এবং অর্থনৈতিক ফলাফল বিচার করে, আইন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি যুগের অনুপযোগী বলে দেখা যায়, তা হ'লে এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো জাতির নীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন আনতে হবে।

এতে আমরা দেখছি কিভাবে স্টালিন একটি বিশেষ মুচি, যে তার আর্থিক স্বাধীনতা হারিয়েছে, তার কথা দিয়ে শুরু করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী দার্শনিক সিদ্ধান্ত সরল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। স্টালিন অর্থনেতিক বস্তুবাদের সমালোচনা করছিলেন। তিনি এই বিকৃত বস্তুবাদের সমর্থকদের জিজ্ঞাসা করলেন—(কোথায়, কখন, কোন্ গ্রন্থে, কোন্ মার্কস্ বলেছেন যে মানুষের চিন্তাধারা তার খাদ্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।) তিনি তাঁর বিরোধীদলকে মার্কসের রচনাবলী থেকে একটি বিবৃতি, একটি অংশও উদ্ধৃত করতে আহ্বান করলেন যা তাদের মতবাদ সমর্থন করে। মার্ক্স্ অবশ্য বলেছিলেন মানুষের মন ও মতবাদ অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু কোথায় তিনি বলেছেন যে, আর্থিক অবস্থা ও মানুষের খাদ্য একই জিনিস? খাদ্যের বিষয় হচ্ছে দেহরসায়নের মধ্যে, সমাজ-তত্ত্বের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।

স্টালিন বরাবর 'জুবাটড্ পন্থা' বা পুলিসের চরদের দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড্ইউনিয়ন গঠন করার প্রচেষ্টা, যা শেভ্রিকভ্ ভ্রাতাদের

নেতৃত্বে বাকুতে খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল—তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করা, এতে তিনি শ্রমিকদের অস্ত্র সরবরাহ করাই প্রধান কাজ মনে করতেন। ককেশিয়ার বিখ্যাত বীর ক্যামো পেট্রোসিয়ানকে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসে ট্রান্সককেশিয়ার বল্‌শেভিক্‌দের প্রতিনিধি মিখা ৎস্খাকায়া ককেশাসের বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। সেই কংগ্রেস ককেশাসের অবস্থা সম্পর্কে এক বিশেষ প্রস্তাব পাশ করেছিল যার মর্ম্ম হচ্ছে এই—

"যেহেতু

"(১) ককেশাসের বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় সেখানে আমাদের পার্টির শ্রেষ্ঠ সংগ্রামশীল সংগঠন গড়ে উঠেছে ;

"(২) ককেশাসের নগর ও গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিদ্রোহের চরম অবস্থায় এসে পড়েছে ;

"(৩) স্বেচ্ছাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে গুরিয়াতে সেনাবাহিনী ও গোলন্দাজ সৈন্য পাঠিয়েছে বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য ;

"(৪) ককেশাসের জনসাধারণ রুশজাতীয় না হওয়ার ফলে যদি এই গণবিদ্রোহে স্বেচ্ছাতন্ত্রের জয়ের সুবিধা হয়, সেটা সমগ্র রুশিয়ার গণ-বিদ্রোহের সাফল্যে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারে ;

"সেহেতু রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস রুশিয়ার শ্রেণীচেতন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ককেশাসের বিপ্লবী চাষী মজুরকে

অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও স্থানীয় কমিটিগুলিকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে যাতে তারা পুস্তিকা, সভা-সমিতি, শ্রমিকদের সম্মেলন ও চক্রগত আলোচনা দ্বারা ককেশাসের অবস্থা সম্বন্ধে বহুল প্রচার করে, এবং ককেশাসের আন্দোলনকে সর্ব্বতোভাবে সময়পোযোগী সাহায্য করে।

১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে সাসা ৎস্‌লুকিদ্‌জে যখন মারা গেলেন, স্টালিন তাঁর সমাধিস্থলে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা উপস্থিত সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ট্রান্স্‌ককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা ও বলশেভিক মতবাদ প্রচারে, আভ্‌লাবারের গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত স্টালিনের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র "শ্রমিকের সংগ্রাম" এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ লেনিন বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "শ্রমিক" পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন।

"শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় ১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর, "জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধের সঙ্গে স্টালিনের পরবর্ত্তীকালে লিখিত বিখ্যাত "মার্কস্‌বাদ ও জাতীয়সমস্যা" গ্রন্থের মতামতের ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে। এই প্রবন্ধে দেখান হয়েছে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন স্বার্থের বাহক এবং কখন কোন্ শ্রেণীএকে প্রাধান্য দেয়, ও তারই উপর নির্ভর করছে জাতীয়তাবাদ কোন্ রূপ নেবে।

তিনি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল যে মনোভাব যা মেনশেভিকরাও সমর্থন করত, তার বিরুদ্ধে লেখেন। তিনি যুক্তি দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের জন্য জাতিনির্ব্বিশেষে সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন, জাতীয় বিভেদের ভাব নষ্ট করে দিতে হবে এবং রুশ; জর্জিয়ান্ আর্মেনিয়ান, পোলিস্, ইহুদী ও অন্যান্য জাতির

শ্রমিকদের একত্র হতে হবে সমগ্র রুশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের জন্য। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা—যারা বিভিন্ন জাতির (যথা আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান) শ্রমজীবী সাধারণের মধ্যে বিভাগ আনতে চেয়েছিল, তাদের মতের বিরুদ্ধে, স্টালিন রুশিয়ার বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের মধ্যে গভীরতর ঐক্য, গভীরতর সংযোগ স্থাপনের জন্য আবেদন করে-ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রবাদীদের যুক্তি তিনি একটি একটি করে খণ্ডন করলেন ১৯০৫ সালে তিনি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ব্যাপারে জর্জিয়ার তথাকথিত সমাজতন্ত্রী সাময়িক পত্রিকা 'সাকার্টভেলো'—যারা প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রোগ্রাম সমর্থন করত, তাদের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন।

পোল্যাণ্ডে ইহুদী জাতীয়তাবাদী 'বুন্দ' দল ও পোলিস্ সমাজতন্ত্রী দল যে নীতি নিয়েছিল, ট্রান্স্ককেশিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরাও মোটামুটি সেই পথ গ্রহণ করেছিল। তারা জাতীয়তার ভিত্তিতে পার্টি গঠন করতে চেয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ার নীতি অগ্রাহ্য করেছিল। স্টালিন এই জাতীয়তাবাদী বিভাগের বিরুদ্ধে, একটি শ্রমিক পার্টি গঠনের সংগ্রামের জন্য প্রচার করছিলেন।

যখন প্রথম রুশ বিপ্লব শুরু হয়, আভ্লাবারের ছাপাখানা থেকে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদলের ককেশিয়ার যুক্তকমিটি এক জ্বালাময়ী ইশ্‌তেহার প্রচার করে যার শীর্ষদেশে লেখা ছিল—"ককেশাসের শ্রমিকগণ, আজ প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে।" এই ইশ্‌তেহার জানিয়ে দেয়, ঝড় উঠছে এবং তা মুক্তিপ্রভাতেরই অগ্রদূত। সে সময়ের আর দেরী নেই যখন রুশবিপ্লব জারের অভিশপ্ত সিংহাসন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এই ইশ্‌তেহারে জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছিল সেই শুভমুহূর্ত্তকে এগিয়ে আনার জন্য।

"শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকা বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের বিরুদ্ধে বরাবর আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এই পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় "তারা মুখোশ খুলে ফেলেছে" নামে এক প্রবন্ধ বের হয়। এটি বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কাঠামোর বিরুদ্ধে লেখা ছিল ও এতে তাদের সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনামূলক নীতির গভীর বিশ্লেষণ ছিল।

১৯০৫ সালের ২৬শে মার্চ, "প্রকৃত অবস্থা কি ?" শীর্ষক এক ইশ্‌তেহার আভ্‌লাবার ছাপাখানা থেকে বের হয়েছিল। উদারনৈতিকরা রুশিয়ায় রাজনৈতিক 'সুদিন' এসেছে বলে যে-প্রচার করছিল, এই ইশ্‌তেহারে সেই মতের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে দেয়। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীই জারতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত সকল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণের দিকে এগিয়ে চলেছে।* এই ইশ্‌তেহার বিগত কয়েকমাসের ঘটনাবলী আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় যে, শ্রমিকশ্রেণীই বিপ্লবের পতাকাবাহী ও প্রধান শক্তি। এই ইশ্‌তেহারে পার্টির সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য সকলকে আহ্বান করা হয়। এতে বলা হয়, পার্টির কাছ থেকে নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্র আমরা বিদ্রোহ ক'রে, অস্ত্রাগার, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ্‌ অফিস্‌, রেলওয়ে প্রভৃতি আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকব। তা ছাড়া আমাদের দেখতে হবে যেন প্রধান কেন্দ্রগুলি যুগপৎ আক্রমণ করা হয়, যাতে গভর্নমেণ্ট ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ না পায়।

*১৯০৫ সালের ১৫ই জুলাই "শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "সশস্ত্র বিদ্রোহ ও আমাদের কর্ম্মপন্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে ঘোষণা করা হয়—বিপ্লব দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে এবং সে-দিনের দেরী নেই যখন বিপ্লবের ঝড় সারা রুশিয়ায় প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। এই ঝড় সমস্ত জীর্ণ জঞ্জালের সঙ্গে জার স্বেচ্ছাতন্ত্রকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

সুবিধাবাদী মেনশেভিক্‌রা বিপ্লবের পরিচালনার কাজে যোগ না দেবার এই অজুহাত দেখাচ্ছিল যে, এই আন্দোলন স্বতস্ফূর্ত্ত। "শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকা এই মতের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালিয়েছিল। এই পত্রিকা মার্টভের প্রচারিত "জনগণকে অস্ত্র দাও"—এই মেনশেভিক্ শ্লোগানের বিরোধিতা করে, কারণ সে-সময় সর্ব্বাগ্রে নিজেদেরই অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল। এই পত্রিকা সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই বলশেভিক মত প্রচার করে :

"ব্যাপক আন্দোলন ও প্রচার, এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সকলেই মেনে নেবে। কিন্তু এর বেশী কোনো নির্দ্দেশ না দেওয়া হলে সেটা জীবনমরণ সমস্যার সমাধান এড়িয়ে যাওয়া হবে অথবা এতে জাগ্রত বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্ম্মনীতি গ্রহণ করবার সম্পূর্ণ অক্ষমতা প্রকাশ পাবে। অবশ্য আমরা রাজনৈতিক প্রচারের কাজ দ্বিগুণ ভাবে চালাব ; সমাজতন্ত্রী দল শুধু শ্রমিকশ্রেণীকে চায়, জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায় যারা ধীরে ধীরে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করছে, তাদেরও নিজ মতে প্রভাবিত করতে হবে। জনগণের সকল শ্রেণীকেই বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা দরকার, কিন্তু এইটাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। শ্রমিকশ্রেণী যদি আসন্ন বিপ্লবকে নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রামের কাজে লাগাতে চায়—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাতে ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্যের পথ সুগম হতে পারে—তা হলে তাদের শুধু বিরোধী পক্ষের প্রধান কেন্দ্র হয়ে থাকলেই চলবে না, এই বিদ্রোহের পথ-নির্দ্দেশক ও নেতৃত্বভারও গ্রহণ করতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে নূতন কর্ত্তব্যভার এসেছে—সমগ্র রুশিয়াব্যাপী বিদ্রোহের নেতৃত্ব ও সংগঠন তাদের করতে হবে। আমাদের পার্টি যদি সত্যই শ্রমিকশ্রেণীর

রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিতে চায়, তবে তারা কখনও এই কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করতে পারে না।

"এইরূপ সর্ব্বতোভাবে বিদ্রোহের জন্য আয়োজন করলে তবেই সমাজতন্ত্রী দল স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের আসন্ন সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। সংগ্রামের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারলে তবে শ্রমিকরা পুলিস ও সৈন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষগুলিকে দেশব্যাপী বিদ্রোহে পরিণত করতে পারবে যাতে জার গভর্নমেণ্টের পরিবর্ত্তে আমরা এক **অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার** প্রতিষ্ঠা করতে পারব। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ধনিকদের লেজুড় হয়ে থাকার নীতির বিরুদ্ধে, তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন-ভার গ্রহণে। কারণ এই ভাবেই আসন্ন বিপ্লবকে তারা নিজেদের শ্রেণী-সংগ্রামের স্বার্থে নিয়োজিত করতে পারে।" (এল, বেরিয়া :—ট্রান্স ককেশিয়ার বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস)

"শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকা 'ইস্ক্রা' পত্রিকার অনুসরণ ক'রে শ্রমিক-শ্রেণীকে সশস্ত্র করে তুলবার প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করছিল। এই পত্রিকা বিশিষ্ট যোদ্ধার দল গঠন করতে আহ্বান করেছিল—যারা জনগণের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করবে ও অস্ত্র শিক্ষা দেবে এবং নির্দ্দেশ পেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তায় নেমে এসে জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে শাসকশ্রেণীর 'কৃষ্ণ-বাহিনীর' (Black Hundreds) * ও গভর্নমেণ্টের চালিত অন্যান্য প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাধা দান করতে পারবে।

* ব্ল্যাক হান্‌ড্রেড বা কৃষ্ণবাহিনী—সামন্ততন্ত্রী জমিদার শ্রেণী—যারা শ্রমিকদের নির্ম্মমভাবে নির্য্যাতন করাকে সমর্থন করতো এবং জারের স্বেচ্ছাতন্ত্রে ছিল দৃঢ় আস্থা। কৃষক শ্রমিকদের আন্দোলন দমনের জন্য এরা ব্যাপকভাবে বেত্রাঘাত, গুলী ইত্যাদি চলিয়েছিল।

"শ্রমিকের সংগ্রাম" পত্রিকা লিখেছিল, প্রত্যেক জেলায় আমাদের বিদ্রোহের প্ল্যান আগেই স্থির করে রাখতে হবে, বিরুদ্ধ পক্ষের দুর্ব্বলতা কোন্ কোন্ স্থানে তার খোঁজ নিতে হবে, কোন্ জায়গা থেকে আক্রমণ শুরু করা হবে তা আগেই ঠিক করে রাখতে হবে, আমাদের যোদ্ধা-বাহিনীকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজন মত ছড়িয়ে রাখতে হবে এবং স্থানীয় বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত জেনে রাখতে হবে। এইভাবে সকল দিক দিয়ে আয়োজন করলে তবেই সাফল্য আসতে পারে।

এইরূপ, 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আমরা "অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্নমেণ্ট্ ও আমাদের কর্ম্মপন্থা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ দেখতে পাই। প্রবন্ধটি এই পত্রিকায় মুদ্রিত অন্যান্য প্রবন্ধের মত শ্রমিকদের রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে লেনিনের সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত প্রকাশ করে। সেই সময় ট্রান্সককেশিয়ার মেনশেভিকরা 'সোশাল-ডেমোক্রাট' নামে নিজেদের পত্রিকা প্রকাশ করছিল। 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকা বরাবর 'সোশাল-ডেমোক্রাট' পত্রিকার বিরুদ্ধে বিতর্ক চালাত এবং মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী বিপ্লব-বিরোধী নীতি প্রমাণ করে দিত। সম্ভাবিত বিপ্লবী গভর্নমেণ্টে অংশ গ্রহণে মেনশেভিকদের ভীতির কথা উল্লেখ ক'রে 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকা ঘোষণা করেছিল :

"এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, 'বাকুনিনের মতাবলম্বীরা বহুবৎসর ধ'রে এই মত প্রচার করেছিল যে, বিপ্লব সংগঠনের সমস্ত কাজ স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে জনসাধারণের দ্বারা হবে, বিপ্লবে যদি নেতারাই প্রধান উদ্যোগী হয় সেটা অনিষ্টজনক।' এই নৈরাজ্যতন্ত্রীদের কাছ থেকেই কি নতুন 'ইস্ক্রা'পন্থী এবং তাদের শিষ্য 'সোশাল-ডেমোক্রাট'পন্থীরা তাদের রাজনীতি শিক্ষা নেয়নি ?"

১৯০৫ সালের ১৫ই আগস্ট, 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকার ১১শ সংখ্যায়

"জারের আদেশনামা ও গণবিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে জার তাঁর মন্ত্রী বুলিগিন্ রচিত ভোটাধিকার আইন অনুসারে প্রতিনিধি-সভা ডুমার অধিবেশন আহ্বান করার যে আদেশনামা ঘোষণা করেছিলেন, তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। এই প্রবন্ধে হুকুমনামাটি বিশ্লেষণ ক'রে দেখান হয় যে, প্রতিনিধি-সভার নির্ব্বাচনে মজুর বা চাষীদের প্রকৃতপক্ষে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। এই প্রবন্ধে বলা হয় যে, হুকুমনামাটি জার গভর্নমেণ্টের এক রাজনৈতিক চাল মাত্র, এতে প্রতিক্রিয়াপন্থী শক্তিগুলিকেই সমবেত করার চেষ্টা হয়েছে, সুতরাং বুলিগিনের নিয়ন্ত্রিত ডুমাকে বর্জ্জন করতে হবে। বলশেভিক্‌রা সাফল্যের সঙ্গে এই ডুমাকে বর্জ্জন করেছিল।

পত্রিকার এই সংখ্যাতেই "সমাজতন্ত্রী দল ও সাময়িক বিপ্লবী গভর্নমেণ্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রীদের বিপ্লবী গভর্নমেণ্টে অংশ গ্রহণ করা উচিত, বলশেভিক্‌দের এই মত সন্দেহাতীত ভাবে বোঝান হয়।

পরবর্ত্তী ১২শ সংখ্যায় (১৫ই অক্টোবর, ১৯০৫) "দমননীতির প্রকাশ" প্রবন্ধে দেখান হয়, জার গভর্নমেণ্ট গণবিদ্রোহ দমন করার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করছে। "শ্রমিকের জন্য বন্দুকের গুলি, চাষীর প্রতি মিথ্যা আশ্বাস, বড় বড় ধনিকদের ক্ষমতা দান—এই উপায়ে শোষকরা শক্তি বৃদ্ধি করছে।"

এই প্রবন্ধটি ১৯০৫ সালের অক্টোবরে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট শুরু হওয়ার পূর্ব্বে লেখা। রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ককেশিয়ান্ যুক্ত কমিটিতে স্টালিন ও তাঁর সহকর্ম্মীরা তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং জনগণকে তদনুযায়ী পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা দেখলেন, বিপ্লব-আন্দোলনের এক নতুন ঢেউ দেশময় ছড়িয়ে পড়বে, মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সেপ্টেম্বর মাসের

ঘটনাবলী তারই সূচনা। এই প্রবন্ধে মেনশেভিক্‌দের সমালোচনা করা হয় যে, তারা জারতন্ত্র বিদ্যমান থাকতে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিষদ আহ্বান করা হবে—এই ভুল বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে! এতে সার্ব্বজনীন সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্য আহ্বান করা হয়—কারণ, সাফল্যযুক্ত সশস্ত্র বিদ্রোহই জনগণের মুক্তির একমাত্র আশা।

সেই সংখ্যার অন্য একটি প্রবন্ধ "ধনিকদের ফাঁদ"-এ ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি-সভার স্বরূপ প্রকাশ করা হয়। এই কংগ্রেসেই তথাকথিত জাতীয় স্বাধীনতা দল বা 'নিয়মতান্ত্রিক ডেমোক্রাটিক পার্টি' বা ক্যাডেট দল প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শ্রমিকের সংগ্রাম' পত্রিকায় দেখান হয় যে, ক্যাডেট দল গণতান্ত্রিকও নয়, সমাজতন্ত্রীও নয়—কারণ, তারা সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ক্যাডেটরা জারের সিংহাসনকে শক্তিশালী করতে চায়। তাদের দাবী এই যে, শুধু জারের কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা খর্ব্ব করা হবে,—তাও এই শর্ত্তে যে, এই বিশেষ ক্ষমতাগুলি ধনিকদের হাতে আসবে।

এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছিল, ককেশিয়ার মেনশেভিক্‌রা শুধু ক্যাডেট্‌দের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে এবং তাদের পত্রিকা সোশাল ডেমোক্রাট-এ তারা ক্যাডেটদের কর্ম্মসূচীর মত এক কর্ম্মসূচী করে শ্রমজীবীদের ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করছে।

বেরিয়া'র "ট্রান্সককেশিয়ার বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস" পুস্তকে কমরেড স্টালিনের অনেক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি আছে, যে-সব প্রবন্ধ তিনি 'শ্রমিকের সংগ্রাম' ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখেছিলেন মেনশেভিক্‌দের বিরুদ্ধে।

যখন মেনশেভিকরা লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে 'সোশাল ডেমোক্রাট' পত্রিকায় আক্রমণ করতে থাকে, সে সময় স্টালিন 'শ্রমিকের

সংগ্রাম' পত্রিকার ১১শ সংখ্যায় "সোশাল ডেমোক্রাটের মতের জবাব" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেনিন এই প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাঁর পরামর্শে 'প্রলেটারি' পত্রিকা স্টালিনের "ককেশিয়ান মেনশেভিকদের বিচারকালে তৃতীয় কংগ্রেস" প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করে।

১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর যে সরকারী ইশ্‌তেহার প্রচারিত হয়, তাতে মেনশেভিকরা জয়ের উল্লাস প্রকাশ করে। স্টালিন টিফলিসে নাদ্‌জালাদেভীর সভায় মেনশেভিকদের মতের সমালোচনা করেন। ১৯২৯ সালে "কমিউনিস্ট" (২৯৪ নং) পত্রিকায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন এক ব্যক্তির বিবরণ ছাপা হয় :—

"এই সময়ে কমরেড কোবা (স্টালিন) মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের আহ্বান করে বললেন—'আপনাদের একটা খারাপ অভ্যাস আছে, সে সম্বন্ধে আমি সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। যে কেউ মঞ্চে এসে দাঁড়াক না কেন, সে কি বলে তার মতামত বিচার না ক'রে আপনারা তাকে সাদর অভিনন্দন দেন। কেউ যদি বলে—"স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক"—আপনারা হাততালি দেন, "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" বললেও জয়ধ্বনি করেন, সেটা ঠিক। কিন্তু যখন কেউ এসে বলে—"অস্ত্র ছেড়ে দাও" আপনারা তাকেও অভিনন্দন দেন। "অস্ত্র ছাড়ো" এই স্লোগান যে দেয়, সে কি রকম ধরনের বিপ্লবী? এরকম যে বলে সে হয়ত টলস্টয়ের শিষ্য, বিপ্লবী নয়। কিন্তু সে যেই হোক, সে বিপ্লবের শত্রু।' এবং জনগণের স্বাধীনতার শত্রু যত শ্রোতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। লোকে বলতে লাগল—'এ লোকটি কে'; 'কি ঝাঁঝালো এর কথা', 'এর কথাবার্ত্তা জ্যাকোবিনের মতো।' কোবা বলতে লাগলেন—'জয়ের জন্য আমাদের সত্যিই কী প্রয়োজন? আমাদের তিনটি জিনিস চাই, আপনারা সেটা

ভাল ক'রে বুঝবেন এবং মনে রাখবেন—আমাদের প্রথম প্রয়োজন অস্ত্র, দ্বিতীয় প্রয়োজন অস্ত্র, তৃতীয় প্রয়োজনও অস্ত্র—শুধু অস্ত্র।'

"শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চ প্রশংসাধ্বনি হ'ল, এবং বক্তা মঞ্চ ত্যাগ করলেন।"

রুশ বিপ্লবের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, বলশেভিক পার্টির পরের যুগের ইতিহাসেও, আমরা বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিন ও স্টালিন, উভয়ের চিন্তা ও কর্ম্মধারায় সম্পূর্ণ ঐক্য দেখতে পাই।

"ট্রান্সককেশিয়ার মেনশেভিকদের নীতির বিরুদ্ধে কমরেড স্টালিন লেনিনের বৈপ্লবিক মতবাদ, বলশেভিকদের সংগ্রামশীল নীতি চাষী-মজুরের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব স্থাপনের কথা ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব'কে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত করবার কথা বলেন এবং সর্ব্বহারার কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করেন।" (এল, বেরিয়া—"ট্রান্সককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস")

১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে স্টালিনের নেতৃত্বে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ককেশিয়ান যুক্ত কমিটির চতুর্থ বলশেভিক কন্‌ফারেন্স হয়। এতে বাকু, ইমার্টিনো-মিঙ্গরেলিয়ান্, টিফ্‌লিস ও বাটুম্ কমিটিগুলি এবং গুরিয়া দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থির হয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য পূর্ণ আয়োজন করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি সংগঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্থির হয়।

ট্যামারফোর্‌সের বলশেভিক কন্‌ফারেন্স বিদ্রোহ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লেনিন ও স্টালিন উভয়েই এই কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রন্থের মূল লেখক ইয়ারোস্লাভস্কিও সেখানে ছিলেন এবং স্টালিনের সঙ্গে একত্রে রাজনৈতিক প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করেন। দুঃখের বিষয়, এই কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে একটি

পুস্তিকাও লেখা হয়নি। এই কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে অনেক দলিলপত্র হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত, যাতে এই কন্‌ফারেন্সের সম্পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যায়।

স্টালিন লিখেছেন: "লেনিনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্যামারফোরসে (ফিনল্যাণ্ড) বলশেভিক কন্‌ফারেন্সে। আশা করেছিলাম আমি এখানে পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতাকে দেখব। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব, শুধু রাজনৈতিক হিসাবে নয়; আমার মানস কল্পনায় তাঁর গঠনও হবে সুউচ্চ ও আকৃতি গরিমাময়। আমাকে এদিক দিয়ে হতাশ হতে হ'ল, যখন আমি দেখলাম—তিনি একজন সাধারণ চেহারার লোক ও খর্ব্বাকৃতি। সাধারণ লোকের তুলনায় তাঁর আকৃতিতে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

"সাধারণ রীতি এই যে, বড় নেতারা সভায় দেরী ক'রে আসেন যাতে সভার লোকেরা উৎসুক ভাবে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করে। তারপর যখন নেতা সভায় পদার্পণ করেন, তার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সভায় সাবধান বাণী প্রচার হয়—'চুপ্ চুপ্, আমাদের নেতা আসছেন।' এই ব্যবস্থা আমার কাছে কখনও অহেতুক মনে হয়নি, কারণ এতে জনতার উপর ভাল প্রভাব হয় এবং নেতার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আমি তাই নিরাশ হলাম যখন শুনলাম, লেনিন সব প্রতিনিধিরা আসার আগেই কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক কোণে বসে সাধারণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনাড়ম্বরে অত্যন্ত সাধারণ বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন। আমি একথা গোপন করব না যে, সে সময়ে আমার মনে হয়েছিল এতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

"অবশ্য পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই সরলতা, বিনয় ও

নিজেকে প্রকাশ না করার প্রচেষ্টা, অথবা অন্তত নিজেকে সকলের কাছে জাহির না করা ও নিজের শ্রেষ্ঠতার উপর জোর না দেওয়া—এইগুলি নবোত্থিত জনতার নতুন নেতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, কারণ তিনি অত্যন্ত সাধারণ জনসমাজের নেতা"। (লেনিন সম্বন্ধে স্টালিন)

স্টালিন লেনিনের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন:

"লেনিন এই কনফারেন্সে যে দুটি বক্তৃতা দেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি বক্তৃতা রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে, অন্যটি কৃষকসমস্যা সম্বন্ধে। দুর্ভাগ্য বশত সেই বক্তৃতাগুলি সংরক্ষিত করা হয়নি। এই দুই ওজস্বিনী বক্তৃতায় কনফারেন্সে উপস্থিত জনতার মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস, তাঁর যুক্তির সরলতা ও স্বচ্ছতা, ছোট ছোট সহজবোধ্য বাক্য ব্যবহার, অন্যদিকে বাগাড়ম্বরহীনতা ও নাটকীয় ভাবের অভাব—সাধারণ পেশাদারী রাজনৈতিকের বুলির চেয়ে তাঁর বক্তৃতা ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল।

"অবশ্য আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল লেনিনের বক্তৃতার এই বৈশিষ্ট্যগুলি নয়। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর বক্তৃতায় অকাট্য যুক্তির প্রয়োগে। তাঁর যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত হ'লেও শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল, ক্রমে তাদের উদ্দিপীত করেছিল, অবশেষে তারা একেবারে বিমুগ্ধ হয়েছিল। আমার মনে আছে, অনেক প্রতিনিধি বলেছেন, লেনিনের বক্তৃতার যুক্তিগুলি শুঁড়ের মত সব দিকে জড়িয়ে জড়িয়ে সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরে, এই যুক্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই, হয় আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা মনকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

"আমার মনে হয় এইটাই ছিল বক্তা হিসাবে লেনিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।" (লেনিন সম্বন্ধে স্টালিন)

লেনিনের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা স্টালিনের মধ্যেও দেখতে পাই। এর প্রকাশ দেখা যায় স্টালিনের কার্য্যকলাপে, পার্টি সভ্য ও তরুণ কমিউনিস্ট সঙ্ঘের সভ্যদের নিয়ত শিক্ষাদানে, যাতে তারা লেনিনের মত নেতা হয়ে উঠতে পারে।

ডিসেম্বরের বিদ্রোহী অভ্যুত্থানের বিফলতা বলশেভিকদের দৃঢ় সংকল্প ভেঙ্গে দেয়নি। এই কঠোর পরীক্ষার সময়ে ও দুর্দ্দিনে স্টালিন বৈপ্লবিক দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ছিলেন। ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে লিখিত তাঁর পুস্তিকা "দুই দ্বন্দ্ব" অত্যন্ত চমৎকার রচনা। এই দুই দ্বন্দ্ব হল—১৯০৫ সালে ৯ই জানুয়ারী, রক্তরঞ্জিত রবিবার, এবং ১৯০৫ সালে ডিসেম্বর বিদ্রোহ। ৯ই জানুয়ারী শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ক'রে জারের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল রুটির দাবী ও ন্যায় বিচার প্রার্থনার জন্য। তারা তাদের সরল বিশ্বাসে এসেছিল ধর্ম্মের দণ্ড আইকন্ ও জারের প্রতিমূর্ত্তি বহন ক'রে। কিন্তু জার তাদের আশা চূর্ণ করে দিলেন। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হল। 'রক্তরঞ্জিত রবিবারে'র পর শ্রমিকেরা বলতে লাগল— "জার আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করেছেন, আমরা তাঁকে অস্ত্রের আঘাত ফিরিয়ে দেব।"

কিন্তু জানুয়ারীতে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ সমগ্র দেশের মজুর ও চাষীদের দৃঢ় সমর্থন পায়নি। আন্দোলন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েনি এবং একই লক্ষ্যের দ্বারাও চালিত হয় নি। পার্টি তখনও সংগঠনমূলক অবস্থায়, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্ব্বল।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। এগারো মাসের বিক্ষুব্ধ বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর প্রভাব সংগ্রামে অভ্যস্ত শ্রমিক-

শ্রেণীর উপর নিশ্চিত ভাবে এসে পড়েছিল। এবার আর তারা ধর্ম্মের দণ্ড বা জারের প্রতিকৃতি বহন ক'রে চলেনি, তাদের ধ্বজা ছিল রক্তপতাকা এবং মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের প্রতিকৃতি। তারা এবার ধর্ম্ম-সঙ্গীত গেয়ে বা "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন" ব'লে চলেনি, তাদের গান ছিল 'মার্সেলিজ' ও অন্যান্য বৈপ্লবিক সঙ্গীত। এবার তাদের হাতে অস্ত্র ছিল, যদিও খুব অল্পসংখ্যক। তা ছাড়া জানুয়ারী মাসে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন পাদরি গ্যাপন্‌, বর্ত্তমান আন্দোলন পরিচালনা করছিল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পার্টির মধ্যে অনৈক্য ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ছিল। আরেকটি ভুল স্টালিন দেখিয়েছিলেন যে, মস্কোর বিদ্রোহে শ্রমিকরা আক্রমণ না ক'রে আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিল।

স্টালিন এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য চাই। তিনি বলেছিলেন : "এক কথায় বিদ্রোহের সাফল্যের জন্য চাই ঐক্যবদ্ধ পার্টি, পার্টির দ্বারা পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং আক্রমণাত্মক নীতি।" (এল, বেরিয়া'—ট্রান্স্‌ককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস')

মেনশেভিকরা 'শ্রমিকশ্রেণী পরাস্ত হয়েছে' ব'লে যে হা-হুতাশ করছিল, তার উত্তর দিতে গিয়ে স্টালিন বলেছিলেন—"বন্ধুগণ, না, শ্রমিকশ্রেণী পরাস্ত হয়নি। কিছুদিনের জন্য তারা পশ্চাদপসরণ করছে। রুশ শ্রমিকশ্রেণী তাদের রক্তরঞ্জিত পতাকা অবনমিত করবে না; তারা রুশ বিপ্লবের যোগ্য নেতা ছিল পূর্ব্বে এবং আজও তাই আছে।"

(এল, বেরিয়া'র পুস্তক)

১৯০৬ সালে পার্টির চতুর্থ (ঐক্য) সম্মেলনে স্টালিন একজন প্রতিনিধি ছিলেন। এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় তিনি সেখানে মেনশেভিকদের

সঙ্গে বলশেভিকদের প্রধান পার্থক্যগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করলেন। তিনি বলেছিলেন—"শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অথবা বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের নেতৃত্ব, সেই প্রশ্নই আমাদের পার্টির সামনে দাঁড়িয়েছে, এই বিষয়েই আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য।"

সত্যই পার্টির আভ্যন্তরীণ বিভেদের মূল ছিল আন্দোলনের বিভিন্ন শ্রেণীর অংশ বিচার নিয়ে, শ্রমিকশ্রেণীর অংশ—সুতরাং পার্টিরও অংশ নিয়ে। পরস্পর সাক্ষাতের পূর্ব্বেই স্টালিন ও লেনিনের মধ্যে যে হৃদ্যতা জন্মেছিল আদর্শগত ঐক্যের ফলে, তা এই কংগ্রেসে আরো প্রগাঢ় হল।

'বর্ত্তমান পরিস্থিতিও শ্রমিক পার্টির ঐক্য সম্মেলন' নামে স্টালিনের একটি পুস্তিকা এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে স্টালিন মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লেনিনের মত সমর্থন করেন। 'এলভা' পত্রিকায় আই, বেসোশভিলী এই ছদ্ম নামে স্টালিনের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে ৪র্থ কংগ্রেসে লেনিনের মতামত ও কৃষকসমস্যা সম্বন্ধে তাঁর নীতি দৃঢ় ভাবে সমর্থন করা হয়।

আমরা জানি, ৪র্থ কংগ্রেসে যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, তা মৌখিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বলশেভিক ও মেনশেভিক উভয় দলই নিজস্ব নীতি ও স্বতন্ত্র সংগঠন রক্ষা ক'রে চলেছিল। বস্তুত মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী নীতি ক্রমশই প্রকট হতে লাগল এবং বলশেভিকরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন যাতে মেনশেভিক নেতাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং সমাজতন্ত্রী শ্রমিকদের দলে টেনে আনা যায়।

পার্টির ৪র্থ কংগ্রেসের কিছুদিন পরে, স্টালিন ট্রান্সককেশিয়ায় এক প্রাদেশিক বলশেভিক কার্য্যালয় স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রের

মারফৎ প্রবলভাবে আন্দোলন শুরু করলেন নতুন পার্টি কংগ্রেস আহ্বানের জন্য—যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে, বিপ্লবী মার্কস্‌বাদের ভিত্তিতে পার্টির মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

পার্টির পঞ্চম (লণ্ডন) কংগ্রেসে স্টালিন মেনশেভিক্‌দের প্রতারণা-মূলক ফন্দী প্রকাশ ক'রে দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে "রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির লণ্ডন কংগ্রেস' নামে এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এতে পঞ্চম কংগ্রেস এবং পার্টির আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

স্টালিনের মতে, এই সম্মেলনের প্রধান ফল হ'ল, এতে পার্টিতে ভাঙ্গন আসেনি, পার্টি আরো দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হ'ল, সমগ্র রুশিয়ার অগ্রণী শ্রমিককর্ম্মীরা এক অখণ্ড পার্টিতে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। প্রকৃতপক্ষে এটা হয়েছিল নিখিল-রুশ ঐক্য কংগ্রেস।

"লণ্ডন কংগ্রেসের বৈশিষ্ট্য হ'ল, সাধারণ ফল হ'ল সমগ্র রুশিয়ার অগ্রণী কর্ম্মীদের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের পতাকাতলে একত্রীকরণ।"

লণ্ডনের কংগ্রেস বস্‌ল এই সময়ে যখন জারের গভর্ণমেণ্ট ৩রা জুনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল,—যার ফলে দ্বিতীয় ডুমা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বলশেভিক সংগঠনগুলি ভেঙ্গে ফেলছিল, বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল, প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল, এবং বিপ্লব সাময়িক ভাবে পেছিয়ে পড়েছিল। লেনিন ও স্টালিন এই সময়ে নূতন আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে সংগ্রাম করতে হবে, কিভাবে সংগ্রাম করলে অবস্থার অনুকূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পার্টির বিজয় সুনিশ্চিত হবে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদেয় দমননীতি সত্ত্বেও

স্টালিন প্রবলভাবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এই সময়ে তৈলকেন্দ্র বাকু ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল।

১৯২৬ সালে ১০ই জুনের 'জারিয়া ভোস্টকা" পত্রিকায় তাঁর এই সময়কার কার্য্যকলাপের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন—"তৈল-খনির শ্রমিকদের দুই বৎসর বৈপ্লবিক আন্দোলন চালনার ফলে আমি একজন বাস্তব যোদ্ধা এবং অভিজ্ঞ নেতা হিসাবে গড়ে উঠেছিলাম। বাকুর অগ্রণী কর্ম্মী ভ্যাট্‌সেক ও সারাটোভেট্‌স্ প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ, অন্য দিকে শ্রমিকদের ও তৈলখনির মালিকদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ আমাকে প্রথম শেখাল, অধিকাংশ সাধারণ শ্রমিকের মনোভাব কিভাবে জানা যায়। বাকুতে আমার বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দ্বিতীয় দীক্ষা হ'ল।"

এই প্রতিক্রিয়ার যুগে বাকুতে কাজ ক'রে স্টালিন সংগঠক ও প্রচারক হিসাবে প্রতিভা দেখান। বস্তুত পক্ষে বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর এই সময়কার প্রধান দান হ'ল বাকুর অধিকাংশ শ্রমিককে তিনি বলশেভিক্ মতবাদে বিশ্বাসী করান।

এইভাবে আমরা দেখি, প্রথম রুশ বিপ্লবে স্টালিন লেনিনের সঙ্গে একযোগে বলশেভিক পার্টি সংগঠনে সাহায্য করেন। এই সময়ে পার্টির মতবাদ গঠনেও তাঁর দান অসামান্য, জাতি-সমস্যা ও নূতন অবস্থায় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র ভাবে নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কস্-লেনিনবাদের দর্শনেও তাঁর দান ছিল। এ ছাড়া তিনি এসময়ে অদ্ভুত ক্ষমতা, বলশেভিক সঙ্ঘ গঠনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে ট্রান্সককেশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি ট্রান্স-ককেশিয়াতে যে গুপ্ত মার্কস্‌বাদী প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার প্রভাবও ছিল ব্যাপক।

এটা উল্লেখযোগ্য, যখন জার্মানীতে কার্ল কাউট্‌স্কি রুশ বিপ্লবের মূল শক্তিগুলি সম্বন্ধে তাঁর পুস্তিকা প্রকাশিত করেন, লেনিন ও স্টালিন দুজনেই স্বতন্ত্র ভাবে একই সময়ে এই পুস্তিকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকার যে-ভূমিকা তাঁরা লিখেছেন তাতে দুজনের সম্পূর্ণ মতৈক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ নেতা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে সমস্ত সুবিধাবাদী মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের জন্য তথা বিপ্লবী আন্দোলনে মার্কস্‌বাদী নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিক্রিয়ার যুগে স্টালিনের কার্য্যকলাপ

যখন বিপ্লবী আন্দোলনে জোয়ার আসে, যখন জয়ধ্বনিতে প্রত্যেকের বুক ফুলে ওঠে, যখন সহস্র সহস্র লোক রাস্তায় বেরিয়ে এসে বিপ্লবী সংগ্রামের উন্মাদনায় মেতে উঠে, সে সময় কাজ করে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সোজা ব্যাপার। কিন্তু যে-সময় বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়েছে, সে-সময়ে প্রতিক্রিয়ার যুগে মন্ত্রী স্টলিপিনের শাসনে পার্টি সংগঠনের কাজ অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। এই সময়কার কথা স্মরণ করে স্টালিন ১৯২২ সালের ৫ই মে প্রাভ্দা পত্রিকায়—"প্রাভদা পত্রিকার দশ বছর" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"পার্টির তরুণ সভ্যরা সেই সময়কার রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি অথবা তাদের কিছু মনেও নেই। পার্টির প্রবীণ সভ্যদের মনে আছে, এ সময়ে সরকার থেকে 'পিটুনী পুলিসে'র অভিযান বের হ'ত, এরা শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর দস্যুদলের মত হানা দিত, আবালবৃদ্ধ চাষীদের বেত্রাঘাত করে জর্জ্জরিত করত এবং এ-সমস্ত সরকারী অত্যাচারের আবরণ স্বরূপ ছিল "ব্ল্যাক-হান্ড্রেড" নামে অত্যাচারী জমিদারদের ভাড়াটে গুণ্ডার দল ও বুর্জোয়া ক্যাডেট্ দলের চালিত মন্ত্রণা-সভা 'ডুমা'। জনসাধারণের কণ্ঠ -রুদ্ধ, সাধারণের মধ্যে অবসাদ ও ঔদাসীন্য, শ্রমিকদের মধ্যে

অভাব ও নৈরাশ্য, কৃষকেরা পদদলিত ও ভীতিগ্রস্ত; পুলিস, জমিদার ও ধনিকের সমবেত অত্যাচার—এই ছিল মন্ত্রী স্টলিপিনের শান্তি প্রতিষ্ঠার যুগ।

"সরকারী চাবুকের জয় ও জনগণের বিমূঢ়তা এই ছিল সে-সময়কার অবস্থা। রুশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা যায় এই বলে—'এক জনশূন্য মরুভূমি'।"

বিপ্লবের অভ্যুদয়ের যুগে জার কর্তৃপক্ষ যে ভীতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অত্যাচারী জারের শাসনকর্ত্তারা শ্রমিকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে ১৯০৫ সালের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছিল। শহরে, গ্রামে রাস্তাগুলি তাদের অত্যাচারে রক্তে ভেসে গেল। পিটুনী-পুলিস বাহিনীগুলি বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করছিল।

১৯০৭ সালে ট্রান্সককেশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র টিফলিস্ ও কুটাইস প্রদেশগুলিতে সরকারী আদেশে ৩০৭৪ জনকে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই সময়ে স্টালিন বাকুতে কাজ করছিলেন এবং বিপদশঙ্কুল অবস্থা সত্ত্বেও তিনি ১৯০৮ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মুক্ত অবস্থায় ছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত ছিলেন।

রুশিয়ার অন্যান্য স্থানের মত বাকুতেও ধনিকরা চেষ্টা করেছিল, যাতে বিপ্লবের সময়ে অর্জ্জিত শ্রমিকদের সুবিধাগুলি কেড়ে নিতে পারে। বলশেভিক্‌দের বেআইনী পত্রিকা "সোশাল ডেমোক্রাটে"র ১১শ সংখ্যায় ১৯১০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী স্টালিন প্রতিক্রিয়ার যুগে বাকুর শ্রমিকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন:

..."অর্থনৈতিক শোষণ কমে যাওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। বোনাস ও বাড়ী ভাড়া বাবদ ভাতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল। আট ঘণ্টা করে তিন সিফ্‌টে কাজের পরিবর্ত্তে দুই

সিফ্‌টে কাজ ক'রতে হ'ত। তার উপর বাধ্যতামূলক উপরি খাটুনি নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ও স্কুলের জন্য ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলা হয়েছিল। অন্য দিকে মালিকরা ৬০০,০০০ রুবল্ পুলিসের জন্য খরচ করছিল। সাধারণ ভোজনালয়-গুলি তুলে দেওয়া হয়েছিল। তৈলখনি ও ফ্যাক্টরী কমিশনের নির্দ্দেশ এবং ট্রেড্ ইউনিয়নগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, শ্রেণীচেতন শ্রমিকদের পূর্ব্বের মত বিতাড়িত করা হচ্ছে। জরিমানা ও দৈহিক শাস্তি দেওয়া শুরু হয়েছে।" (এল্, বেরিয়া:—ট্রান্স ককেশিয়ায় বল্‌শেভিক্ সংগঠনের ইতিহাস)

এই ব্যাপার হ'য়েছিল পরে ১৯০৯ এবং ১৯১০ সালে। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে বাকুর শ্রমিক আন্দোলন এমন স্তরে ছিল যে, তখন মালিক-শ্রেণী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আক্রমণ জোরের সঙ্গে করতে সাহসী হয়নি। সে-সময় বল্‌শেভিক্‌দের শ্রমিক সংগঠনের শক্তি প্রকাশ পায় এই ব্যাপারে যে, তখন তাদের 'বাকুর সর্ব্বহারা' (বাকিন্‌স্কি প্রোলেটারি) নামে পত্রিকা পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল।

'সাইরেন' (গুডক) পত্রিকা আইনানুগ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। সের্গো ওর্জোনিকিদ্‌জে এই সংবাদপত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, যখন রুশিয়ায় কবরের নিস্তব্ধতার মত এক প্রতিক্রিয়া বিরাজ করছে, বিপ্লবী পত্রিকা সাইরেন-এর ডাক তখন শোনা গেছে বাকুতে এবং সে ডাক দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে গেছে।

এই সময়ে সের্গো ওর্জোনিকিদ্‌জে, ক্লিমেণ্ট ভরোশিলভ্, অ্যালোসা দ্‌জাপারিদ্‌জে, স্টোপানি, সুরেন স্পাণ্ডারিয়ান্, স্টেপান্ সোমিয়ান, ভ্যানিয়া ফিয়োলেটভ্, ভি-পি, নগিন্ (মাকর), ভ্যাটসেক, এলিলিউয়েফ্, জ্‌ভান্ট্ সালাদ্‌জেঁ (এপোস্টল), রাডাস্ জেঙ্কোভিচ্

(এগর) এবং আরো অনেকে বিভিন্ন সময়ে স্টালিনের সঙ্গে বাকুতে কাজ করেন। ভরোশিলভ্ বিবি-আইবাট্ জেলায় তৈল-শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ওলিআম্ কোম্পানীতে বয়লার-মিস্ত্রীর কাজ করতেন। এই ভরোশিলভ্ যে পৃথিবীর ষষ্ঠভাগ জুড়ে বিস্তীর্ণ দেশে, সমাজতন্ত্রী 'লাল সেনাবাহিনী'র নেতৃত্ব করবে অথবা বাকুর শ্রমিকদের যারা সংগঠিত করছে, তারা যে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠনকারী হবে,—একথা বাকু তৈলখনির মালিকরা মাণ্টাশেভ্, লিয়ানোজোভ্, রথচাইল্ড, নোবেল প্রভৃতি স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

বাকুতে সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য বলশেভিকরা এক বাকু কমিটি গড়ে তুলেছিলেন, এখানকার পরিচালকমণ্ডলীর নেতা ছিলেন স্টালিন। বাকুর প্রত্যেক জেলায় একটি জেলা কমিটি ছিল। এছাড়া মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য গুমেট্ প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। স্টালিন প্রত্যেক জেলায় কাজ করতেন, বিশেষ করে সে-সব জায়গায় যেখানে মেনশেভিক্‌দের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা প্রয়োজন ছিল,—কারণ মেনশেভিক্‌রা সে-সময় বাকুতে একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছিল। বিবি-আইবাট্ জেলায় যেখানে মেনশেভিকরা নিজেদের শক্তিশালী করে তুলেছিল—সেখানে শেণ্ড্রিকভের সংগঠনের পরিচয় এখনও বিদ্যমান,—সে জায়গায় স্টালিনের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাকু কমিটির কার্য্যকলাপও পরবর্ত্তীকালে রুশ শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। স্টালিন পরের যুগে "কনফারেন্স ও শ্রমিকশ্রেণী" নামে এক প্রবন্ধে শ্রমিক আন্দোলনে বাকু কমিটির দান সম্বন্ধে লিখেছেন :

"১৯০৩ সালের বসন্ত কালে বাকুতে প্রথম সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট সেই

বৎসর জুলাই মাসে দক্ষিণ রুশিয়ার শহরে শহরে ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সূচনা করেছিল। ১৯০৪ সালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট পরবর্ত্তী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের রুশিয়াব্যাপী গৌরবময় সংগ্রামের সূচনা করেছিল। ১৯০৫ সালে বাকুর শ্রমিকেরা আর্মেনিয়ান ও তাতার হত্যাকাণ্ডের আঘাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং সমগ্র ককেশাস্‌কে এই আন্দোলনে উৎসাহিত করেছিল। ১৯০৬ সালের পরে বিপ্লবের ব্যর্থতার পর বাকুর শ্রমিকরা নিরস্ত হয়নি। প্রতিবৎসর তারা রুশিয়ার অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক বেশী উৎসাহের সঙ্গে মে দিবস পালন করে এসেছে।”

(এল, বেরিয়া : ট্রান্সককেশিয়ায় বল্‌শেভিক্ সংগঠনের ইতিহাস)

এই সময়কার আইনানুগ ও বেআইনী বলশেভিক সাহিত্য, বিশেষ করে স্টালিনের লিখিত ও ট্রান্সককেশিয়ার গোপন প্রেসে মুদ্রিত ইশ্‌তেহার ও প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায়, সে-সময় বল্‌শেভিক্‌দের কি ভীষণ প্রভাব ছিল। জনবহুল সাধারণ বিতর্কসভার অনুষ্ঠান হোত, যেখানে স্টালিন, ভরোশিলভ্, ওর্জোনিকিদ্‌জে এবং অন্যান্য অনেক মেনশেভিক, সোশাল রেভলিউসনারী ও নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক চালাতেন।

রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির পঞ্চম (লণ্ডন) কংগ্রেসের পরেই এবং দ্বিতীয় ডুমা তুলে দেওয়ার পর মেনশেভিকরা তাড়াতাড়ি বাকু শ্রমিকদের সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে দিচ্ছিল। বল্‌শেভিক্‌রা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং এই সংঘগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথমেই স্টালিন বাকুতে পার্টি সভ্যদের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটি কেন্দ্রীয়

কমিটি তৈরী করতে চেষ্টা করলেন, যার সঙ্গে বিভিন্ন জেলার সংগঠনগুলির সঙ্গে সংযোগ থাকবে এবং এই কমিটি পার্টির সভ্যদের বিশ্বাসভাজন হবে।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে স্টালিন এক ইশ্‌তেহার লেখেন, তাতে বালাখান, বিবি-আইবাট, চের্নী গোরদ্‌, বেলী গোরদ্‌ ও মোরস্কয় জেলার সংগঠক কমিশনের ও রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বাকু শাখার মুসলিম গুমেট দলের স্বাক্ষর ছিল। এতে স্টালিন জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, মেন্‌শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করতে শ্রমিকদের আহ্বান করেন, কারণ এই কমিটি সুবিধাবাদী এবং বাকুর শ্রমিকদের চেতনা ও চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। বাকুব শ্রমিকরা স্বভাবতই এই কমিটির প্রতি সন্দিহান ছিল, কারণ এরা শুধু শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণে অসমর্থ হয়েছিল তাই নয়, এরা ঘটনাবলীর পশ্চাতে পশ্চাদনুসরণ ক'রে চলেছিল এবং অধিকাংশ জেলাকমিটির বিরোধিতা করছিল। বাকুর নতুন পার্টি সংগঠনকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 'স্টেট ডুমা' ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে ধর্ম্মঘটের আন্দোলন শুরু হয় এবং তৈলখনির মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য এক বিতর্ক সভা হয়। রেলওয়ে শ্রমিকদের এক কন্‌ফারেন্স হয়, এছাড়া বাকুর চারটি জেলার কর্ম্মীদের এক কন্‌ফারেন্স হয় এবং বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক কন্‌ফারেন্স হয় পরস্পবের মধ্যে সংবাদ বিনিময়ের জন্য। তৃতীয় ডুমায় নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন উঠে। এছাড়া জারের অনুচরেরা ও অন্যদিকে ডাসনাকরা ও বুন্দ দল * এবং স্থানীয় মেন্‌শেভিক্‌রা

* বুন্দ :—লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড ও রুশিয়ার সাধারণ ইহুদী শ্রমিক লীগ। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত এদের দাবী ছিল ইহুদীদের জন্য সমান ব্যক্তিস্বাধীনতা। পরে ১৯০৫ সালে দাবী করে জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন। বল্‌শেভিক্‌দের সম্পর্কে এদের নীতি ছিল দোদুল্যমান। ১৯২০ সালে অনেকে দল ভেঙে এসে বল্‌শেভিক্‌ পার্টিতে যোগ দেয়—থেকে যায় শুধু দক্ষিণপন্থী সামান্য কিছু।

যে সাম্প্রদায়িক কলহের উস্কানী দিচ্ছিল তা রোধ করবার জন্য আজারবাইজান্ ও আর্মেনিয়ান্ ভাষায় ইশ্‌তেহার প্রকাশ করতে হয়েছিল। মেনশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি এই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিল।

মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনেব প্রশ্ন শ্রমিকদের সম্মুখে সোজা উপস্থাপিত হয়েছিল। পূর্ব্বোক্ত জেলাগুলির সংগঠন কমিশনের এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত অন্যান্য জেলার কর্ম্মীরাও সমর্থন করে এবং এইরূপ একটি বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটি বাকুর শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যাপারেই কেন্দ্রীয় কমিটি বৈপ্লবিক কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছিল এবং স্টালিন এই কার্য্যকলাপে প্রধান অংশ নিতেন।

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে কয়েকটি জেলাকমিটির পক্ষ থেকে তৃতীয় ডুমার নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে এক ইশ্‌তেহার প্রকাশিত হয়, তাতে বোঝান হয়—যদিও জারের ডুমায় প্রকৃত গণপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা সম্ভব নয়, তথাপি শ্রমিকদের ভোটে অংশ গ্রহণ করা উচিত স্বেচ্ছাচারী জার গভর্নমেণ্টের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে ফেলবার জন্য। বল্‌শেভিক্‌রা নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল জনগণকে জার গভর্নমেণ্টের ধ্বংস ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করার আহ্বান দেবার জন্য। এই শর্ত্তে শ্রমিকদের বলা হয়েছিল, তারা শত্রুকে জানিয়ে দিক্ যে, তারা ১৯০৫ সালের অক্টোবর ও ডিসেম্বরে যে-বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছিল—আজও সেই মত তারা পোষণ করছে।

১৯০৭ সালের ২২শে আগস্ট গুডক্ পত্রিকায় স্টালিনের এক স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ বেরিয়েছিল "সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে" এই নামে। এই প্রবন্ধ নৈরাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের বিরুদ্ধে

লেখা হয়েছিল, স্টেট ডুমা ভেঙ্গে দেওয়ার পর প্রতিক্রিয়ার যুগে শ্রেণীচ্যুত সম্প্রদায়ের উপর, পেশাদার চোর ও ডাকাতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী মতবাদ প্রসার লাভ করছিল। এই ইশ্‌তেহারে শ্রমিক ও চাষীদের শ্রমিক সংগঠনে যোগ দিয়ে ও তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য আন্দোলন করে,—সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী যে-আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছে—সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আহ্বান করে।

১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে 'নাপথালান্ কোম্পানীতে' নিযুক্ত রাজনৈতিক ভাবে অগ্রণী খানলার নামে একজন শ্রমিক আততায়ীর হাতে নিহত হয়। এই সম্পর্কে বাকু সংগঠনের বিবি-আইবাট্ জেলা কমিটি স্টালিনের লিখিত এক ইশ্‌তেহার প্রচার করে। এতে শ্রমিক আন্দোলনে খানলারের মত অগ্রণী কর্ম্মীদের স্থান কোথায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই ইশতেহারে লেখা হয়ঃ "খানলারের বিষয় আমাদেরই বিষয়। যে আততায়ীরা খানলারকে গুলি করেছে, তারা আমাদেরই অগ্রণী কর্ম্মীদের উপর গুলি চালিয়েছে। এই ভাবে আমাদের আক্রমণ করে ধনিকদের অনুচরেরা আমাদের অগ্রণী কর্ম্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চায় যাতে পরে তারা অনায়াসে বাকুর শ্রমিকদের গলায় শক্ত করে দাসত্বের ফাঁস লাগিয়ে দিতে পারে।"

এই ইশ্‌তেহারে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করে খানলারের আততায়ী দ্‌জাফর ও আবুজারবেকের পদচ্যুতির দাবী করতে আহ্বান করা হয়। দুই সপ্তাহের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হয় এবং এই ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য বোঝান হয় এক ইশ্‌তেহারে এইভাবে—"আমরা জগৎকে দেখাতে চাই যে, খানলার একা ছিল না, প্রত্যেক অগ্রণী কর্ম্মীর পিছনে হাজার হাজার শ্রমিক রয়েছে যারা তাদের কমরেড ও নেতাদের রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত।"

১৯০৭ সালের ১৪ই অক্টোবর 'গুডক্' পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় এক শোকসংবাদ বের হয়, তাতে স্টালিন অল্প কথায় খানলারের পরিচয় দিয়েছিলেন সুন্দরভাবে—"খানলারের মধ্যে কৃষকের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে বিদ্রোহী শ্রমিকের ভাবাবেগ ও তেজ সংযুক্ত ছিল।"

১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বাকু কমিটি পার্টিসভ্যদের মধ্যে প্রচারিত এক পত্রে, পার্টির আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা উচিত কিনা আলোচনা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে মেনশেভিকরা তাদের রক্ষীবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিল, যাদের কাছে শ্রমিকরা অস্ত্রশস্ত্র জমা দেবে। মেনশেভিকরা এই নিরস্ত্রীকরণের কারণ দেখাচ্ছিল যে, লণ্ডন কংগ্রেসে যোদ্ধবাহিনী তুলে দেবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে লণ্ডন কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াপন্থী 'ব্ল্যাক-হানড্রেড' বাহিনীর অগ্রণী কর্ম্মীদের হত্যা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আত্মরক্ষা বাহিনী গড়তে নিষেধ করেনি। (খানলার ছাড়াও টাস্‌কিন্ ও লাইসেনিন্ নামে দুই জন বলশেভিক কর্ম্মী এবং রেলওয়ে এলাকায় ও অন্যান্য জেলায় কয়েকজন শ্রমিক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারায়) এই সময়ে প্রচারিত এক ইশ্‌তেহারে বলশেভিক্ বাকু কমিটি শ্রমিকদের জানায় যে, তারা অবিলম্বে এক আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করা স্থির করেছে, 'ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড'দের আক্রমণ থেকে আমাদের কর্ম্মীদের রক্ষা করবার জন্য। বাকু কমিটি শ্রমিকদের আহ্বান জানায় এই ব'লে যে, তারা যেন এই আত্মরক্ষা বাহিনীকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করে।

স্টালিন পরের যুগে চতুর্থ ডুমার শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য যে নির্দ্দেশলিপি লিখেছিলেন তা আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু এখবর অনেকেই জানে না যে, তৃতীয় ডুমার প্রতিনিধিদের জন্যও তিনি সাধারণ

নির্দ্দেশলিপি রচনা করেছিলেন। এই নির্দ্দেশ-লিপি ১৯০৭ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রমিক প্রতিনিধিদের সভায় সমর্থিত হয়। এতে বলা হয়, সোশাল ডেমোক্রাট সদস্যরা ডুমায় এক স্বতন্ত্র দল গঠন করবে, কারণ তারা একটি বিশেষ পার্টির প্রতিনিধি। তারা পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে, পার্টির নেতৃত্ব মেনে নেবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দ্দেশে চলবে।

ডুমায় এই দলের প্রধান কাজ হবে শ্রমিকের শ্রেণী-চেতনা প্রসারে সাহায্য করা, তারা যাতে শ্রমজীবী সাধারণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে সে চেষ্টা করা।

ক্যাডেট থেকে সোশাল রেভলিউশনারী অন্যান্য সমস্ত পার্টি থেকে এই দল সম্পূর্ণ পৃথক। এই দল স্বকীয় শ্রেণীর উপযোগী নীতি গ্রহণ করে চলবে। শ্রমিক প্রতিনিধিরা আইন পাশ করবার জন্য ডুমায় যোগ দেয়নি, বিপ্লবের প্রচারের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। ডুমার প্রতিনিধিদের প্রতি নির্দ্দেশের এই ছিল সারমর্ম্ম।

১৯০৭ সালের নভেম্বরে তৃতীয় ডুমার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রচারিত এক ইশ্‌তেহারে দেখান হয়, ডুমায় শ্রমিক-প্রতিনিধি দল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে, যদি জনসাধারণকে ডুমায় কি ঘট্‌ছে সে সম্বন্ধে জানায় এবং পার্টি সংগঠনগুলি জনগণকে বুঝিয়ে দেয় যে, শান্তিপূর্ণ অহিংস পার্লামেণ্টারী প্রথায় তাদের দাবী মেটবার কোনো আশা নেই।

১৯০৮ সালের প্রথম দিকে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চালাবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য তৈল খনির কারখানা ও অফিস কর্ম্মচারীদের প্রথম সভা হয়। এই সভায় বোঝা যায়, বাকুর শ্রমিকদের মধ্যে বলশেভিক পার্টি কি প্রভাব বিস্তার করেছে। মালিকরা যখন দেখল, তাদের ইচ্ছানুযায়ী সভাকে পরিচালনার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে,

তখন তারা শ্রমিকদের উপর আক্রমণ শুরু করল, শ্রমিকদের উপর প্রভাবশীল দক্ষ শ্রমিকদের পদচ্যুত করল এবং ধর্ম্মঘটীদের উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু করল, সাম্প্রদায়িক বিরোধের উস্কানী দিল। এছাড়া শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্যকলাপ শুরু করার উত্তেজনা জোগাচ্ছিল—যাতে তারা একে একে তাদের ধ্বংস করতে পারে।

১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ, বল্‌শেভিক্ 'গুডক্' পত্রিকার ২২শ সংখ্যায়, স্টালিনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার নাম ছিল, "তৈলখনির মালিকদের নতুন চালাকী"। এই প্রবন্ধে কন্‌ফারেন্সে মালিকদের কর্ম্মকৌশলের নূতন ধারার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের আহ্বান করা হয় যেন তারা তৈল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব মেনে চলে, বিচ্ছিন্নভাবে ধর্ম্মঘট না করে, একক সংঘর্ষে তার শক্তি ক্ষয় না করে, এবং অবিলম্বে দক্ষ শ্রমিক-সংসদ আহ্বানের দাবী করে।

১৯০৭ সালে আগস্ট মাসে রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বাকু তৈল এলাকার সংগঠনগুলির এক সম্মেলন হয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। এই সভায় প্রশ্ন উঠে মালিকরা তাদের ভাড়াটে অনুচরদের দিয়ে, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ও ধর্ম্মঘট নিবারণের গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে যে সম্মেলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, সেখানে শ্রমিকরা যোগদান করবে কিনা। এই সম্মেলন সাধারণ ধর্ম্মঘটের পক্ষে রায় দেয় এবং প্রত্যেক পার্টি-সভ্যকে ধর্ম্মঘট আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে আহ্বান করে।

তৈলখনির মালিকরা সে সময় তৈলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য উৎসুক ছিল, কারণ তৈলের দাম তখন চড়া। ধর্ম্মঘট ঘোষণা করার এই ছিল শ্রমিকদের পক্ষে অনুকূল সময়। বলশেভিকরা তেরোজনের এক কমিটি গঠন করে, এরা দক্ষ শ্রমিকদের সভা থেকে নির্ব্বাচিত

হয়েছিলেন। মালিকরা এবং তাদের অনুচরেরা শ্রমিকদের বোনাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বল্‌শেভিকরা এই সব ধনিকের দয়ার দান মুষ্টিভিক্ষা উপেক্ষা ক'রে, শ্রমিকদের বেতন বাড়াবার জন্য ও বাস্তব অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য আন্দোলন চালাতে লাগল।

বাকু কমিটি প্রথমত মালিকদের প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগদানের বিরোধী ছিল। ১৯০৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর "কো"...(কোবা) নামে স্টালিন এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনামা ছিল—"সম্মেলন বর্জ্জন করো।" এই প্রবন্ধে স্টালিন বলেছিলেন—"আমাদের পক্ষে সম্মেলনে যোগদান করা বা বর্জ্জন করা কোনো নীতিগত প্রশ্ন নয়, আমাদের স্বার্থের দিক দিয়ে বিচার করে এ বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমরা এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে, আমরা প্রত্যেক সম্মেলন বর্জ্জন করবো।...অন্যদিকে ক্যাডেট্ দলের অনুগামী সংস্কারপন্থী কর্ম্মীদের মতো এই মতও গ্রহণ করতে পারি না যে, প্রত্যেক সম্মেলনে আমরা যোগদান করবো। বাস্তব অবস্থা বিচার করেই তবে আমরা স্থির করবো, সম্মেলনে আমাদের যোগ দেওয়া উচিত কি-না।"

১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে বাকুতে কয়েকটি ধর্ম্মঘট হয়। অধিকাংশ ধর্ম্মঘট সফল হয়েছিল এবং এতে বল্‌শেভিক্‌দের প্রভাব বেড়ে যায়। এই ধর্ম্মঘটের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন স্টালিন 'গুডক' পত্রিকার ২১শ সংখ্যায়, ১৯০৮ সালের ২রা মার্চ। এই প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল "বিগত ধর্ম্মঘট থেকে কি শিক্ষা পাই" এবং এর নীচে স্বাক্ষর ছিল "কে, ক্যাটো"। এই প্রবন্ধে বলা হয় যে, ধর্ম্মঘট থেকে দেখা গেল ভাল ভাবে সংগঠিত হলে,

"তৈলশ্রমিক ইউনিয়ন" সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলে, দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মঘট চালান হলে এবং উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করলে, বিচ্ছিন্ন ভাবেও ধর্ম্মঘটে ফল হয় এবং তা আন্দোলনকে সাহায্য করতে পারে।

বলশেভিকরা গোপন বৈঠকের সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল এবং যে সম্মেলনে শ্রমিকদের দাবী উত্থাপন করবার অধিকার নেই, তা বর্জ্জন করে এসেছিল। তারা ১৯০৭ সালের শরৎকালে চারটি শর্ত্ত উত্থাপন করে, যা মেনে নিলে তারা সম্মেলনে যোগ দিতে পারে।

শ্রমিকদের—

(১) নিজস্ব দাবী আলোচনা করার অধিকার থাকবে।

(২) ভবিষ্যতে দক্ষ শ্রমিক-সংসদের সভা ডাকবার অধিকার থাকবে।

(৩) তাদের ইউনিয়নের সাহায্য নেওয়ার অধিকার থাকবে।

(৪) সম্মেলনের দিন ধার্য্য করবার অধিকার থাকবে।

(স্টালিনের প্রবন্ধ "কনফারেন্স ও শ্রমিকগণ"—'বাকিন্স্কি প্রোলেটারি' পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত)

সোশাল রেভলিউশনারী, মেনশেভিক ও ডাসনাকেরা বলশেভিক প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। মেনশেভিকরা বিনা শর্ত্তেই সম্মেলনে যোগ দিতে বলছিল। তাদের স্লোগান ছিল—"যে কোনো শর্ত্তে সম্মেলন চাই"। শ্রমিকদের মধ্যে কোনো উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার তাদের আশা নেই দেখে সোশাল রেভলিউশনারী ও ডাস্‌নাকেরা একত্রে স্লোগান দিয়েছিল—"যে ভাবে হোক সম্মেলন বর্জ্জন কর।" এই সব স্লোগানের বিরুদ্ধে বল্‌শেভিক্‌দের স্লোগান ছিল—"আমাদের শর্ত্তাধীনে সম্মেলন হবে, নয়তো সম্মেলন চাই না"। শ্রমিকদের কাছে এ

সম্বন্ধে মতামত নিয়ে দেখা যায়—"যে "৩৫,০০০ শ্রমিকের কাছে মত চাওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে মাত্র ৮০০০ শ্রমিক সোশাল রেভলিউশনারী ও ডাসনাকদের (বিনা শর্ত্তে বর্জ্জন), ৮০০০ শ্রমিক মেনশেভিকদের (বিনা শর্ত্তে সম্মেলনে যোগদান) এবং ১৯০০০ শ্রমিক বল্‌শেভিক্‌দের (শর্ত্তাধীন সম্মেলনে যোগদান) সমর্থন করে।" (এল, বেরিয়া—ট্রান্স-ককেশিয়ায় বলশেভিক সংগঠনের ইতিহাস)

এই সমস্ত ঘটেছিল ১৯০৭ সালের শেষ দিকে যখন দেশের সর্ব্বত্র প্রতিক্রিয়ার যুগ চলেছে, যখন স্টলিপিন তার অত্যাচারের তাণ্ডবনীতি চালিয়েছে। তা সত্ত্বেও বাকু শ্রমিকদের অধিকাংশ বলশেভিকদের নেতৃত্ব মেনে চলেছিল। তৈল ক্ষেত্রের ও নিষ্কাশন কেন্দ্রের দক্ষ শ্রমিকদের সভায় মালিকদের কাছে যে সকল দাবী উত্থাপন করা হবে তার খসড়া করা হয়। বল্‌শেভিক্‌রাই শ্রমিক প্রতিনিধিদের এই সভা পরিচালনা করেছিল। "যে-সময় রুশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার উন্মত্ত শাসন চলেছিল, সে-সময় কমরেড ট্রোনভ্‌ নামে এক বল্‌শেভিক্‌ কর্ম্মীর সভাপতিত্বে বাকুর শ্রমিকদের দু-সপ্তাহব্যাপী আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বল্‌শেভিকরা শ্রমিকদের দাবীর খসড়া তৈরী করে এবং তাদের নূন্যতম দাবী গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়।" (এল, বেরিয়া—ট্রান্সককেশিয়ায় বল্‌শেভিক্‌ সংগঠনের ইতিহাস)

১৯০৮ সালের ১৫ই এপ্রিল 'বাকিন্‌স্কি প্রোলেটারী' পত্রিকায় "বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়া ও আমাদের কর্ত্তব্য" নামে একটি স্বাক্ষরবিহীন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বলা হয়, বাকুর সম্মুখে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকরা একটা বড় সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু সেই জয়ের ফল তারা রক্ষা করতে পারছে

না। চাষীদের উচিত ছিল শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা, কিন্তু তারা সে সাহায্য দেয়নি। অত্যাচারী শাসকেরা এই সুযোগে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে, ধীরে ধীরে বিগত অক্টোবরে লব্ধ অধিকারগুলি—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার ও সংঘ গঠনের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

স্টালিন এই অবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেছিলেন। তাঁর মতে নবীন বিপ্লবী রুশিয়ার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীন রুশিয়ার চূড়ান্ত সংগ্রাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের অভ্যুদয় অনিবার্য্য। তিনি অবশ্য দেখালেন যে, এই বিপ্লবের অভ্যুদয় সম্ভব হবে না যদি না বিপ্লব আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। তিনি বল্‌লেন, এজন্য বেআইনী সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন রকমের আইনানুগ কার্য্যকলাপের প্রয়োজন—যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, এবং অন্যান্য আইনানুগ বা একেবারে বেআইনী নয় এরকম শ্রমিক প্রতিষ্ঠান।

ঠিক এই সময়ে 'বাকিন্‌স্কি প্রোলেটারী' পত্রিকা ক্ষেত-মজুর ও ক্ষেত-মজুরের অবস্থায় পতিত গরীব চাষীদের আরো জোরালো ভাবে প্রচার ও সংগঠনের জন্য আহ্বান জানায়।

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে 'বাকিন্‌স্কি প্রোলেটারি' পত্রিকার ৫ম-সংখ্যার পরিশিষ্টে, স্টালিন "কোবা" নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন "সম্মেলন ও শ্রমিকরা" শিরোনামায়। তৈলখনির মালিকদের প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্বন্ধে প্রচার বন্ধ করা হয়েছিল। দক্ষ শ্রমিক-সংসদ—যারা শ্রমিকদের দাবীর খসড়া করবে তাদের কার্য্যকলাপ ও শ্রমিকদের এই সংসদের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ করার কাজও বন্ধ হয়েছিল।

এই প্রবন্ধে স্টালিন বলেছিলেন :

"টিফ্লিসের পুরানো ভাঁড় দজুঙ্কোভস্কি ঘোষণা করেছেন, খেলা শেষ হয়েছে। মালিকদের পদলেহী ভৃত্য কারা মুর্জা তাকে বাহবা দিচ্ছে। যবনিকা পড়ে যায় এবং আমরা অতি পরিচিত পুরাতন দৃশ্য দেখতে পাই, মালিক ও শ্রমিকরা সনাতন অবস্থা থেকে আবার নূতন সঙ্কট ও সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

এই প্রবন্ধে সম্মেলনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়, পর্য্যায়ক্রমে এতে শ্রমিকদের বোঝান হয় যে, মালিকরা সম্মেলন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছে। কারণ, তারা জানে শ্রমিকরা তাদের নেতৃত্ব মানবে না, বলশেভিক্‌দের নেতৃত্ব মেনে চলবে।

তৈলখনির মালিকেরা শ্রমিকদের সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করতে উত্তেজিত করছিল। তাদের এই কৌশলের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করবে? সে সময়কার অবস্থা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘটের মোটেই অনুকূল নয়, কিন্তু সেজন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন কারখানায় স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মঘট ঘোষণায় বাধা নেই। সেই সঙ্গে সম্মেলন সফল করার জন্য যে কমিটিগুলি তৈরী হয়েছে তাদের সম্মিলিত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে।

ইতিমধ্যে মালিকদের দালালরা পশ্চাৎপদ শ্রমিকদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী রূপে দাঙ্গাহাঙ্গামার উস্কানী দিতে চেষ্টা করছিল এবং এভাবে শ্রমিকদের নির্য্যাতন করার কারণ সৃষ্টি করছিল। কন্তু "গুডক্" পত্রিকার সম্পাদকীয় (১৯০৮ সালের ২৫শ সংখ্যা) "অর্থনৈতিক নির্য্যাতন ও শ্রমিক আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে জোরালো ভাবে এই প্রকার সংগ্রামের নিন্দা করা হয় এবং শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে বলা হয়।

এই দুর্দ্দিনে বাকুতে স্টালিন অনন্তভাবে লেনিনের পন্থা বিপ্লবী মার্কস্‌বাদ গ্রহণের জন্য প্রচার করছিলেন এবং দক্ষিণপন্থী ও তথাকথিত বামপন্থী সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন।

সেই সময়কার বাকু সংগঠনের গুরুত্ব এবং বাকুর শ্রমিকদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে লেনিনের মতামত তাঁর এই লেখা থেকে বোঝা যায়:

"১৯০৮ সালে ধর্ম্মঘট প্লাবিত অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাকু প্রধান স্থান নিয়েছিল, এখানকার ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা ছিল ৪৭,০০০। ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক স্ট্রাইক সংগ্রামের এরাই ছিল শেষ যোদ্ধার দল।" ("রুশিয়ায় স্ট্রাইকের সংখ্যা"—লেনিনের রচনাবলী, ১৫শ খণ্ড)

বাকুতে স্টালিনের নিদারুন কর্ম্মব্যস্ততা শেষ হ'ল ১৯০৮ সালের ২৫শে মার্চ, যখন তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে বেইলোভ্ কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু এখানেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ থেকে বিরত হননি, বা বাইরের কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ হারাননি এবং শ্রমিক পত্রিকাগুলির জন্যে প্রবন্ধ পাঠানও বন্ধ থাকে নি। জেলে থাকতেই তিনি 'বাকিন্‌স্কি প্রোলেটারি' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা সম্পাদন করেন। সে-সময় যারা স্টালিনের সঙ্গে জেলে ছিল তাদের কথায় জানা যায়, রাজনৈতিক কয়েদীরা সবাই স্টালিনকে বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখত। জেলখানার ভিতর স্টালিন বৈপ্লবিক সংগ্রামের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে মেনশেভিক ও সোশাল রেভলিউ-শনারীদের বিরুদ্ধে বিতর্কের আয়োজন করতেন।

জেলখানার আইনকানুন বিপ্লবের সময় অপেক্ষাকৃত কম কঠোর ছিল, সে-সময় জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশ নিয়মকানুন কঠোরতর করবার চেষ্টা করছিল। রাজনৈতিক বন্দীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। স্টালিন জেলখানার মধ্যে থেকেও জার গভর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষান্ত হলেন না। জেলখানার কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কয়েদীদের "উপযুক্ত শিক্ষা" দেওয়ার জন্য সেলিয়ান্স্ক সেনাবাহিনীর একদল সৈন্যকে পাঠাল তাদের 'ঠাণ্ডা' করতে। রাজনৈতিক কয়েদীদের জেলের আঙ্গিনায় এনে দু-সারি সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঠেলে পাঠান হ'ল, আর সৈন্যেরা তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে বন্দীদের প্রহার করতে লাগল। এই প্রহারবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্টালিন মার্ক্‌সের একখানা বই হাতে নিয়ে মাথা উঁচু করে চলে গেলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, কি করে খাঁটি বল্‌শেভিক্‌রা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সগর্বে ও নিশ্চিত জয়ের বিশ্বাস নিয়ে মার্ক্‌সের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে চলে।

আটমাস কারাবাসের পর, স্টলিপিনের চরম প্রতিক্রিয়ার যুগে স্টালিন সলভিশেগোদ্‌স্কে নির্ব্বাসিত হলেন। কিন্তু ১৯০৯ সালের ২৪শে জুলাই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আবার বাকুতে ফিরে এলেন ওগানেস্ টোটোমিয়াণ্ট্‌স্—এই ছদ্মনাম নিয়ে।

বাকুতে ফিরে এসে তিনি আবার গোপন প্রেস গঠন করার কাজে মন দিলেন। যদিও তখন দেশে প্রতিক্রিয়ার তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, তবু তিনি বাকু কমিটিতে কাজ করছিলেন এবং এক প্রচারকারী দল গঠন করলেন। তাঁকে অন্যান্য শহরেও পার্টি সংগঠন পরিদর্শন করতে যেতে হত। তিনি টিফ্‌লিসে বলশেভিক্ পার্টি কন্‌ফারেন্সের আয়োজনের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁকে 'লিকুইডেটর' ও 'অট্‌সোভিস্ট' দলের বিরোধিতা করতে হয়। তিনি বাকুর কয়েকটি জেলা সংগঠনের কাজ পরিচালনা করতেন—যেমন, রেলওয়ে জেলা, চের্নি গোরদ্ ও বেলি গোরদ্ এবং নাবিকদের মধ্যেও তিনি কাজ করেছিলেন। এখানেও তিনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন, আন্দোলনের নূতন

কোনো সমস্যা উঠলেই তিনি তা আগেই বুঝতে পারতেন। ১৯১০ সালের জানুযারী মাসে যখন শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুত্থানের শুধু ক্ষীণ আভাসটুকু দেখা যাচ্ছিল, সে-সময় স্টালিন 'টিফলিস্কি প্রোলেটারি' পত্রিকার ১ম সংখ্যায় লিখেছিলেন: "আমরা নতুন আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি।..."

একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বল্‌শেভিক্, যিনি জনসাধারণের অন্তরঙ্গ একজন হ'য়ে জনগণের মনের গতি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর পক্ষে এরকম ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব ছিল। এটা হচ্ছে বিপ্লবীর অন্তর্দৃষ্টি, যিনি গভীরভাবে ঘটনাপ্রবাহ পর্য্যবেক্ষণ করতেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে চলতেন।

'সোশাল ডেমোক্রাট' পত্রিকার ১৯১০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এবং ১৯১০ সালের ২৪শে জুন 'ডিসকাশন সীট' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "ককেশাসের চিঠি"তে ককেশাসের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এই চিঠিতে সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এবং এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ লিকুইডে্টরস্, মেনশেভিক্, বুন্দদল ও অন্যান্য সুবিধাবাদীদের আক্রমণ করবার অস্ত্র জুগিয়েছিল। স্টালিনের প্রবন্ধগুলি শ্রমিকদের সামনে মেনশেভিকদের প্রতারণার মুখোশ খুলে ফেলায়, তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

এই যুগে লেনিন ও স্টালিনের মধ্যে প্রায়ই চিঠির আদান-প্রদান হত, এইভাবে তাদের রাজনৈতিক ঐক্য-বন্ধন আরো দৃঢ়তর হয়েছিল।

এবারে স্টালিন আটমাসের বেশী মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারেননি। ১৯১০ সালের ২৩শে মার্চ তাঁকে আবার বাকুতে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ১৯১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জেলে আটক রাখা হয়। তারপর তাঁকে আবার তৃতীয় বার নির্ব্বাসিত করে

সলভিশেগোদস্কে পাঠান হয়। যেখানে তিনি ১৯১১ সালের ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত ছিলেন।

সল্‌ভিশেগোদ্‌স্কে যে কুটীরে তিনি বাস করতেন সেখানে সমস্ত নির্ব্বাসিত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সমাগম হোত। পুলিসের চরেরা তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে খবর দিল যে, তাঁর বাড়ীতে রাজনৈতিক বক্তৃতা ও শিক্ষাদান হয়ে থাকে এবং বৈপ্লবিক প্রচারের কেন্দ্রস্থলও সেখানে। সল্‌ভিশেগোদ্‌স্ক থেকে স্টালিন লেনিনকে চিঠিতে জানান যে, তিনি তাঁর প্লেখানভদলের সঙ্গে ঐক্য-নীতি সমর্থন করেন, কারণ এই ঐক্য নীতিগত। তিনি ট্রট্‌স্কির নীতিবিহীন ঐক্যের নিন্দা করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, সে-সময়কার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য একটি আইনানুগ সংবাদপত্র প্রকাশ করা; এর অল্প পরে সত্যই 'জ্‌ফেজদা' (তারকা) পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। স্টালিন বলেছিলেন, বল্‌শেভিক্ সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে এবং রুশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির একটি দপ্তর গঠন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, রুশিয়ার মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীকে নিয়ে একটি সংসদ তৈরী করতে হবে দেশের মধ্যে পার্টির কাজ পরিচালনা করার জন্য। নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

"আমার ছাড়া পাওয়ার ছ'মাস দেরী আছে। এর পর আমি সম্পূর্ণ ভাবে আপনার কাজে আত্মনিয়োগ করব। অবশ্য যদি কাজের লোকের দরকার থাকে, আমি এখনই বাধা না মেনে চলে আসতে পারি!"

আমরা জানি স্টালিন সব সময়ে, যখনই তিনি কাজের জন্য প্রয়োজন মনে করতেন, নির্ব্বাসন থেকে পালিয়ে আসতে পারতেন।

১৯১১ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির যে বৈঠক বসে তাতে

তিনি রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির নিখিল রুশ সম্মেলন আহ্বানের জন্য সংগঠন কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। স্টালিন বিদেশে প্রকাশিত "সোশাল ডেমোক্রাট" নামে বলশেভিক পত্রিকায় লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, লেনিন তার উচ্চ প্রশংসা করেন।

এই সময়ে স্টালিন নির্ব্বাসন থেকে পলায়ন করে প্রাগ্ সম্মেলনের আয়োজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভোলোগ্দাতে থাকাকালীন শিঝিকভ্ নামে এক নির্ব্বাসিতের ছাড়পত্র যোগাড় করেছিলেন, যার নির্ব্বাসনের মেয়াদ তখন শেষ হয়েছিল। এই ছাড়পত্র নিয়ে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন মাস জেলে রাখার পর তাঁকে আবার নির্ব্বাসনে পাঠান হয় ভোলোগ্দা প্রদেশে।

স্টালিন ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাগে অনুষ্ঠিত রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির নিখিল রুশ সম্মেলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন:

> "পার্টির ইতিহাসে এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা হয় এবং দেশের সমস্ত বলশেভিক সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ বলশেভিক পার্টির মধ্যে সংঘবদ্ধ করা হয়।" (সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ১৫শ কংগ্রেসে বিতর্কের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতা)

মেনশেভিকরা অবশেষে পার্টি থেকে বিতাড়িত হওয়ায় লেনিন আনন্দিত হয়েছিলেন। গর্কিকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"অবশেষে আমরা লিকুইডেটরদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পার্টি এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আমি আশা করি, এই ঘটনায় আপনি আমাদের মতই আনন্দিত হবেন।" (লেনিনের গ্রন্থাবলী ২৯শ খণ্ড)

আমরা আগেই জানি, এই সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং কমিটির রুশ দপ্তরের পরিচালক নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্ব্বাচিত হওয়ার পর তাঁর পক্ষে আর নির্ব্বাসনে থাকা মনঃপূত হ'ল না। তিনি আবার ভোলোগ্দা থেকে পলায়ন করলেন শের্গো ওর্জোনিকিদ্জের সাহায্যে। লেনিন কিছুদিন স্টালিনের খোঁজখবর না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। লেনিন তাঁকে আন্দোলনের একজন প্রধান কর্ম্মী বলে মনে করতেন। তাঁর ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চের চিঠি পুলিসের হাতে পড়েছিল। তাতে তিনি বন্ধুদের সম্বন্ধে চিন্তান্বিত ভাবে খোঁজ নিয়েছিলেন—"আইভানোভিচের (স্টালিন) কোনো খবর পাচ্ছি না। তিনি নিরাপদে আছেন তো ? তিনি কোথায় ? কেমন আছেন ?"

নির্ব্বাসন থেকে পলায়নের পর সম্মেলনের ফলাফল কার্য্যকরী করার উদ্দেশে তিনি কয়েকটি জেলা পরিদর্শন করেন এবং যে মুহূর্ত্তে লেনার স্বর্ণ খনিতে চাঞ্চল্যের কথা তাঁর কানে গেল, তখনই তিনি সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে ফিরে এলেন। পোলেটায়েভ্ ও অন্যান্য কর্ম্মীদের সাহায্যে তিনি এই সময়ে "প্রাভ্দা" পত্রিকা প্রকাশ করতে সমর্থ হন। ১৯১২ সালে বলশেভিক পত্রিকা 'জ্ফেজদা'-তে লেনার ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তাঁর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি বলেছিলেন :

> "লেনার গুলিচালনার ফলে দেশের হিমশীতল নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেছে, গণ-আন্দোলনের নদী বইতে আরম্ভ করেছে। যাত্রা শুরু হয়েছে। ... বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় যা কিছু দূষণীয়, ঘৃণিত,—তার বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে নির্য্যাতিত রুশিয়ার সকল বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে লেনার ঘটনাবলীতে। তাই লেনার গুলিচালনা ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভের সূচনা করেছিল।"

১৯১২ সালের ১২ই এপ্রিল 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিনই স্টালিন গ্রেপ্তার হলেন। পুলিসের দালাল যারা তার বাসস্থান ও গন্তব্যস্থল জানতে পেরেছিল, তারাই তাঁকে ধরিয়ে দেয়। জার গভর্নমেণ্ট তাঁকে পঞ্চম বারের মত নির্ব্বাসনে পাঠান। এবার তাঁকে তিন বছরের জন্য নির্ব্বাসনে পাঠান হ'ল নারিমে, পশ্চিম সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্তে। এই নূতন নির্ব্বাসনকেন্দ্রে এসেও তিনি নানাবিধ কাজে ব্যস্ত রইলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালন ক'রবার জন্য তিনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন। অবশেষে ১৯১২ সালের শরৎকালে তিনি পালাতে সক্ষম হলেন।

প্রতিক্রিয়ার যুগে তাঁর কার্য্যাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ তাণ্ডব বর্ত্তমান থাকার সময়ে বাকুতে কাজ করে তিনি দেখিয়েছিলেন—যতই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা হোক না কেন, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য কোনো বাধা দুর্লঙ্ঘ্য হতে পারে না। এই যুগে লেনিন ও স্টালিনের মধ্যে মৈত্রী বন্ধন আরো দৃঢ়তর হয়েছিল।

এসময়ে স্টালিন নিখিল রুশ বলশেভিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে পরিচিত হ'লেন। তিনি প্রাগ্‌ সম্মেলনের আয়োজনের কাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং এই সম্মেলন বলশেভিক পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার দিকে দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, পূর্ব্বেই আমরা জানি। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হিসাবে তিনি 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, এইটাই বলশেভিক্‌দের প্রথম বহুল প্রচারিত পত্রিকা। এই পত্রিকার আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পুনরুত্থানের যুগে এই পত্রিকার দান ছিল অসামান্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈপ্লবিক পুনরুত্থান ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভলোগ্‌দা নির্ব্বাসন কেন্দ্র থেকে পালাবার পর স্টালিন সেণ্ট্‌ পিটার্সবুর্গে উপস্থিত হলেন—ঠিক যখন লেনা স্বর্ণখনির শ্রমিকদের ওপর গুলী চালনার সংবাদ বৈপ্লবিক আন্দোলনে শক্তিশালী এক প্রেরণা এনে দিয়েছে। যদিও তখনও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা নিজেদের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ করছিল, তবু "সমস্ত রুশিয়া জুড়ে ধর্ম্মঘট শুরু হল, সেণ্ট্‌ পিটার্সবুর্গের শ্রমিকরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং যে অচলায়তনের উপরে বসে মন্ত্রী মাকারভ বড়াই ক'রে উদ্ধতভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'এইরকমই ছিল এবং এই রকমই হবে'—তাকে একটি মাত্র আঘাতে অপসারণ করার জন্য, সুদূর সাইবেরিয়াতে (বোডাইবো) শ্রমিকশ্রেণীর ওপর গুলীচালনা-প্রসূত বিক্ষোভই যথেষ্ট ছিল। পরে যে শক্তিশালী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল, এই ঘটনাগুলিতেই তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। "জ্‌ফেজদা" ঠিকই ঘোষণা করেছিল, 'আমরা বেঁচে আছি; অফুরন্ত শক্তির তেজে আমাদের রক্ত আন্দ ফুটছে।......'বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুনরুত্থান স্পষ্টই প্রতীয়মান হল।

"এই আন্দোলনের বিক্ষোভ-তরঙ্গের ভেতর দিয়েই, জনসাধারণের পত্রিকা প্রাভ্‌দা জন্ম নিল।" (জে, স্টালিন, "প্রাভ্‌দার দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে" লিখিত)

প্রাভ্‌দা প্রকাশের সংগঠনের কাজে স্টালিন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং ১৯২২ সালের এই ঘটনাকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন :

"সময়টা ছিল ১৯১২ সালের মাঝামাঝি একটা দিন, সেদিন কমরেড পোলেটায়েভের বাড়ীতে দু'জন ডুমার প্রতিনিধি (পোক্রোভ্‌স্কি ও পোলেটায়েভ্), দু'জন লেখক (অল্‌মিন্‌স্কি ও বাটুরিন) এবং আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরূপে, ('বে-আইনী'ভাবে বাইরে থাকায় 'সন্দেহমুক্ত' পোলেটায়েভের বাড়ীতে আমি 'আশ্রয়' নিয়েছিলাম)—আমরা এই কয়জনে মিলে প্রাভ্‌দার রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এবং পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা সম্পাদন করলাম।" (পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

আমরা দেখেছি যে, যেদিন প্রাভ্‌দার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'ল সেদিন ২২শে এপ্রিল, স্টালিনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে নারিম্-এর নির্ব্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি নারিম্ থেকে পালিয়ে যান এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন। সেখানে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরূপে এবং পরবর্ত্তীকালে, ১৯১৭ সালে বল্‌শেভিকবাদের জয়ের জন্যে যে প্রাভ্‌দা পত্রিকা সে-সময় ভিত্তি প্রস্তুত করছিল—তার সম্পাদকরূপে প্রচণ্ডভাবে কাজকর্ম্ম শুরু করে দেন।

এ, বাজাইএভের "জারের ডুমায় বল্‌শেভিক" পুস্তক থেকে আমরা এই সময়ের সেণ্ট পিটার্সবুর্গে স্টালিনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। চতুর্থ স্টেট ডুমার নির্ব্বাচনের আন্দোলন তখন অগ্রসর হচ্ছিল। এই আন্দোলনে স্টালিন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের সমস্ত সংগ্রাম তিনিই পরিচালনা

করেন। সেই সময়ে লেনিন ক্রাকৌতে থাকতেন; সেখানে বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসত। ক্রাকৌ থেকে নানারকম কৌশল ক'রে লেনিন পার্টির কর্ম্মীদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠাতেন। পার্টির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন—সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সংগঠন, স্টালিনের পরিচালনায় এই সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করে চলত।

প্রাভ্‌দাতে স্টালিন যে শুধু প্রবন্ধই লিখ্‌তেন তা নয়, এই পত্রিকাটি তিনি পরিচালনাও করতেন এবং যখন বল্‌শেভিক মাসিক পত্রিকা "প্রস্‌ভেস্‌চেনিই" প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, তাতে তিনি প্রথম সংখ্যা থেকেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। "প্রস্‌ভেস্‌চেনিই"-এর তৃতীয় সংখ্যা থেকে পঞ্চম সংখ্যার মধ্যে 'জাতীয় সমস্যা এবং সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে স্টালিনের প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছিল এবং সেইগুলোই পরবর্ত্তী-কালে "মার্কস্‌বাদ ও জাতি-সমস্যা" নাম দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটিতে তাঁর আরও কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল; দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৯১৩ সালের প্রথম সংখ্যায় "একটি জ্ঞাতব্য বিষয়" (সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের নির্ব্বাচন) নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন, কেন পার্টি স্টেট ডুমাকে বর্জ্জন করেনি এবং বুঝিয়ে দিলেন, ডুমার নির্ব্বাচনে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের অধিকার রক্ষার জন্য সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের আহূত ধর্ম্মঘটগুলি কি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

স্বভাবতই, এই সময়কার বে-আইনী অবস্থাতে, যখন বল্‌শেভিক্‌দের উপর শত শত শ্যেনদৃষ্টি কড়া নজর রাখছিল, তখন স্টালিনের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাওয়া একটুও সহজ ছিল না এবং যদি না কর্ম্মীরা তাঁকে সব সময় পাহারার মধ্যে রাখ্‌ত, তা হলে কয়েক মাসের জন্যও তিনি স্বাধীন অবস্থায় থাকতে পারতেন না।

অক্টোবরে স্টেট ডুমার নির্বাচনের জন্য নির্ব্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের একটা অধিবেশন আহ্বান করা হ'ল। এই সম্মেলনে "শ্রমিক প্রতিনিধির নিকট সেণ্ট পিটাসবুর্গের শ্রমিকদের নির্দ্দেশপত্র"কে অনুমোদন করা হল। এই নির্দ্দেশগুলি রচনা করেছিলেন স্টালিন এবং লেনিন এটাকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন যে, তাঁর কপিতে তিনি ধারে টীকা ক'রে গেছেন এটা যাতে সযত্নে রক্ষিত হয় এই অনুরোধ করে। এখন মস্কোর কেন্দ্রীয় লেনিন মিউজিয়মে লেনিনের টীকা সমেত এই দলিলটি দেখতে পাওয়া যায়।

এই খসড়ায় স্টেট ডুমাতে শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা কোন্ নীতির উপর ভিত্তি ক'রে কাজকর্ম্ম করবে সেই সম্বন্ধে স্টালিন নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থার বর্ণনা এই খসড়ায় দেওয়া হয়েছে এবং এতে দেখানো হয়েছে যে, বিপ্লবের নেতৃত্ব করছে শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী এবং আসন্ন সংগ্রাম হবে "দুই দিকের সংগ্রাম—সামন্ত-আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, যারা পুরোনো শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করতে চায়।" খসড়ায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, "বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বহারা শ্রেণীকে সংগঠিত এবং সচেতন করে তুলতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থাগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে ডুমার বক্তৃতা-মঞ্চ।" এই নির্দ্দেশপত্রে আরও বলা হয়েছে :

> "ডুমার বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে সোশাল ডেমোক্রাট দলের সভ্যদের কণ্ঠ উচ্চেস্বরে বেজে উঠুক, আমরা তাই শুনতে চাই; তাঁরা সর্ব্বহারাদের চরম উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করুন, ১৯০৫ সালের সম্পূর্ণাঙ্গ দাবীগুলির কথা তাঁরা ঘোষণা করুন। তাঁরা ঘোষণা করুন যে, রুশ শ্রমিকশ্রেণীই হ'ল গণ-আন্দোলনের নেতা এবং কৃষকশ্রেণী হ'ল শ্রমিকশ্রেণীর

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁরা প্রকাশ ক'রে দিন যে, উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা 'জনসাধারণের স্বাধীনতাকে' শত্রুর হাতে সমর্পণ করেছে।

"চতুর্থ ডুমায় সোশাল ডেমোক্রাটিক দল উপরোক্ত শ্লোগানগুলির উপর তাদের কর্ম্মপন্থা ভিত্তি ক'রে ঐক্যবদ্ধ হোক এবং ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকুক।

"সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গে অবিরত সংযোগ রক্ষা করে তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করুন।

"রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে এক তালে পা ফেলে তাঁরা অগ্রসর হোন।" (এ-বাদায়েভ—'জারের ডুমায় বল্‌শেভিক')

এই নির্দ্দেশপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বাদায়েভ ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, পঁচিশ বছর পরে আর একটি খসড়াতে এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুন্‌তে পাই,—সেটা হ'ল ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বরে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম সুপ্রীম্ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের জন্য স্টালিনের রচিত নির্দ্দেশ-পত্র। নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, "শ্রমিক প্রতিনিধির কাছে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের নির্দ্দেশপত্রের" বিরাট গুরুত্ব ছিল। নির্ব্বাচনের ফলাফলের এবং নির্দ্দেশপত্রটির গুরুত্বের কথা বিবৃত করে ১৯১২ সালের ১৯শে অক্টোবর "কে সেণ্ট" স্বাক্ষরে স্টালিন "প্রাভ্‌দা"-তে লিখলেন:

"খসড়াটি হল প্রতিনিধির জন্য নির্দ্দেশপত্র। এই নির্দ্দেশপত্র দিয়ে প্রতিনিধিকে তৈরী করা হয়েছে। খসড়াটির উৎকর্ষের ওপর প্রতিনিধির উৎকর্ষ নির্ভর করছে।"

চতুর্থ ডুমার উদ্বোধনীতে ডুমার সোশাল ডেমোক্রাট দলের সভ্যরা

যে ঘোষণাপত্রটি পাঠ করবে সেই সম্পর্কিত আলোচনাতে স্টালিন অত্যন্ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন এবং যে সভায় এই ঘোষণা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল, সেখানে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় সভার তরফ থেকে বক্তৃতা দিলেন।

১৯১২ সালের ১৫ই নভেম্বর, যেদিন চতুর্থ ডুমার উদ্বোধন হল, সেদিন বলশেভিক পার্টির সেণ্ট পিটার্সবুর্গ কমিটি, ডুমার প্রতি 'লিকুই-ডেটার'দের অভিনন্দনের প্রতিবাদে একটি রাজনৈতিক শোভাযাত্রা সংগঠিত করেছিল। লেনিন এই সম্পর্কে লিখেছেন:

> "বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়টি ঠিকভাবেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। রাজধানীতে পথে পথে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পতাকা উড়িয়ে যে 'ভূয়া (ব্ল্যাক) পার্লামেণ্টে'র উদ্বোধন হচ্ছিল তাকে প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়ে, তার প্রাধান্য খর্ব্ব করার মধ্য দিয়ে সর্ব্বহারাশ্রেণীর আশ্চর্য্য-জনক সহজাত নৈপুণ্য প্রকাশ পেল।" ('১৫ই নভেম্বরের ঘটনা,' লেনিনের রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড)

কেমন ক'রে প্রতিটি আইন সম্বন্ধীয় সুবিধা, তা যত অল্পই হোক না কেন,—তাকে কেমন করে কাজে লাগানো যায় এবং আইনসিদ্ধ কাজকর্ম্মের সঙ্গে বে-আইনী কাজকর্ম্মের কেমন করে সংযোগ রক্ষা করা যায়, এই সময়ে স্টালিন তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলেন।

এই সময়ে স্টালিন সর্ব্বদা লেনিনের সঙ্গে চিঠিপত্র চালাতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করা লেনিনের ইচ্ছা ছিল এবং তিনি দেশের বাইরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য স্টালিনকে অনুরোধ করলেন। বলশেভিকদের উপর তখন গুপ্তচরেরা চারদিক থেকে ঘিরে দৃষ্টি রাখত এবং তাদের ব্যূহ ভেদ ক'রে এইরকম বাইরে যাওয়ার বহু অসুবিধা ছিল। কিন্তু তবুও স্টালিন ১৯১২ সালের নভেম্বরে

ক্রাকৌতে লেনিনের কাছে যাওয়ার পথ করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পার্টি সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে সেখানে তাঁরা আলোচনা করে দুইজনেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এবং ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে স্টালিন রুশিয়াতে ফিরে এলেন। তাঁকে ছেড়ে দিতে লেনিনের অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল এবং রুশিয়াতে স্টালিনকে সব সময় বিপদের মধ্যে থাকতে হত বলে তাঁকে বারবার দেশের বাইরে থাকতে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন।

চতুর্থ স্টেট ডুমার ছয়জন বল্‌শেভিক প্রতিনিধির ক্রাকৌতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা উচিত, এই মর্ম্মে লেনিন স্টালিনকে চিঠি লিখলেন এবং বিশেষ ভাবে তাঁকে অনুরোধ করলেন, যেন তিনিও তাঁদের সঙ্গে অবশ্যই আসেন। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভাসিলিয়েভকে (স্টালিন) লেনিন চিঠিতে লিখলেন, "চলে এস,... আমরা উদ্বিগ্ন আছি।" কিছুকাল পরেই স্টালিন আবার ক্রাকৌতে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে পার্টি সভ্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করলেন। এই সম্মেলনে তাঁকে রুশিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সভ্য হিসাবে নির্ব্বাচিত করা হল। যদিও এই সম্মেলনটি ১৯১২ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে বসেছিল, তবু গোপন রাখার জন্য এটার নাম দেওয়া হল, ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী সম্মেলন।

১৯১৩ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে বিদেশে থাকার সময়ে স্টালিন "জাতীয় সমস্যার" গবেষণা সম্পর্কে অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করেন। গর্কীর কাছে এক চিঠিতে স্টালিনের সম্বন্ধে এবং তাঁর কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহ ভরে উল্লেখ ক'রে লেনিন লিখেছেন, "এখানে একজন চমৎকার জর্জিয়ান "প্রস্‌ভেস্‌চেনিই"তে একটি দীর্ঘ

যুবক স্ট্যালিন

লেনিন ও স্টালিন

প্রবন্ধ লিখতে বসেছেন এবং এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য তিনি অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য দেশের ঘটনা সমূহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন।"

স্টালিনের "মার্কস্‌বাদ এবং জাতীয় সমস্যা" যেটাকে স্থায়ী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যশ্রেণীর কোঠায় ফেলা যেতে পারে, সেটা পড়লে স্টালিন এই সময়ে কি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করছিলেন তা বোঝা যায়। এই উল্লেখযোগ্য বইখানিতে "লিকুইডেটার", "বুন্দ" এবং অটো বায়ার ও সিঙ্গারের মতবাদের সমর্থক ককেশীয় মেন্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে, যখন বল্‌শেভিকরা জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করছিল তখন এই সুবিধাবাদীরা জাতিসমষ্টির বুর্জোয়াদের সমর্থনে জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করছিল। এমন কি পার্টিতে, ট্রেড্‌ ইউনিয়নে এবং শ্রমিকদের বীমা সংগঠনগুলিতেও 'তিগতভাবে' শ্রমিকদের ভাগ ক'রে দেওয়ার কথাও তারা প্রচার করল। সর্ব্বহারাশ্রেণীর ঐক্যের তারা ছিল শত্রু এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিকতার কল্পনাকে তারা ছোট করতে চেষ্টা করছিল।

লেনিন "রুশ সোশাল ডেমোক্রাট লেবার পার্টির জাতীয় কর্ম্মসূচী" প্রবন্ধে লিখেছেন: "এই অবস্থার সম্বন্ধে এবং সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের জাতীয় কর্ম্মসূচীর মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে তত্ত্বমূলক মার্কসীয় সাহিত্যে আগেই আলোচনা করা হয়েছে (এই সম্পর্কে স্টালিনের প্রবন্ধগুলোর কথাই আগে উল্লেখ করতে হয়)।" (লেনিন—রচনা সংগ্রহ, সপ্তদশ খণ্ড)। এই বইটা পড়লেই বোঝা যায় স্টালিনের রচনার ওপর লেনিন কতটা গুরুত্ব আরোপ করতেন।

'কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) ইতিহাসে' ঠিকই মন্তব্য করা হয়েছে যে, সেই সময়ে স্টালিনের প্রবন্ধ 'মার্কস্‌বাদ ও জাতি সমস্যা' এবং লেনিনের প্রবন্ধ 'জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও জাতি

সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য আলোচনা।' এই সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র বল্‌শেভিকদেরই জাতীয় সমস্যায় মার্কসীয় কর্ম্মসূচী ছিল।"

জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে লেখা শেষ ক'রে স্টালিন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে এলেন। কিছুদিন ধরে তাঁর কাছ থেকে কোনো সংবাদ না পেয়ে লেনিন ১৯১৩ সালের ৮ই মার্চ তারিখে লেখা এক চিঠিতে জানতে চাইলেন: "ভাসিলির (স্টালিন) কোনো খবর নেই কেন? তাঁর কি কোনও অসুখ করেছে, আমরা চিন্তিত আছি।" দুদিন পরে তিনি আবার লিখলেন: "তাঁর (স্টালিনের) সম্বন্ধে যত্ন নিও, সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

এই সময়ে পুলিসের গুপ্তচর ম্যালিনোভ্‌স্কি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং ডুমার বল্‌শেভিক দলের মধ্যে ঢুকে পড়তে সমর্থ হয়েছিল। সে জারের গুপ্ত পুলিসের হাতে ইয়াকভ স্ভের্দলোভকে ধরিয়ে এবং কিছুকাল পরেই স্টালিনকেও সে পুলিসের কাছে ধরিয়ে দিল— স্টালিন তখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে অত্যন্ত গোপনভাবে অবস্থান করছিলেন। "জারের ডুমায় বল্‌শেভিক" নামক পুস্তকে বাদাইয়েভ স্টালিনের ধরা পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন:—"স্টালিন যখন রাস্তায় বার হলেন তখন পুলিস অধীরভাবে তাঁকে ধরবার প্রথম সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই সুযোগ তাড়াতাড়িই তারা পেল। 'প্রাভ্‌দা' এবং অন্যান্য কতকগুলি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কালাস্‌নিকভ হলে একটা সম্মেলনের আয়োজন করা হ'য়েছিল। এই রকম সম্মেলনে বহু সংখ্যক শ্রমিক এবং বহু সহানুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী সাধারণত যোগদান করত। এই সম্মেলনে বহু পার্টি-সভ্যও যোগদান করত এবং এদের মধ্যে এমন সভ্যও ছিল যারা

গোপনে কাজ করত এবং এই সময় তারা জনতার মধ্যে গোলমালের সুযোগে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে কথাবার্ত্তা চালাতে পারত, অথচ অন্য সময় প্রকাশ্যভাবে যাদের সঙ্গে কথা বলা বিপজ্জনক ছিল। কালাশনিকভ্ হলের এই সম্মেলনে স্টালিন যোগদান করতে মনস্থ করলেন এবং ম্যালিনোভ্স্কি এই কথা জানতে পেরে পুলিস বিভাগে জানিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন সন্ধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই হলের একটা ঘরে স্টালিনকে ধরা হ'ল।"

এই হ'ল স্টালিনের শেষবারের মত ধরা পড়া। এই নিয়ে ছ'বার জার সরকার তাঁকে নির্ব্বাসনে পাঠালেন; এইবার তাঁকে মেরুবৃত্ত থেকেও বহুদূরে টুরুখান্স্ক অঞ্চলে পাঠনো হ'ল। প্রথমে তাঁকে কোস্টিনোর ছোট্ট উপনিবেশটিতে রাখা হ'ল এবং শেষের দিকে ১৯১৩ সালের মাঝামাঝি, তাঁকে কুরেইকা গ্রামে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

কমরেড ভেরা স্কুইজারকেও টুরুখান্স্ক অঞ্চলে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল। স্টালিন যেখানে থাকতেন সেই কুরেইকা গ্রামের তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"শীতকালে পুলিসের চোখ এড়িয়ে সুরেন্ স্পাণ্ডারিয়ান্ আর আমি স্টালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য কুরেইকা গ্রামে যাত্রা করলাম। ডুমার বলশেভিক দলের সভ্যদের তখন বিচার চলছিল— সেই সম্পর্কে এবং পার্টি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন ছিল। বছরের সেই সময়টাতে মেরু অঞ্চলে দিন রাত্রি এক হয়ে গিয়ে একটা অনন্ত রাত্রিতে মিশে গেছে এবং তীব্র তুষারপাত সেই রাত্রিকে আরও ভয়াবহ ক'রে তুলেছে। স্লেজ গাড়ীতে কোথাও না থেমে বরফে জমে

যাওয়া ইয়েনিসি নদী আমরা পার হলাম—আমাদের পেছনে পড়ে রইল মোনাস্টির্‌স্কোই ও কুরেইকার মধ্যবর্ত্তী বিশাল তুহিন বিপর্য্যস্ত বিজন বরফ সমুদ্র—তার আয়তন প্রায় ২০০ কিলোমিটার। পথে নেকড়ে বাঘের দল অবিশ্রান্ত গর্জ্জনে আমাদের তাড়া করছিল।

"কুরেইকাতে আমরা পৌছলাম এবং কমরেড স্টালিনের কুটীরটি চারিদিকে খুঁজতে লাগলাম। গ্রামের মধ্যে পনেরটি কুটীর ছিল, এবং এইটেরই অবস্থা সবচেয়ে জরাজীর্ণ। বাইরের দিকে একটা ঘর, একটা রান্নাঘর. সেখানে কুটীরের মালিক এবং তার পরিবার থাকে এবং এ ছাড়া কমরেড স্টালিনের একটা ঘর—এই নিয়ে হল কুটীর।

"আমাদের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে কমরেড স্টালিন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং 'মেরু পর্য্যটকদের' যতদূর সম্ভব আরামের মধ্যে রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। প্রথমেই তিনি ইয়েনিসি নদীতে ছুটে গেলেন, যেখানে বরফের মধ্যে গর্ত্ত ক'রে তাঁর মাছ ধরার জাল পাতা ছিল। কয়েক মিনিট পরে তিনি একটা মস্তবড় স্টারজোন মাছ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হলেন। এই অভিজ্ঞ জেলেটির নির্দ্দেশমত আমরা তাড়াতাড়ি মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ফেল্‌লাম। শুকনো ডিম থেকে রস বার ক'রে ফেল্‌লাম এবং একটা মাছের ঝোল জাতীয় সুপ্ তৈরী করলাম। রন্ধন-সংক্রান্ত এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পার্টির সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। সমস্ত ঘরটাতেই যেন স্টালিনের গভীর চিন্তাশীলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাস্তব আবেষ্টনী

থেকে একে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর টেবিলে বই এবং খবরের কাগজের বিরাট স্তূপ জমা হয়েছিল। এক কোণে মাছ ধরবার এবং শিকার করার নানারকম সরঞ্জাম জড়ো করা ছিল, এগুলো তিনি নিজের হাতে তৈরী ক'রেছিলেন।"

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কাল পর্য্যন্ত এইখানে নির্ব্বাসনে স্টালিনের দিন কেটেছিল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুনরুত্থানের সময়ে স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ কার্য্যপরিষদ পরিচালনা করছিলেন, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পার্টি সংগঠনের কাজ পরিচালনা করছিলেন, চতুর্থ স্টেট্ ডুমার নির্ব্বাচনে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন, 'প্রাভ্দা'র পরিচালনা ভার নিয়েছিলেন। সেই একই সময়ে তিনি প্রস্ভেস্চেনি পত্রিকায় পার্টির মূলনীতি সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবং এই সময়েই তিনি "জাতিসমস্যা ও মার্ক্স্বাদ" লেখেন,—পরবর্ত্তীকালে অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবে যার ভাবধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত ক'রেছিল এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাজেও পরবর্ত্তী বছরগুলিতে কাজে লেগেছিল। পার্টি, সোভিয়েট সরকার এবং সোভিয়েটের জাতিগুলি পোলাণ্ডের জমিদারদের দাসত্ব থেকে পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলোরুশিয়ার শ্রমিক জনসাধারণকে মুক্ত করার কাজে এই চিন্তাধারা থেকে নির্দ্দেশ পেয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময়, লেনিন ও স্টালিনের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান ছিল, সুদূর "টুরুখান্স্কা" অঞ্চলে কদাচিৎ খবরের কাগজ পৌঁছত এবং কখনও ডাকযোগে দু'তিন মাসের পুরানো কাগজ একসঙ্গে আসত অনেকদিন পরে

পরে। লেনিনকে লেখা স্টালিনের চিঠির মধ্যে কয়েকটি মাত্র ঠিক জায়গায় পৌঁছত, কেন-না অত্যন্ত জটিল ও ঘোরানো পথে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান করতে হ'ত। এই সময়ের একটা চিঠি সযত্নে রক্ষণ করা হয়েছে এবং সেটা পড়লে বোঝা যায়, স্টালিন বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে গভীর আস্থাবান ছিলেন এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীর প্রতি কর্ত্তব্যে বিশ্বস্ত ছিলেন। এতে আরও বোঝা যায় কত পরিষ্কার ভাবে স্টালিন আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মতামত পোষণ করতেন এবং প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলতে থাকার সময়ে পার্টির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কত পরিষ্কার ধারণা দিয়ে গেছেন। যদিও এই সময়ে প্রধান পার্টি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এমন খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছিল যে, তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাওয়ার সবরকম সম্ভাবনা ছিল। মার্ক্‌স্‌বাদে তাঁর জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, লেনিন ও কেন্দ্রীয় কমিটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এবং পার্টির পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে তিনিও সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন।

১৯১৪ সালের শেষের দিকে যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের মতামতের প্রথম খসড়ার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভেরাস্কুইজার লিখেছেন :

"লেনিনের নির্দ্দেশ যখন আমাদের কাছে পৌঁছল, আমাদের নির্ব্বাসিত জীবনের সে এক বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্ত্ত। টুরুখান্‌স্কের নির্ব্বাসনে যাবার পথে ক্রাস্‌নোইয়ারস্কে প্রথম আমি যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের প্রবন্ধের খসড়া পেলাম। নাদেজ্‌দা কন্‌স্টান্টিনোভ্‌না (ক্রুপ্‌স্কাইয়া) লেনিনের চিঠিপত্র যে গোপন ঠিকানায় পাঠাতেন, সেইখান থেকেই আমার কাছে প্রবন্ধগুলো পাঠান হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলো কমরেড

স্টালিনের হাতে আমি দিলাম, তিনি তখন মনাস্টিরস্কোই গ্রামে সুরেন্ স্পাণ্ডারিয়ানের সঙ্গে বাস করছিলেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে লেনিনের সাতটি প্রবন্ধ পড়ার পর বোঝা গেল যে, জটিল ঐতিহাসিক পারস্থিতিকে বিচার করার সময় কমরেড স্টালিন লেনিনেরই মত অভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন। কতখানি আনন্দ, মনের বিশ্বাস এবং বিজয়গৌরব নিয়ে কমরেড স্টালিন লেনিনের প্রবন্ধগুলো পড়লেন তা প্রকাশ করা শক্ত। এইগুলিতে তিনি তাঁরই মতবাদ আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেলেন এবং রুশিয়াতে বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে নিজেরই সিদ্ধান্ত দেখতে পেলেন এই প্রবন্ধগুলিতে।"

লেনিনের কাছে লেখা স্টালিন ও সুরেন্ স্পাণ্ডারিয়ানের একটা চিঠি, এখনও রেখে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা জাতীয় আত্মরক্ষা-বাদী প্লেখানভ্, ক্রোপোট্‌কিন্ এবং ফরাসী সরকারের একজন সমাজ-তান্ত্রিক মন্ত্রী সেম্বাট্‌কে নিন্দা করেছেন।

১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে স্টালিন টুরুখান্স্কের মনাস্টিরস্কোই গ্রামে নির্ব্বাসিত বল্‌শেভিকদের একটা বিরাট সভায় যোগদান করতে সমর্থ হলেন। এই সভায় বল্‌শেভিক কেন্দ্রিয় কমিটির রুশ বিভাগের তিনজন নির্ব্বাসিত সদস্যই উপস্থিত ছিলেন—স্টালিন, সুরেন্ স্পাণ্ডারিয়ান এবং ইয়াকভ স্ভের্দলোভ। ডুমার বল্‌শেভিক দলের সভ্যদের বিচারের সময় কামেনেভ্ যে ঘৃণিত ব্যবহার করেছিলেন এই সভায় স্টালিন তীব্রভাবে তার নিন্দা করেন।

এইভাবে সুদূর সাইবেরিয়ার গ্রামের নির্ব্বাসিত জীবন থেকেও স্টালিন পার্টির কর্ম্মধারা সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ এবং তীব্র আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি খুব বেশী পড়াশুনা করতেন, রুশিয়াতে পার্টির কর্ম্মধারার সঙ্গে পরিচিত থাকার চেষ্টা করতেন, পার্টির জীবনের

প্রত্যেকটি ঘটনা সম্বন্ধে নিজের মতামত গড়ে তুল্‌তেন। অবসর সময়ে, মাছ ধরা এবং শিকারে ব্যপৃত থাকতেন, যা থেকে তাঁর জীবিকার কিছুটা তিনি অর্জ্জন করতে পারতেন।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বল্‌শেভিক পত্রিকা "ভোপরোসি স্ট্রাখোভানিয়া" (বীমা সমস্যা) পুনরায় প্রকাশিত হ'ল। সম্পাদকীয় মণ্ডলীর গ্রেপ্তারের ফলে এই পত্রিকাটির প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে এই পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ ক'রেছিল, কেননা তখন বল্‌শেভিকদের এইটিই ছিল একমাত্র আইনানুমোদিত পত্রিকা। এর সম্পাদকীয় অফিস-গৃহগুলি ছিল পেট্রোগ্রাদ্‌ বল্‌শেভিকদের সম্মেলনের স্থান, তারা তখন মলোটোভের নির্দ্দেশে কাজকর্ম্ম চালাত। এই পত্রিকাটি বল্‌শেভিকদের গোপন কার্য্যকলাপের একটি প্রচ্ছন্ন অন্তরাল বিশেষ ছিল এবং কঠোর সামরিক সেন্সর ব্যবস্থায় এর বহু প্রবন্ধ ছাঁটাই সত্ত্বেও (প্রবন্ধগুলির স্থানে সাদা পাতা নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হ'ত) এই পত্রিকাটি অক্ষুণ্ণভাবে বল্‌শেভিকদের স্লোগান প্রচার ক'রে যেতে সফল হ'য়েছিল। পুনঃপ্রকাশের পর প্রথম সংখ্যাটি যখন স্টালিন পেলেন, তখন তিনি টুরুখান্‌স্কের বল্‌শেভিক নির্ব্বাসিতদের কাছ হ'তে এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। টুরুখান্‌স্কের নির্ব্বাসিত বল্‌শেভিকদের কাছ হ'তে সংগৃহীত সামান্য অর্থের (৬ রুবল্‌ ৮৫ কোপেক) সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদকের কাছে স্টালিন যে চিঠিখানি পাঠালেন তা পড়লে বোঝা যায়, তিনি বল্‌শেভিক পার্টির প্রতি এবং পার্টির কর্ম্মীদের মুখপত্রের প্রতি কত আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং কিভাবে তিনি এই পত্রিকার আদর্শগত কর্ম্মপদ্ধতির সূত্র নির্দ্ধারণ করেছিলেন।

চিঠিখানা এই :

"প্রিয় কমরেড, আমরা টুরুখান্স্কের নির্ব্বাসিতদের ছোট্ট একটি দল 'ভোপরোসি স্ট্রাখোভানিয়ার' পুনঃপ্রকাশকে সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা ঠিক সময়েই পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে ; যখন রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর জনমতকে কতকগুলি স্বার্থান্বেষী দল ইচ্ছামত বিকৃত ক'রে উপস্থিত করছে এবং যখন খাঁটি শ্রমিক প্রতিনিধিদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এ, গুচ্‌কচ্‌ এবং পি, রিয়াবুসিন্‌স্কির সক্রিয় সাহায্য নিয়ে। এই সময় খাঁটি শ্রমিকদের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে দেখা, এবং তা পাঠ করা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। পোট্রেসভ্‌, লেভিট্স্কি, প্লেখানভ এবং এঁদের মত লোক অসাধুভাবে যে সমস্ত প্রচারকার্য্য চালাচ্ছেন, তাকে সর্ব্বহারাশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী এবং অন্তর্জ্জাতিকতার বিরোধী বলা যায়। এদের হাত থেকে আমাদের দেশের শ্রকিকশ্রেণীকে রক্ষা করবার জন্য 'ভোপরোসি স্টাখোভানিয়াকে' মূলনীতি প্রচারের দিক দিয়ে সবরকমে প্রচেষ্টা করতে হবে।"

এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন স্টালিন, এ-মাস্‌লেনিকভ্‌ (যাঁকে পরবর্ত্তীকালে কোল্‌চাক্‌ গুলী ক'রে মেরেছিলেন), এস-স্পাণ্ডারিয়ান্‌, ভেরা স্কুইজার এবং অন্যান্য কয়েকজন নির্ব্বাসিত বন্দী।

স্টালিনের মতে এই পত্রিকাটির প্রধান কর্ত্তব্য হবে মেন্‌শেভিক ও লিকুইডেটারদের সর্ব্বহারা-বিরোধী এবং আন্তর্জ্জাতিকতা-বিরোধী প্রচারকার্য্য থেকে রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করা।

১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে নির্ব্বাসিতদের জার সরকার সামরিক কাজে নিয়োজিত করতে মনস্থ করল এবং স্টালিনকে ক্র্যাস্‌নোইয়ার্‌স্কে পাঠানো হ'ল। যাই হোক, জার সরকার জানত যে, তিনি কিরূপ "বিপজ্জনক" ব্যক্তি। সেইজন্য সৈন্যদলের মধ্যে তাঁকে নেওয়া হ'ল না, কিন্তু বিপ্লবের

সন্ধিক্ষণে তাঁকে আচিন্স্কে নির্ব্বাসিত জীবনের অবশিষ্ট সময় কাটাতে পাঠানো হ'ল। বিপ্লব যখন শুরু হ'ল তখনও তিনি সেখানে ছিলেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের এই পুনরুত্থানের সময় এবং সাধারণভাবে যুদ্ধের সময়ে, স্টালিন, এত দুঃখকষ্টের মধ্যে একটুও দমে না গিয়ে এবং সমস্ত বিপদ অসুবিধা অগ্রাহ্য ক'রে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, লেনিনের সঙ্গে সঙ্গে বল্শেভিক পার্টির সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং বিপ্লব সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগত এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজ চালিয়ে নিয়ে গেলেন। সমস্ত সুবিধাবাদী, সংশয়বাদী, ট্রট্স্কিপন্থী, মেন্শেভিক, লিকুইডেটার এবং সংশয়বাদী কামেনেভের বিরুদ্ধে অনমনীয় শত্রুতামূলক মনোভাবের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন।

যদিও লেনিনের কাছ হতে তিনি বহু দূরে ছিলেন, তবুও মনের দিক দিয়ে তাঁরা সব সময়েই পরস্পরের নিকটে ছিলেন এবং তাঁরা দু'জনেই সর্ব্বহারা শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। এই সময়ে লেনিন ও স্টালিন আগের মতই, রুশিয়ার সর্ব্বহারা শ্রেণীর সম্মুখ বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্যের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন; বৈপ্লবিক চিন্তাশীলতা, বৈপ্লবিক উদ্যম ও বল্শেভিক পার্টির সংগ্রামেরও তাঁরা ছিলেন প্রতীক।

ষষ্ঠ অধ্যায়
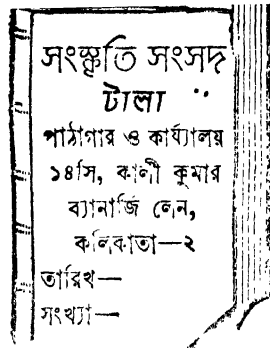
অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য আয়োজন ও সাফল্য

রুশিয়ার ইতিহাসে এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯১৭ সাল এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে দুটি বিপ্লব হয় —ফেব্রুয়ারী মাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার ফলে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং বৃহত্তর অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব যাতে ধনিক ও জমিদারদের অধিকারচ্যুত করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে জার গভর্নমেণ্টের গুলীতে নিহত শহীদদের স্মৃতি উপলক্ষ্যে প্রতিবাদ মূলক ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়ে ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ক্রমশ প্রসার লাভ করে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভে পরিণত হয়, যাতে শুধু শ্রমিকরা নয়, সৈন্য ও নাবিকরাও অংশ গ্রহণ করেছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, পেট্রোগ্রাদের সৈন্যরা শ্রমিকদের উপর গুলী চালাতে অস্বীকার করে এবং জনগণের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করে। এভাবে জারতন্ত্রের পতন অনিবার্য্য হয়ে উঠল। জার-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য, যে সম্বন্ধে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ একাধিক বার লিখেছিলেন এবং লেনিনও লিখেছিলেন ১৮৯০ সালের পর থেকে, তা বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে চালিত

শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা সম্পন্ন হল। যে হিংস্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্লবীদের এক পুরুষের বেশীকাল ধরে প্রাণ দিতে হয়েছিল, অবশেষে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জনগণ তার পতন আনলো।

জেলখানার দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, নির্ব্বাসিত রাজনৈতিকদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল। বলশেভিক পার্টি গোপনতা ত্যাগ করে বেরিয়ে এল এবং এমন এক স্বাধীনতা ভোগ করতে লাগল যা রুশিয়ায় কখনও সম্ভব হয়নি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল, তা সত্বেও শ্রমিক ও কৃষকদের সম্মুখে প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসারের প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন এবং বুর্জোয়া সাময়িক গভর্নমেণ্ট তাদের মিত্র ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করছিল যাতে লেনিন দেশে ফিরতে না পারেন।

১৯১৭ সালের ১২ই মার্চ, স্টালিন সাইবেরিয়া থেকে পেট্রোগ্রাদে এলেন। স্টালিনের প্রত্যাবর্ত্তন সে সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি এসেই বৈপ্লবিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। পেট্রোগ্রাদ কমিটির কার্য্যকলাপে ও সমগ্র পার্টির মধ্যে তাঁর পরিচালনার প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। চরম মুহূর্ত্তের সমস্যাগুলির সমাধান স্টালিন নিজেই দিতেন।

প্রথম প্রশ্ন ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে—যা প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রধান সমস্যা। কুখ্যাত রোমানভ বংশ বিতাড়িত হয়েছে। নূতন রাষ্ট্রশক্তি কিরূপ হবে? কোন্ শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আরো কঠিন ছিল, কারণ সোশাল রেভলিউশনারী ও মেনশেভিকরা বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফলে, দ্বৈত ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিক ও সৈন্যদের

প্রতিনিধি সভা সোভিয়েটের সঙ্গে বুর্জোয়া সামরিক গভর্নমেন্ট স্থাপিত হয়েছে।

এই দ্বৈতশক্তির অস্তিত্বের জন্য, সাময়িক গভর্নমেন্ট থাকার দরুন শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েটের কি কর্তব্য হবে? ১৯১৭ সালের ১৪ই মার্চ "প্রাভদা" পত্রিকা "শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েট" শীর্ষক স্টালিনের এক প্রবন্ধ ছেপে ছিল। এতে তিনি সেই মুহূর্তের কর্তব্য সম্বন্ধে লিখলেন:

"আমরা যে সব অধিকার জয় করেছি, সেগুলো আমাদের আঁকড়ে রাখতে হবে যাতে পুরাতন শক্তিগুলিকে আমরা বিনাশ করতে পারি। প্রদেশগুলির সঙ্গে একযোগে আমাদের রুশ বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।..."

এই বিপ্লবের শক্তির উৎস ছিল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে স্টালিন বলেছিলেন: "রুশ বিপ্লবের শক্তি নিহিত রয়েছে শ্রমিক ও সৈনিকের পোশাক পরা চাষীদের ঐক্যে।" শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধির গঠিত সোভিয়েট হচ্ছে এই ঐক্যের সেতুবন্ধন। এই সোভিয়েট-গুলিকে আরো দৃঢ়তর করতে হবে। এই সোভিয়েটগুলিকে সার্ব্বজনীন করে তুলতে হবে, জনগণের বিপ্লবী শক্তির মুখপাত্র কেন্দ্রীয় শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েটের নেতৃত্বে যুক্ত করে দিতে হবে—এই নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের কাজ করতে হবে। (লেনিন ও স্টালিন, ১৯১৭ সাল)

জনগণ যাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে মুক্তি পায় সেজন্য স্টালিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

১৯১৭ সালের ১৮ই মার্চ প্রাভ্‌দা পত্রিকাতে স্টালিনের "রুশ বিপ্লবে বজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত্তাবলী" নামে এক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এই

প্রবন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী ও তৎকালীন অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, দ্বৈত শক্তির শাসন তুলে দিতে হবে এবং বিপ্লবী শক্তির এক প্রকৃত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে পারে। তিনি বললেন, "শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধিদের জাতীয় সোভিয়েটই এই বিপ্লবী সংগঠনের কাজ গ্রহণ করতে পারে। রুশ বিপ্লবে বিজয়ের এই হচ্ছে প্রথম শর্ত্ত।" এইভাবে এর মধ্যেই তিনি জনগণকে প্রস্তুত করছিলেন যাতে "সোভিয়েটের হাতে সকল ক্ষমতা" এই শ্লোগান তারা গ্রহণ করতে পারে।

এই সময়ে জনগণের সম্মুখে জরুরী প্রশ্ন ছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কি মনোভাব হবে। স্টালিন ১৯১৭ সালের ১৬ই মার্চ 'প্রাভদা' পত্রিকায় "যুদ্ধ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন—"সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলে ফেলে জনসাধারণকে দেখানো দরকার—এই যুদ্ধের পিছনে কি স্বার্থ নিহিত আছে। সেজন্য এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার, যাতে এযুদ্ধই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।"

এই সময়ে প্রশ্ন উঠে জাতীয় সমস্যার সমাধান নিয়ে; রুশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে এই নিয়ে বিশেষ আন্দোলন চলছিল। স্টালিন এই প্রশ্নের বলশেভিক সমাধান দিলেন ১৯১৭ সালের ২৫শে মার্চের 'প্রাভদা' পত্রিকায়, "জাতিগত অযোগ্যতার অবসান" শীর্ষক প্রবন্ধে। এতে তিনি বলেছিলেন: "অবিলম্বে বন্ধনমুক্ত জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই অধিকার আইন সিদ্ধ করতে হবে।" তারপর তিনি জাতীয় সমস্যায় বলশেভিকদের দাবীগুলি, যথা—জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার- বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন।

মেনশেভিক ও সোশাল রেভলিউশনারীরা জমিদার ও ধনিকদের সাহায্য করছিল পুরাতন ভূমিব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য। তারা চাষীদের বলছিল—ভূমি সমস্যার সমাধান গণপরিষদ আহ্বান না করা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হোক; অন্যদিকে তারা গণপরিষদ আহ্বান করাও অনির্দ্দিষ্টভাবে স্থগিত রেখেছিল। ১৯১৭ সালে ১৪ই এপ্রিল স্টালিন প্রাভদা পত্রিকায় "কৃষকের জন্য জমি" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে স্টালিন চাষীদের প্রতি সোশাল রেভলিউশনারী মেনশেভিক ও ক্যাডেটদের এই প্রতারণা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "যতদিন জমিদারেরা নিশ্চিন্তে আছে, ততদিন এরা চাষীর স্বার্থ দেখতে চাইবে না।" তিনি বলেছিলেন:

"তাই আমরা চাষীদের ডেকে বলি, বিশেষ করে সমগ্র রুশিয়ার গরীব চাষীদের, যাতে তারা নিজেদের দাবী সফল করার ভার নিজেদের হাতেই নেয় এবং নিজেরাই এগিয়ে চলে।

"আমরা তাদের আহ্বান করছি—তারা বিপ্লবী কৃষক সমিতি গড়ে তুলুক (জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে), এই সমিতির মারফৎ জমিদারীগুলি বাজেয়াপ্ত করুক এবং উপর থেকে নির্দ্দেশের অপেক্ষা না করে সংঘবদ্ধ ভাবে এই জমিগুলিতে চাষ আরম্ভ করে দিক।

"আমরা তাদের নির্দ্দেশ দিচ্ছি তারা অবিলম্বে এই কাজ শুরু করে দিক গণপরিষদের জন্য অপেক্ষা না করে, বিপ্লবের গতিরোধকারী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী আদেশ উপেক্ষা করে।"

এইভাবে স্টালিন রুশিয়ায় লেনিনের ফিরে আসার পূর্ব্বেই বিপ্লবের প্রধান সমস্যাগুলির বলশেভিক সমাধান দিয়েছিলেন।

সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বলশেভিক নীতির সঙ্গতি রেখে চলা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ছিল, এজন্য যারা বুর্জোয়াদের

সঙ্গে সহযোগের নীতি সমর্থন করত এবং অনির্দিষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব স্থগিত রাখার কথা বলত, তাদের মতবাদের বিরোধিতা করা দরকার ছিল।

স্টালিন সুবিধাবাদীদের এক শক্তিশালী আপোসহীন শত্রু ছিলেন। তিনি শুধু মেনশেভিক, সোশাল রেভলিউশনারী ও ক্যাডেটদের আক্রমণ করলেন না, যে সব নৈরাশ্যবাদী, জুয়াড়ী, কামেনেভ ও তার অনুচরদের মত, বলশেভিক নামে পরিচিত হয়ে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছিল, তাদের তিনি আক্রমণ করেন। স্টালিনই বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির পতাকা উড্ডীন রেখেছিলেন। সেই সময়েই তিনি লেনিনকে টেলিগ্রাম করে তাঁকে অবিলম্বে রুশিয়াই ফিরে আসতে অনুরোধ করলেন।

৩রা এপ্রিল স্টালিন বেলো-ওস্ট্রোভে গেলেন লেনিনকে অভ্যর্থনা করতে। বিপ্লবের দুই নেতা, বলশেভিকদের দুই নেতা বহুকাল অদর্শনের পর মিলিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন। তাঁরা দুজনেই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য সংগ্রামে ও রুশিয়ার বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামের পরিচালনায় ঝাঁপ দেওয়ার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। পেট্রোগ্রাদ যাত্রার পথে স্টালিন লেনিনকে পার্টির অবস্থা ও বিপ্লবের অগ্রগতি সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ দিলেন। ৪ঠা এপ্রিল লেনিন এক সম্মেলনে বক্তৃতা দিলেন। এইখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত "এপ্রিলের খসড়া" পাঠ করলেন যাতে তিনি বিপ্লবকে আরো সফল করে তোলা ও সোভিয়েটের হস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করার কথা বলেন। বিপ্লব-বিরোধী জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ যখন এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে, স্টালিন তাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং লেনিনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করার পরিকল্পনা উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেন।

স্টালিনের জীবনে এবার নতুন অধ্যায় শুরু হল: লেনিনের সঙ্গে

একত্রিত হ'য়ে কাজ করা। ১৯১৭ সালে তিনি যে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। ১৯২৬ সালের ৮ই জুন, টিফ্‌লিসে ট্রান্সককেশিয়া রেলওয়েতে কেন্দ্রীয় মেরামতী কারখানায় শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতাকালে স্টালিন সেই যুগের কথা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বললেন :

"সর্ব্বশেষে আমি ১৯১৭ সালের কথা স্মরণ করছি যখন পার্টির নির্দ্দেশে, আমি বিভিন্ন কারাগার ও নির্ব্বাসন কেন্দ্র ঘুরে লেনিনগ্রাদে এলাম। সেখানে রুশ শ্রমিকদের মধ্যে, সর্ব্বদেশের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু কমরেড লেনিনের সান্নিধ্যে, শ্রমিক ও ধনিক-শ্রেণীর বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মধ্যে আমি প্রথম শিক্ষা পেলাম, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পার্টির নেতার দায়িত্ব কতখানি। সেখানে শোষিত জাতিসমূহের মুক্তিদাতা ও সকল দেশের সকল জাতির শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত—রুশ শ্রমিকদের সান্নিধ্যে এসে আমি বিপ্লবীর তৃতীয় অগ্নিদীক্ষা পেলাম। সেখানেই, রুশিয়ায়, লেনিনের শিক্ষায় আমি বিপ্লবের কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম।"

লেনিনের সঙ্গে একত্রে স্টালিন পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েটের কার্য্যকরী সমিতির সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। লেনিনের সঙ্গে একত্রে তিনি শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েট প্রতিনিধিদের নিখিল রুশ সম্মেলনে বলশেভিক সভ্যদের সভা পরিচালনা করতেন। লেনিনের সঙ্গে একত্রে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হিসাবে পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা' পরিচালনা করেন এবং পরস্পর সহযোগিতায় তাঁরা সংগ্রামের সকল প্রশ্নের সরল সমাধান করতেন।

১৯১৭ সালে বলশেভিকদের এপ্রিল সম্মেলনে স্টালিন জাতিসমস্যা

সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করেন এবং পিয়াটাকভ ও বিপক্ষের অন্যান্য সভ্যের বিরুদ্ধে, তিনি লেনিনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের মতবাদের স্বপক্ষে বিতর্ক চালান।

কামেনেভ্ এই মর্ম্মে প্রস্তাব এনেছিলেন যে, সাময়িক গভর্নমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থার নীতি ত্যাগ করে, এই গভর্নমেণ্টের কার্য্যকলাপ সোভিয়েটের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের দাবী করা হোক। স্টালিন দৃঢ়তার সঙ্গে কামেনেভের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হবে, নিয়ন্ত্রণকারী সোভিয়েট ও নিয়ন্ত্রিত গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটি স্পষ্ট চুক্তি মেনে নেওয়া।

এই সম্মেলনে তাঁর জাতীয় সমস্যা সম্পর্কিত রিপোর্টে পিয়াটাকভ্ প্রমুখ "বামপন্থী"-দের স্টালিন তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেখিয়ে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা উগ্রজাতীয়তাবাদীদের নীতি সমর্থন করছে। তিনি বললেন :

> "এইভাবে জাতি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নলিখিত প্রস্তাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :—(১) জাতি সমূহের বিচ্ছিন্ন হবার দাবী স্বীকার করা (২) কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জাতি সমূহের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (৩) সংখ্যা লঘিষ্ঠ জাতিদের আত্মবিকাশের অধিকার সূচক বিশেষ আইন পাশ করা (৪) রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় শ্রমিকদের জন্যে একক শ্রমিক পার্টি।"
>
> (লেনিন ও স্টালিন, ১৯১৭ সাল)

এপ্রিল সম্মেলনের পর, ১৯১৭ সালের মে মাসে, স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কর্ম্মপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, সেই হতে আজও তিনি সেই পরিষদের সভ্য আছেন।

আমরা জানি, এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি বিপ্লবের পরবর্ত্তী

বিকাশের দিক দিয়ে এবং সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য পার্টির পরবর্ত্তী সংগ্রামের দিকে থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সিদ্ধান্ত সমূহে নির্দ্দেশ ছিল, কি ভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে, বিপ্লবের এই দ্বিতীয় স্তরে রূপান্তরের পথ কি, ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন ও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসাধারণকে তাদের মহৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলার কাজে লেনিন ও স্টালিন অসম্ভব খেটেছিলেন। দিনের পর দিন স্টালিনকে ব্যাপক সংগঠনমূলক কাজ ও প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। জনসাধারণ যে বিরাট ঐতিহাসিক কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হচ্ছিল তা বিবেচনা ক'রে গণশক্তিকে বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে নষ্ট করে দেওয়া ভুল হ'ত। জনসাধারণকে এভাবে সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাদের কার্য্যকলাপে প্রকাশ পায় যে, বলশেভিকদের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এপ্রিল মাসের বিভিন্ন দিনে, 'মে ডে' দিবসে এবং বিশেষ করে ১৯১৭ সালের ১৮ই জুন যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল এই সব।

জুন মাসের বিক্ষোভ সম্পর্কে স্টালিন "প্রত্যেক শ্রমজীবী, পেট্রোগ্রাদের প্রত্যেক শ্রমিক ও সৈনিকের প্রতি" শীর্ষক এক ইশ্‌তেহার রচনা করেছিলেন। এতে তিনি শ্রমিক ও সৈনিকদের আহ্বান করেছিলেন, যেন তারা সেই দিনটিকে "অত্যাচার ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুনরুজ্জীবিত বিপ্লবী পেট্রোগ্রাদের বিরাট বিক্ষোভের দিনে" পরিণত করে। এই ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছিল:

"স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের বিধ্বস্ত ক'রে আগামী কাল বিজয় পতাকা উড়বে।

"তোমাদের ডাক, বিপ্লবী যোদ্ধাদের ডাক সারা পৃথিবীতে

ছড়িয়ে পড়ুক অত্যাচারিত ও পদদলিত জনতার মুখে হাসি ফুটিয়ে।...

"মুজুর ভাইগণ! সৈনিক ভাইগণ! বন্ধুর মত তোমরা হাত মিলাও, সমাজতন্ত্রবাদের পতাকাতলে এগিয়ে চলো!

"বন্ধুগণ, তোমরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো!

"তোমাদের পতাকার নীচে সবাই ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়াও!

"রাজধানীর পথে তোমরা সারে সারে কুচকাওয়াজ ক'রে চলো!"

১৮ই জুনের শোভাযাত্রায়, পেট্রোগ্রাদের ৫ লক্ষ শ্রমিক ও সৈনিক বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লেনিন ও স্টালিনের পতাকার নীচে কুচকাওয়াজ করে চলেছিল।

দ্রুতভাবে বলশেভিকদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে দেখে সাময়িক গভর্নমেণ্ট স্থির করল, বলশেভিক পার্টিকে ভীতি প্রদর্শন করে আত্মগোপন করতে বাধ্য করাবে এবং এজন্য তারা পার্টির বিরুদ্ধে দমননীতি প্রয়োগের অজুহাত খুঁজতে লাগল।

সাময়িক গভর্নমেণ্টের বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াপন্থী নীতির ফলে শ্রমিক ও সৈনিকেরা উত্তেজিত হয়ে ১৯১৭ সালের ৩রা ও ৪ঠা জুলাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। সাময়িক গভর্নমেণ্ট শ্রমিক ও সৈন্যদের উপর পথে গুলি চালাল, 'প্রাভদা' পত্রিকার অফিস ভেঙ্গেচুরে দিল এবং লেনিনের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচার করে' লেনিনকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করল। লেনিনকে বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করতে হ'ল। পার্টির ভিতরে বলশেভিকবাদের যে-সব শত্রু ছিল, তাদের মত ছিল যে, প্রতিক্রিয়াপন্থী বুর্জোয়াদের বিচারালয়ে লেনিনের উচিত বিচারের সম্মুখীন হওয়া। স্টালিন, সের্গো ওর্জোনিকিদ্জে, স্ভের্দলোভ ও লেনিনের অনুরক্ত অন্যান্য বলশেভিকরা লেনিনকে বুর্জোয়া কেরেনেস্কি গভর্নমেণ্ট, উত্তেজিত জমিদার

শ্রেণী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াপন্থী বাহিনীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রাখল।

এই বিপজ্জনক কঠিন মুহূর্তে স্টালিন দৃঢ়ভাবে পার্টিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনের জন্য পরিচালিত করেন।

১৯১৭ সালের ১০ই জুলাই গভর্নমেণ্ট দ্বারা বাজেয়াপ্ত 'প্রাভ্‌দার' পরিবর্তে প্রকাশিত 'রাবোচি ই সোলডাট্' (শ্রমিক ও সৈনিক) পত্রিকায় স্টালিন "প্রতিক্রিয়ার জয়" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেখেন:

"শ্রমিকেরা ভুলবে না, জুলাই মাসের কঠোর দুর্দ্দিনে, যখন উত্তেজিত প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিপ্লবীদের উপর গুলি চালিয়েছিল তখন একমাত্র বলশেভিকপার্টিই শ্রমিককেন্দ্রগুলি থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি।

"শ্রমিকরা একথা ভুলবে না যে, সেই দুর্দ্দিনে সোশালিস্ট-রেভলিউশনারী ও মেনশেভিক এই প্রধান দুই দল সরকার পক্ষে ছিল—যখন শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের উপর আক্রমণ চলছিল এবং তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হ'য়েছিল।

"শ্রমিকরা এই সব কথা মনে রাখবে এবং যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।" (লেনিন ও স্টালিন, ১৯১৭ সাল)

১৯১৭ সালের ২৬শে জুলাই যখন প্রতিক্রিয়াপন্থীরা তাদের বিজয় উৎসব করছিল, সে সময় পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস বস্‌ল। আমরা আগেই জানি, লেনিন আত্মগোপন করায় স্টালিনই এই কংগ্রেসের পরিচালনা করেন এবং এই কংগ্রেসেই সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে পার্টির নীতি স্থির হয়। প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্টালিনই রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি দেখালেন যে, বর্ত্তমানে পার্টির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা বিলোপ করার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং শ্রমিক ও দরিদ্র চাষীদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা।

স্টালিন বল্‌লেন—"শুধু একটা কাজ বাকী : বলপ্রয়োগ করে, সাময়িক গভর্নমেণ্টকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। শ্রমিকরাই দরিদ্র চাষীদের সহযোগিতায় এই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বলপ্রয়োগে।" ('সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস')। তিনি আরো দেখালেন, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে, কি কৃষিতে ও কি শিল্পে, তাই আমাদের বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করছে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে বললেন—"এই বিপ্লব সমাজতন্ত্রী শ্রমিক-বিপ্লবের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে।"

তিনি শ্রমিক-বিপ্লবের শত্রু বুখারিন ও প্রিওব্রাঝেন্‌স্কির তীব্র সমালোচনা করেন। এই সুবিধাবাদীরা কংগ্রেসে বলেছিলেন, রুশিয়া 'প্রথম' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার উপযোগী দেশ নয়। এর জবাবে স্টালিন উত্তর দিয়েছিলেন—"কেবল মাত্র ইয়োরোপই আমাদের পথ দেখাতে পারে, আমাদের এই পুরোনো সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। অন্ধ গোঁড়া মার্কস্‌বাদ ও সৃষ্টিশীল জীবন্ত মার্কস্‌বাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি এই জীবন্ত মার্কস্‌বাদেই বিশ্বাস করি।"

তিনি আরো দেখালেন, ইতিমধ্যেই দ্বৈত শক্তির অবসান ঘটেছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা চলে গেছে। এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। তিনি বললেন : "বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অধ্যায় শেষ হয়েছে; অশান্তিময় যুগ এসেছে—সংঘর্ষ ও সংগ্রামের।"

"গৃহযুদ্ধের ইতিহাস" বইতে ষষ্ঠ কংগ্রেস সম্বন্ধে লেখা হয়েছে-"লেনিনের তেজ, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং তাঁর সরল নির্দেশগুলি কংগ্রেসের কাজে এবং স্টালিনের বক্তৃতায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। বুর্জোয়া গভনমেণ্টের উচ্ছেদ এবং শ্রমিক ও দরিদ্র চাষীদের

ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠা এই জরুরী ও প্রধান কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পার্টিকে সংঘবদ্ধ করে স্টালিন লেনিনেরই নির্দ্দেশ পালন করছিলেন।”

এই সময়ে স্টালিন প্রত্যক্ষভাবে অথবা সের্গো ওর্জোনিকিদ্‌জের মারফৎ লেনিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। স্টালিন তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতেন এবং দৃঢ়ভাবে লেনিনের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে তুলছিলেন।

লেনিনের আত্মগোপন-কেন্দ্রে স্টালিনের যাতায়াত সম্বন্ধে কমরেড আলিলুয়েভ্‌ তার আত্ম-বিবরণীতে লিখেছেন :

“জুলাই মাসে লেনিন ক্ষিপ্ত বুর্জোয়াদের তাণ্ডবনীতি থেকে আত্মগোপন করার জন্য কিছুদিন (৬ই জুলাই থেকে ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত) আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সময় কমরেড্‌ স্টালিন লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমার বাড়ীতে আসতেন। যখন কমরেড্‌ লেনিন (১১ই জুলাই রাত্রে) সেস্‌ট্রোরেট্‌স্ক-এ চলে গেলেন, কমরেড্‌ স্টালিন ও আমি তাঁকে সেস্‌ট্রোরেট্‌স্ক স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলাম। এই স্টেশন তখন বোলশায়া নেভ্‌কার বাঁধের উপর নোভায়া ডেরেভনিয়ায় অবস্থিত ছিল। আমরা দশম রোঝদেস্তভেনস্কায়া স্ট্রীট্‌ থেকে স্টেশন পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা হেঁটে গিয়েছিলাম।

“যখন লেনিন রাজ্‌লিভে ও পরে ফিনল্যাণ্ডে থাকতেন, সে-সময় তিনি মাঝে মাঝে আমার কাছে পত্র দিতেন স্টালিনের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই চিঠিগুলি আমার বাড়ীতে আনা হ’ত এবং সেগুলো তাড়াতাড়ি জবাব দেওয়া দরকার বলে স্টালিন আমার বাড়ীতে ১৭নং রোঝদেস্তভেনস্কায়া স্ট্রীটে আসতেন; আগস্ট মাসে এবং জুলাই মাসে লেনিন যে-ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি সেই ঘরেই থাকতেন।”

শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন ও স্টালিনের নেতৃত্বে পার্টি নির্ভুল পথ গ্রহণ করে চলার ফলে বলশেভিক পার্টির পতাকাতলে সংঘবদ্ধ শ্রমিক, বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকরা ক্রমশ চাষীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল।

১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে জেনারেল কর্নিলভ্ যে-বিদ্রোহ করেছিলেন তা দমিত হ'ল। এই প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতি এবং তার সহযোগীদের দমন করবার জন্য জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার পথে স্টালিনকে প্রধান ভূমিকা নিতে হয়েছিল বলশেভিক পার্টির নেতা হিসাবে।

১৯১৭ সালে ৮ই আগস্ট 'রাবোচি-ই-সোলডাট্' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে স্টালিন গভর্নমেণ্টের প্রতিক্রিয়াশীল মতলব প্রকাশ করেছেন। আগস্ট মাসে মস্কোতে যখন এই বিপ্লব-বিরোধী মন্ত্রী-সভার অধিবেশন হয়, স্টালিন "মস্কো কাউন্সিলের বিরুদ্ধে" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি অগ্রণী কর্ম্মীদের সম্মুখে নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন ঃ

"(১) মন্ত্রী-সভার জন-প্রতিনিধিত্বের মুখোশ খুলে ফেলে তাদের বিপ্লবী-বিরোধী, জনমত-বিরোধী রূপ প্রকাশ ক'রে দেওয়া ;

"(২) মেনশেভিক ও সোশালিস্ট-রেভলিউশনার দল যারা মন্ত্রী-সভাকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে বিপ্লবকে রক্ষা করার নামে, এবং এভাবে রুশিয়ার জনসাধারণকে প্রতারিত করছে—তাদেরও মুখোশ খুলে দেওয়া ;

"(৩) জমিদার ও ধনিকদের মুনাফা রক্ষাকারী এই সব লোকের বিপ্লব-বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভমূলক সভা আহ্বান করা।"

স্টালিন সাবধানবাণী জানালেন—"বিপ্লবের শত্রুরা জানুক যে, শ্রমিকরা নিজেদের প্রতারিত হতে দেবে না, বিপ্লবের যুদ্ধপতাকা তাদের হাত থেকে খসে পড়তে দেবে না।"

"রাবোচি-ই-সোলডাট্" পত্রিকা কেরেনেস্কি গভর্নমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়ার পর ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে "প্রোলেটারী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্টালিন "মস্কো কাউন্সিল কোন্ পথে" শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থী মস্কো কাউন্সিলের বিরুদ্ধে মস্কোর শ্রমিকরা যে-ধর্ম্মঘট করেছিল তার প্রশংসা করেন। তিনি এই বিপ্লব-বিরোধী মন্ত্রী-সভার ষড়যন্ত্র এক এক করে সমস্ত প্রকাশ করে দেন। ১৯১৭ সালের ১৭ই আগস্ট "প্রোলেটারী" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মস্কো কাউন্সিলের কার্য্য-বিবরণী সংক্ষেপে বর্ণনা করে তিনি দেখলেন যে, এই কাউন্সিলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আসনই কায়েম করা হয়েছে।

আমরা জানি, কর্নিলভের বিদ্রোহের ফল অন্যরূপ হয়েছিল। এই বিদ্রোহের ফলে জনসাধারণ বুঝতে পারল, একমাত্র বলশেভিক পার্টিই তাদের জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সোভিয়েটগুলির শক্তিই বিপ্লবার্জ্জিত অধিকারগুলি রক্ষা করতে পারে। সোভিয়েটের নূতন নির্ব্বাচনে বলশেভিকদের জয় হ'ল। "সমগ্র ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে" এই স্লোগান কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল, তা আবার প্রচারিত হ'ল।

এই সময় লেনিন বিদ্রোহে প্রস্তুত হওয়া ও বিপ্লব ঘোষণা করার জন্য অভিমত জানাচ্ছিলেন। "বলশেভিকদের ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে" ও "মার্ক্সবাদ ও বিদ্রোহ" শীর্ষক চিঠিতে তিনি ভীরুস্বভাব কামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্ ও বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র নিন্দা করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিশ্বাসঘাতক কামেনেভ্ এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে সে প্রস্তাব ক'রল—কমিটির প্রস্তাবে লেখা হোক যে, বলশেভিকরা রাজপথে রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিরোধী এবং লেনিনের চিঠিগুলির শুধু একটি ক'রে আপিস কপি রেখে আর সব

পুড়িয়ে ফেলা হোক। স্টালিন কামেনেভের তীব্র নিন্দা করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা পণ্ড করে দেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, লেনিনের পত্রাবলী অবিলম্বে আলোচনা করা হোক এবং সে-গুলোর কপি পার্টির প্রধান প্রধান কেন্দ্রে পাঠান হোক, তাদের পথ-নির্দ্দেশক হিসাবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই সময়ে স্টালিন সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনে রেড্ গার্ড বাহিনী গঠন করা ও শ্রমিকদের অস্ত্র সরবরাহের কাজে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন।

১৯১৭ সালের ১০ই অক্টোবর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্টালিনকে বিদ্রোহের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক পরিষদে গ্রহণ করেন। ১০ই ও ১৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করা ও ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। স্টালিন লেনিনের সঙ্গে একযোগে জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, ট্রট্স্কী ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক সংশয়বাদীদের তীব্র সমালোচনা করে দেখিয়ে দেন যে, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলে বিপ্লবকে পেছিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

১৬ই অক্টোবরের সভায় স্টালিন বললেন: "কামেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্ যা প্রস্তাব করছেন তা মেনে নিলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সংঘবদ্ধ হবার সুবিধা দেওয়া হবে।" তিনি দেখালেন দুই নীতি পরস্পর বিরোধী—এক পথে বিপ্লব অগ্রসর হবে; আর শেষোক্ত পথ হচ্ছে তাদের যারা বিপ্লবে বিশ্বাস করে না এবং শাসকদের বিরোধী পক্ষ হয়ে থাকাই যথেষ্ট মনে করে।" (লেনিন ও স্টালিন, ১৯১৭ সাল)

১৬ই অক্টোবরে, বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় স্টালিনকে বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য পার্টিকেন্দ্রের অধিনায়ক করা হয়।

এই কেন্দ্রই অক্টোবর মাসের সংঘর্ষগুলি পরিচালনা করেছিল। সাময়িক গভর্নমেণ্ট প্রতিক্রিয়াপন্থী সৈন্য পেট্রোগ্রাদে আমদানী করে বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করছিল, কেন্দ্রীয় কমিটি তা ব্যর্থ করে দেয়। কেরেনেস্কি বলশেভিকদের মুখপত্র "রাবোচি পুট"-এর (শ্রমিকের পথ) বন্ধ করার আদেশ জারী করে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। স্টালিন রেড্ গার্ড ও সৈন্যদের সাহায্যে এক আত্মরক্ষাবাহিনী গঠন করেন, যার ফলে এই পত্রিকার প্রকাশে বাধা হয় নি।

২৪শে অক্টোবর (৬ই নভেম্বর), বেলা ১১টার সময় "রাবোচি পুট" পত্রিকা আহ্বান জানালো—"সাময়িক গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদ চাই", অবিলম্বে বিদ্রোহের ভারপ্রাপ্ত পার্টিকেন্দ্রের আদেশে বিপ্লবী সৈন্যের ছোট ছোট বাহিনী ও রেড গার্ডরা স্মোল্নী প্রাসাদে সমবেত হ'ল।

বিদ্রোহ তখন শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই দিনই লেনিন তাঁর "কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের প্রতি" শীর্ষক পত্রে লেখেন :

"আজ এই সন্ধ্যায়, এই রাত্রের মধ্যে আমরা সকল ক্ষতি সহ্য করে গভর্নমেণ্টের পরিচালকদের গ্রেপ্তার করব,—প্রথমে প্রতিক্রিয়াশীল সেনানীদের নিরস্ত্র করে (প্রয়োজন হলে তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে);

"আমরা আর অপেক্ষা করবো না! তাহোলে আমাদের হয়ত সব হারাতে হবে।

"এই ব্যাপার আজ রাত্রের মধ্যে যেমন করে হোক সম্পন্ন করতে হবে।

"যদি আমরা বিলম্ব করি, কাল আমরা সব হারাতে পারি—কিন্তু আজ আমরা জয়ী হতে পারব,—এই অবস্থায় দেরী করলে ইতিহাস বিপ্লবীদের এই দীর্ঘসূত্রিতার জন্য ক্ষমা করবে না।

"গভর্নমেণ্টের আসন টলমল করছে। একে যে কোনো উপায়ে ধ্বংস করতে হবে।

"এখন কাজে বিলম্ব করা বিপজ্জনক।" (লেনিন ও স্টালিন : ১৯১৭ সাল)

সেইদিন স্টালিনও 'রাবোচি পুটে' "আমাদের কি প্রয়োজন" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন—

"এমন সময় এসেছে যে আর বিলম্ব করা বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। "জমিদার ও ধনিকদের দ্বারা চালিত বর্ত্তমান গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদ এনে চাষী-মজুরের নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।" (লেনিন ও স্টালিন- ১৯১৭ সাল)

সেই রাত্রে লেনিন স্মোল্‌নী প্রাসাদে উপস্থিত হলেন এবং স্টালিনের সঙ্গে একযোগে বিপ্লবী সেনাবাহিনী পরিচালনা করলেন।

২৫শে অক্টোবর প্রভাতে (৭ই নভেম্বর) রাষ্ট্রের ক্ষমতা এল শ্রমিক ও দরিদ্র চাষীদের হাতে।

২৭শে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর) লেনিন ও স্টালিনের নেতৃত্বে প্রথম চাষী-মজুরেব গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

সোভিয়েটের সম্মেলনে গণ-প্রতিনিধিদের নিয়ে যে মন্ত্রী-সভা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল তার নীচে স্বাক্ষর ছিল—"মন্ত্রী-সভার সভাপতি—ব্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন); জাতি-সমস্যার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—জে, ভি, দ্যুগাসভিলি (স্টালিন)।"

অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক-বিপ্লব জয়ী হ'ল। মানব ইতিহাসে এক নতুন যুগ প্রবর্ত্তিত হ'ল—সমাজতন্ত্রের যুগ। শ্রমিক আন্দোলনে সোশাল ডেমোক্রাসির দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক আধিপত্য শেষ হ'ল—এসে পড়্‌লো লেনিনবাদ ও বিপ্লবী তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংঘের যুগ।

সেই বিরাট-ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এসে পড়ল। যে লক্ষ্যের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নেতারা সংগ্রাম করছিলেন, তা সফল হ'ল। মানবতার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হ'ল, পৃথিবীর একষষ্ঠ ভাগে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হ'ল।

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের সময়, বলশেভিক পার্টির সভ্য-সংখ্যা আড়াই লক্ষের বেশী ছিল না। কিন্তু তাদের পিছনে বহু লক্ষ নর-নারীর সমর্থন ছিল, যারা যুগ যুগ পুঞ্জীত, বিপ্লবী সংগ্রামের প্রেরণা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা স্থির বিশ্বাস নিয়ে জয়ের দিকে অগ্রসর হ'ল এবং তাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হ'ল—কারণ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক বিপ্লবের জয়োদ্ধত পতাকা যারা আগে আগে বহন করে চলেছিলেন—তারা বিপ্লবী সংগ্রামের দুই অভিজ্ঞ যোদ্ধা, দুই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—লেনিন ও স্টালিন।
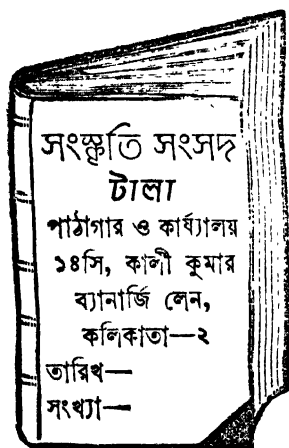
সপ্তম অধ্যায়

সোভিয়েট সরকারের প্রথম কয়েক বছর

আমরা দেখেছি যে, প্রথম বিপ্লবের সময়ে পরবর্ত্তী প্রতিক্রিয়ার যুগে, আবার বৈপ্লবিক পুনরুত্থানের সময় এবং সর্ব্বহারাশ্রেণীর ক্ষমতা অধিকার করার সময়—স্টালিন কত বিরাট শক্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছিলেন। কিন্তু সর্ব্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার যুগেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, যখন অধিকৃত রাষ্ট্র-শক্তিকে রক্ষা করা এবং অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন ছিল খুব বেশী এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনীর মধ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করাও প্রয়োজন ছিল।

স্টালিন তাঁর প্রবন্ধ "অক্টোবর বিপ্লব ও জাতি-সমস্যা"-তে ("প্রাভ্দা" ৬ই নভেম্বর, ১৯১৮), অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

"অক্টোবর বিপ্লবের বিরাট আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব রয়েছে এইগুলোর মধ্যে :

"(১) জাতি-সমস্যার প্রশ্নকে এই বিপ্লব আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশেষ একটি জাতির অপর একটি জাতিকে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যাকে, সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের কবল

থেকে নিপীড়িত সমস্ত জাতিকে, উপনিবেশকে এবং অর্দ্ধ উপনিবেশকে মুক্ত করার সমস্যাতে রূপান্তরিত করেছে।

"(২) স্বাধীনতা অর্জ্জনের বিরাট সম্ভাবনা এই বিপ্লব প্রকাশ ক'রে দিয়েছে এবং তার জন্য অভ্রান্ত পথও দেখিয়ে দিয়েছে; এবং এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয় সংগ্রামের জন্য একই পতাকাতলে সমবেত ক'রে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে তাদের সাহায্য করেছে;

"(৩) এইভাবে এই বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্যদেশ এবং শৃঙ্খলিত প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করেছে,—বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবের নূতন এক ব্যূহ রচনা করেছে,—পশ্চিমের সর্ব্বহারা-শ্রেণী হতে আরম্ভ ক'রে রুশ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলিকেও আহ্বান জানিয়েছে।

"বাস্তবিক পক্ষে এর থেকেই বোঝা যায়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির শোষিত শ্রমিকশ্রেণী রুশিয়ার সর্ব্বহারাশ্রেণীর প্রতি বর্ত্তমানে কেন এই অপরিমেয় আগ্রহ দেখাচ্ছে।

"এর থেকে এও বোঝা যায়, কেন বিশ্বের ধনতান্ত্রিক দস্যুরা আজ সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে পাশবিক প্রচণ্ডতার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে।"

বাস্তবিক পক্ষে, এই অক্টোবর বিপ্লবই সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত ধনতান্ত্রিক জগতকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে এবং আক্রমণ করতে ডেকে এনেছিল।

লেনিন, স্টালিন এবং সমগ্র বলশেভিক পার্টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী তার অধিকারচ্যুত ক্ষমতাকে ফিরে পাবার জন্য সশস্ত্রভাবে এবং তার আয়ত্তাধীন প্রত্যেকটি সুযোগের

সাহায্য নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। একথাও তাঁরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হ'লে, স্বদেশীয় এবং বৈদেশিক বিপ্লব-বিরোধীদের আক্রমণে বাধা দিতে হ'লে এবং বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ দাবিয়ে রাখতে হ'লে,—নবজাত রাষ্ট্রের একটি শক্তিশালী অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী—"লাল ফৌজ" অবশ্যই গঠন করতে হবে।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একেবারে প্রথম অবস্থা থেকেই লেনিন ও স্টালিনের ওপর ভয়ানকভাবে কাজের চাপ পড়তে লাগল। বিপ্লবের যোদ্ধা-বাহিনীর প্রধান কার্য্যালয় হ'ল পেট্রোগ্রাদের স্মোল্‌নী ইন্‌স্টিটিউট এবং এখানে লেনিন, স্টালিন, দ্‌ঝের্‌ঝিনস্কি এবং স্‌ভের্দলোভকে প্রায়ই একেবারে না ঘুমিয়ে দিবারাত্র কাটাতে হত।

এর কিছু পরে, স্টালিন তাঁর "সর্ব্বহারা একনায়কত্বের তিন বৎসর" প্রবন্ধে এই সময়ের কথা লিখেছেন :

"২৪শে অক্টোবর তারিখ ... কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে আমাদের বলশেভিক পার্টির ছোট্ট একটি দল শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের দ্বিতীয় কংগ্রেসের হাতে সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করলাম—আমাদের হাতে তখন ছিল পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েট (তখন এটা ছিল বলশেভিক), ছোট্ট একটি রেড-গার্ড দল ও কমিউনিস্ট পার্টি,—তার সভ্যসংখ্যা তখনও অত্যন্ত অল্প এবং তখনও তা ঐক্যবদ্ধ হয়নি। ... এই অবস্থায় আমরা বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের পরাস্ত ক'রেছিলাম।"

কেমন ক'রে লেনিন এবং স্টালিন পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরিশ্রম করেছিলেন, কেমন ক'রে স্টালিন ১৯২৪

সাল পর্য্যন্ত লেনিনের সঙ্গে এবং লেনিনের মৃত্যুর পর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারূপে সমস্ত পার্টির সহযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের কাজ চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কেমন ক'রে দৃঢ়ভাবে একে রক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভার সমস্ত শক্তি, ইচ্ছা এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে স্টালিন সমাজতান্ত্রিক, সোভিয়েট দেশকে কেমন ক'রে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন, তা' নিয়ে বড় বড় বই লেখা যায়। একদিন নিশ্চয়ই এরকম বই লেখা হবে।

এই রকম রাষ্ট্র-গঠনের কাজে কোনো অতীত অভিজ্ঞতার 'সাহায্য' নেওয়ার উপায় ছিল না। প্যারিস্ কমিউন থেকেও কোনো শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছল না—কেননা এটা অত্যন্ত অল্প কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। সুতরাং সমস্তই একেবারে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হ'ল; নূতন এক সর্ব্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হল এবং রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে হ'ল।

যখন ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বলশেভিকরা অস্ত্রধারণ করল, তখন তারা ভালভাবেই বুঝেছিল, কি বিরাট এক কাজ তারা আরম্ভ করছে।

মার্ক্সীয় বিজ্ঞান বল্‌শেভিকদের নূতন ও জটিল পরিস্থিতিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে সাহায্য করেছিল, সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা দিয়েছিল এবং রাষ্ট্র-গঠনের কাজে মোটামুটিভাবে প্রথম একটা কর্ম্মসূচী নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিল। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নূতন এক জগতের সৃষ্টি কার্য্যে প্রভূতভাবে তাদের সাহায্য ক'রেছিল। প্রতি-বিপ্লবী বুর্জোয়াদের অসংখ্য আক্রমণকে এবং পুঁজিপতি ও জমিদারদের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য ধ্বংসকার্য্য এবং সামরিক কার্য্যকলাপের সকল প্রচেষ্টাকে বাধা দিতে হ'ল।

এই নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাজে স্টালিন এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে বহু নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছিল, যার নজির এর আগে কোথাও ছিল না। যেমন, বলা যেতে পারে, জাতি সমস্যা সম্পর্কে পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়েটের মত কোনো প্রতিষ্ঠানের কথা ইতিহাসে এতদিন শোনা যায়নি এবং কিছুকাল পরে গঠিত "পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়েট অফ্‌ দি ওয়ার্কার্স্‌ এণ্ড পেজেণ্টস্‌ ইন্সপেক্টোরেট" সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই দুই কমিসারিয়েটের ভারই স্টালিনের হাতে দেওয়া হ'ল।

অল্পদিন স্থায়ী প্যারিস্‌ কমিউনের কথা আমরা যদি বাদ দিই, তাহলে মানুষের ইতিহাসে সর্ব্বহারাশ্রেণীর রাষ্ট্রের এবং সর্ব্বহারা-একনায়কত্বের আদর্শ সম্পূর্ণ অভিনব। লেনিন এই এক-নায়কত্বের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, "এটা এমন একটা শক্তি, যাকে সামরিক কার্য্যকলাপের জন্য, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য, পুরোনো সমাজের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে দমন করার জন্য এবং একটি নূতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করার জন্য সমানভাবে কাজে লাগানো যায়।" বাস্তবিকপক্ষে, বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বল্‌শেভিকরা চরম প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের সম্মুখীন হ'তে হ'ল—শাসন বিভাগে, সংগঠন বিভাগে, সামরিক ও অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক, প্রচার ও আন্দোলন বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বিভাগ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কাজ করতে হ'ল। সঠিকভাবে মূলনীতির প্রয়োগে এগিয়ে চলার পথকে আলোকিত করার প্রয়োজন ছিল; "রাবোচি পুটে" স্টালিনের প্রবন্ধগুলির পথপ্রদর্শক হিসাবে অপরিমেয় মূল্য ছিল, এবং সোভিয়েট সরকারের অনুজ্ঞাগুলোও কম মূল্যবান ছিল না। রুশিয়ার জনসাধারণের

অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র ১৯১৭ সালের ২রা (১৫ই) নভেম্বর প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং তাতে লেনিন ও স্টালিন যুক্তভাবে স্বাক্ষর করেছিলেন; এবং ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েটগুলির তৃতীয় নিখিল রুশ কংগ্রেসে গৃহীত নির্য্যাতিত ও শোষিত জনসাধারণের অধিকারের ঘোষণাপত্রটি স্টালিনের সহযোগিতায় লেনিন রচনা ক'রেছিলেন। "পুটিলোভ কারখানা" এবং অপর কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করার অনুজ্ঞাপত্র স্টালিনের স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল; পিপ্‌ল্‌স্‌ কমসারিয়েটের কাউন্সিলে লেনিনের প্রতিনিধি স্বরূপ স্টালিন এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন।

এই একই সময়ে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জিনোভিয়েভ্‌, কামেনেভ্‌, রাইকভ্‌ এবং অন্যান্য কয়েকজন যাঁরা এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে পলায়ন করে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন—তাদের বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ভাবে সংগ্রাম চালানোর প্রয়োজন ছিল। এই সমস্ত জঘন্য কাপুরুষেরা বিপদের পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং বুর্জোয়া, মেন্‌শেভিক এবং সোশালিস্ট রেভলিউশনারীদের সাহায্য করাই ঠিক করলেন। লেনিনের সঙ্গে একযোগে স্টালিন বিপ্লবের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।

এই সংগ্রাম দুই রণাঙ্গণের সংগ্রামে রূপান্তরিত হ'ল। কেননা এই সময়েই তথাকথিত "বামপন্থী কমিউনিস্ট, যারা তখন ট্রট্‌স্কিপন্থী এবং "লেফ্‌ট্‌ সোশালিস্ট রেভলিউশানারী"দের সঙ্গে একযোগে সোভিয়েট সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রভূত ক্ষতি সাধন করছিল—তাদেরও মুখোশ খুলে দেওয়া অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল।

তখনকার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যত শীঘ্র সম্ভব চরম শান্তির প্রতিষ্ঠা করা। ক্ষমতা জয় করার কাজ আরম্ভ ক'রে বল্‌শেভিক

পার্টি জনসাধারণকে—শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য, এবং নাবিকদের তাড়াতাড়ি শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবীর পিছনে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। চার বছরের যুদ্ধে দেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। চরম মূল্য দিয়েও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজন ছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত জনসাধারণের কথা কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। বিশ্ব-বিপ্লবের দুর্গ সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং সুদৃঢ় করা সম্বন্ধে অবিচলিত লক্ষ্য নিয়ে স্টালিন ও লেনিন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধ থেকে "বিশ্রাম" নেওয়া কতখানি অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়েছে এবং যত সংক্ষিপ্ত কালের জন্যই হোক, যে-কোনো মূল্য দিয়ে তা' অর্জ্জন করতেই হবে। সেইজন্যই যত শীঘ্র সম্ভব শান্তি স্থাপনের ওপর তাঁরা বার বার জোর দিতে লাগলেন।

সোভিয়েট সরকার বিশ্বের সমস্ত জাতিকে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রতিষ্ঠা ক'রে যুদ্ধ শেষ করার জন্য আহ্বান জানাল। কিন্তু ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকান্ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। সুতরাং জার্মানীর সঙ্গে ভিন্নভাবে সন্ধি-স্থাপন ক'রে যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া ছাড়া সোভিয়েট রুশিয়ার অন্য উপায় ছিল না। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সন্ধি-শর্ত্ত যদিও সোভিয়েট রুশিয়ার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক ছিল তবুও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যে-কোনো মূল্যে সন্ধি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বামপন্থী কমিউনিস্ট এবং ট্রট্স্কিপন্থীরা শান্তি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের দলের পাণ্ডারা—ট্রট্স্কি, বুখারিন্, পিয়াটাকোভ্ এবং র‍্যাডেক—এঁরা সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য, ট্রট্স্কির নেতৃত্বে একটি নূতন সরকার গড়ে তোলার জন্য এবং লেনিন, স্টালিন ও বল্‌শেভিক পার্টির কমিউনিজমে

বিশ্বাসী অন্যান্য নেতাদের ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করার জন্য বল্‌শেভিক পার্টির শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেও দ্বিধা করেননি। লেনিন, স্টালিন, স্ভের্দলোভ এবং অন্যান্য শান্তি-প্রচারকদের বিরুদ্ধে কামেনেভ্, জিনোভিয়েভ, ট্রট্স্কি, এবং "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" প্রচণ্ডভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেওয়ার কাজ সমর্থন করতেও পেছ্‌পা হয়নি।

স্টালিন "বিরোধীদের সম্বন্ধে" প্রবন্ধে বলেছেন :

"বল্‌শেভিকদের মধ্যে পার্টির ভিতর বিরোধ কখনও এত ভীষণ অবস্থায় আসেনি যেমন এসেছিল ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক সন্ধি স্থাপনের সময়ে।"

১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ট্রট্স্কিপন্থী ও "বামপন্থী কমিউনিস্টদের" আক্রমণ করার ব্যাপারে স্টালিন লেনিনের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি বললেন : "যুদ্ধ থেকে হয় মুক্ত হতে হবে, নইলে বিপ্লবের পরাজয় বরণ ক'রে নিতে হবে।" তিনি আরও বললেন : "সমস্যাটি দাঁড়াচ্ছে এই রকম— হয় আমাদের বিপ্লবের পরাজয় ঘটবে এবং ইয়োরোপের বিপ্লব শৃঙ্খলিত হবে, আর না হয় আমরা যুদ্ধ থেকে মুক্ত হব এবং আমাদের শক্তি আরও দৃঢ় করব।"

লেনিন, স্টালিন, স্ভের্দলোভ এবং লেনিনের প্রতি বিশ্বস্ত অন্যান্য বল্‌শেভিকদের দৃঢ়তার জন্যই "বামপন্থী কমিউনিস্টরা" পরাজিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির বেশীর ভাগ সভ্যই লেনিন ও স্টালিনকে সমর্থন ক'রেছিলেন। পার্টিও সেই পথই অনুসরণ ক'রেছিল এবং এই কাজ ক'রে ঠিক পথই বেছে নিয়েছিল,—যদিও ব্রেস্ট-লিটোভ্স্ক

সন্ধির শর্ত্ত অত্যন্ত অপমানজনক ছিল এবং "বিপজ্জনক সন্ধি" নামে এক প্রবন্ধে লেনিন এর সম্বন্ধে এই সন্ধিতে স্বাক্ষর করার পরদিন লিখেছিলেন:

"সন্ধির শর্ত্তগুলি অসহনীয়ভাবে কঠোর...আমাদের সংগঠনের কাজ ক'রে যেতে হবে, কেবলই ক'রে যেতে হবে। সমস্ত পরীক্ষার অবসান হবে, ভবিষ্যত আমাদেরই পক্ষে।"

জাতীয় রিপাবলিকগুলির সংগঠনের কাজে, তাদের মধ্যে যে-সমস্ত জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তার সমাধানের কাজে এবং মার্ক্‌স্-লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্টি এবং সমস্ত পৃথিবীর কাছে জাতীয় নীতি ব্যাখ্যা করার কাজে এই সময়ে এবং পরবর্ত্তীকালে সোভিয়েট সরকারকে বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সাধন করতে হয়েছিল। সমস্ত কংগ্রেস, সম্মেলন এবং সভাতেই জাতীয় সমস্যার অপরিবর্ত্তনীয় রিপোর্টার ছিলেন স্টালিন। তিনিই জাতীয় সমস্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তপত্রগুলি রচনা ক'রেছিলেন এবং আর, এফ, এস, আর, এস, অর্থাৎ রুশ সোভিয়েট ফেডারেটিভ্ সোশালিস্ট রিপাবলিক-এর প্রথম গঠনতন্ত্রের খসড়াও তিনিই তৈরী ক'রেছিলেন।

১৯১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল লেনিনের প্রস্তাব অনুযায়ী ইউক্রেনিয়ান্ 'রাডা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্য আর, এস, এফ্, এস্, আর এর সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন দূত হিসাবে স্টালিন নিযুক্ত হলেন। ইউক্রেনিয়ান্ 'রাডা' হ'ল একটা বুর্জোয়া সরকার যারা আক্রমণকারী বিদেশী-শক্তি, মেন্‌শেভিক ও সোশালিস্ট রেভলিউশনারীদের সাহায্যে ইউক্রেনে ক্ষমতা দখল করেছিল। যখন এই ইউক্রেনিয়ান রাডা ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধল, তখন স্টালিনকে ইউক্রেনে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সেখানে গিয়ে তিনি রাডার প্রকৃত রাজনৈতিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত

ক'রে দিলেন। এটা তখন দালালির কাজ করছিল ; এদিকে বুর্জোয়া ও অন্যদিকে শ্রমিক ও কৃষক, উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছিল। বল্‌শেভিক পার্টি বুর্জোয়াদের সঙ্গে অধিকার ভাগ ক'রে নেয়নি, তাদের উচ্ছেদ সাধন করেছিল। স্টালিন চমৎকারভাবে পার্টির অভিপ্রায় সিদ্ধ করলেন এবং এই সময়ে রাডার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের জনসাধারণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করলেন। বেলো-রুশিয়াতে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারেও তিনি এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

তাতার-বস্‌খির রিপাব্লিকের গঠনতান্ত্রিক কংগ্রেসের আয়োজন স্টালিন ক'রেছিলেন এবং এই কংগ্রেসে তিনিই ছিলেন সভাপতি। এই সভাতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ১৯১৮ সালের ১০ই মে "প্রাভ্‌দায়" তা' প্রকাশিত হ'য়েছিল ; তাতার ও বস্‌খির জনসাধারণ এবং প্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম জাতিগুলির কাছে নিম্নলিখিত আবেদন জানিয়ে তিনি তার উপসংহার করেছিলেন :

"এই স্বায়ত্ব-শাসিত গণতন্ত্রটি যেন প্রাচ্যের মুসলিম জাতিগুলির কাছে উজ্জ্বল আলোক হিসাবে কাজ করে এবং শোষণের হাত থেকে তাদের মুক্তি পাবার পথকে আলোকিত করে রাখে।"

মেন্‌শেভিক, ডাসনাক, মুসাবাটিস্ট * এবং জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে

* মুসাবত্‌—মুসলমান গণতন্ত্রী পার্টি, ১৯১২ সালে আজেরবাইজানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা ধনতন্ত্রবাদী, তুর্কী সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় নিকট-প্রাচ্যের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ক'রতে চেয়েছিল। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে জারকে এরা সমর্থন ক'রেছে। ১৯১৮ সালে বাকু কমিউনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রেছে। ১৯২০ সালে ডেনিকিনকে সাহায্য করেছে।

সংশয়বাদী যারা বল্‌শেভিক পার্টির মধ্যে কোনরকমে মাথা গলাতে সমর্থ হয়েছিল—এদের হাত থেকে ট্রান্সককেশিয়ার জাতিগুলিকে মুক্ত করার ব্যাপারেও স্টালিনের ভূমিকা কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

সোভিয়েট রিপাব্লিকের বিরাট সাফল্যের এই যুগে যাকে লেনিন আখ্যা দিয়েছিলেন, "সোভিয়েট শক্তির জয়যাত্রা," সেই যুগে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই কাজে সোভিয়েট সরকার গুরুতর বিঘ্নের সম্মুখীন হ'ল। সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দিল খাদ্য-সমস্যা। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে যখন বল্‌শেভিকরা প্রথম ক্ষমতা অধিকার করল, তখন লেনিনগ্রাদে মাত্র দুইদিনের খাদ্য মজুত ছিল এবং প্রত্যেক গুদামে ও খাদ্যভাণ্ডারে প্রবলভাবে অনুসন্ধানে স্টালিন দশ দিনের মত রুটি সরবরাহ-ব্যবস্থা ক'রতে সক্ষম হলেন। রায়াবুসিন্‌স্কি এবং তাঁর মত অপর কয়েকজন "ভদ্রলোক" ভয় দেখিয়েছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের বিশীর্ণ হস্ত দিয়েই তাঁরা বিপ্লবকে গলা টিপে মারবেন, তা নিছক ফাঁকা আওয়াজ মাত্র ছিল না।

সুতরাং খাদ্য সরবরাহ সুসংগঠিত পথে পরিচালিত করার কাজে স্টালিনকে ব্যাপৃত দেখা গেল। ১৯১৮ সালের ২৯শে মে তারিখে লেনিনের স্বাক্ষরিত কাউন্সিল্ অফ্ পিপ্‌ল্‌স্ কমিসার্স-এর এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে—"পিপ্‌ল্‌স্ কমিসার জোসেফ ভিসারিয়োনোভিচ্ স্টালিন, কাউন্সিল অফ্ পিপ্‌ল্‌স্ কমিসার্স-এর একজন সদস্য, কাউন্সিল অফ্ পিপ্‌ল্‌স্ কমিসার্স-এর দক্ষিণ রুশিয়ার খাদ্যব্যবস্থার ডিরেক্টর জেনারেল কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হ'য়েছেন।"

এর থেকে বোঝা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে "রুটির জন্য সংগ্রাম" আরম্ভ হয়েছিল, কারণ প্রতিক্রিয়াপন্থী শ্বেতরক্ষীদল সবচেয়ে উর্ব্বর অঞ্চল-গুলোকে রুশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছিল। স্টালিন যখন খাদ্য-

ব্যবস্থার কাজ হাতে নিলেন, তার কিছুদিন পরেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী দিয়ে খাদ্যশস্য উদ্ধার করতে হবে। ১৯১৮ সালের ২৩শে মে, লেনিনের সঙ্গে এক টেলিফোন বার্তায় স্টালিন বল্‌লেন ;

"উত্তর ককেশাসে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে তা' পাঠানো যাবে না, কারণ রেলপথ কেটে দেওয়া হ'য়েছে। যতদিন না রেলপথ আবার ঠিক ভাবে বসানো হয়, ততদিত খাদ্যশস্য স্থানান্তরে প্রেরণ করার কথা উঠ্‌তেই পারে না। সামারা ও সারাটভ্ প্রদেশে একটা অভিযাত্রী দলকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু পরবর্ত্তী ক'য়েকদিনের মধ্যে আপনার কাছে খাদ্যশস্য পাঠানো সম্ভব্ হবে না। দশ দিনের মধ্যে রেলপথ ঠিক ক'রে নিতে পারব বলে আমরা আশা করছি। যতটা পারেন অপেক্ষা করুন ; মাংস এবং মাছ বিতরণ করুন, এগুলো আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাঠাতে পারি। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হবে।"

কয়েকদিন পরেই স্টালিন লেনিনকে এই মর্ম্মে তার করলেন :

"আপনাকে ১৬০ খানা গাড়ী ভর্ত্তি খাদ্যশস্য এবং ৪৬ খানা গাড়ী বোঝাই মাছ এই পথে পাঠানো হচ্ছে। বাকীটা সারাটভের পথে পাঠানো হবে।"

এই রকম অবস্থার মধ্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাকে সংগঠিত করে তুল্‌তে হ'য়েছিল। ডন্ অঞ্চলে একটি প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং জারিৎসিন (এখন স্টালিনগ্রাদ)-এর ওপর অনেকখানি সামরিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল। কুলাকরা (ধনী চাষীরা) যারা শ্রমিক জনসাধারণের ভীষণ শত্রু,—দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি ক'রে সোভিয়েট সরকারের শ্বাসরোধ করার জন্য প্রত্যেক জায়গায় বিদ্রোহের সৃষ্টি করছিল। অবস্থা আরও জটিল হ'য়ে দাঁড়াল যখন কুলাক পার্টি—

"বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভলিউশনারীরা—১৯১৮ সালের জুলাইয়ের প্রারম্ভে মস্কোতে বিদ্রোহ আরম্ভ করল।

জারিৎসিনের "বামপন্থী" সোশালিস্ট রেভলিউশনারীদের সম্ভাবিত কার্য্যক্রম সম্বন্ধে লেনিনের কাছ হ'তে এক চিঠি পেয়ে স্টালিন উত্তর দিলেন :

> "নিশ্চিন্ত থাকুন যে, এই রোগগ্রস্ত উন্মাদ লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের হাত কখনও কাঁপবে না। শত্রুর সঙ্গে আমরা শত্রুর মতই ব্যবহার করব।"

খাদ্য-সরবরাহের সংগঠনের কাজে স্টালিন যা করেছিলেন, তা' করার মত অন্য কোনো লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হ'ত এবং জারিৎসিনে তাঁকে পাঠানোর ওপর লেনিন খুব গুরুত্ব আরোপ করলেন। "সমস্ত শ্রমিক-জনসাধারণের কাছে" কাউন্সিল অফ্ পিপ্ল্স্ কমিসার্স-এর এক ঘোষণাপত্রে বলা হ'ল :

> "প্রতি-বিপ্লবীদের দ্বারা সাইবেরিয়া রেলপথের কতকগুলি সংযোগ-স্থল দখল করার পর অবশ্যই বুভুক্ষ জনসাধারণের খাদ্য-ব্যবস্থা আরও বিপর্য্যস্ত হবে। কিন্তু রুশ, ফরাসী, ব্রিটিশ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ক'রে বিপ্লবকে দাবিয়ে রাখতে কিছুতেই পারবে না। উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে শীঘ্রই সাহায্য এসে পৌছবে। পিপ্ল্স্ কমিসার স্টালিন, যিনি এখন জারিৎসিনে রয়েছেন এবং সেখানে থেকে ডন্ এবং কুবান অঞ্চল হ'তে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন, আমাদের তার ক'রে জানিয়েছেন যে, তাঁর কাছে প্রচুর খাদ্য শস্য আসছে এবং সেগুলো এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার আশা করেন।"

স্টালিন দেখলেন সৈন্যবাহিনীতে ট্রট্স্কি কতখানি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ

এবং মারাত্মক নীতি নিয়ে কাজ করছেন। সৈন্যবাহিনীতে এই ভয়াবহ অবস্থার কথা তিনি লেনিনকে জানালেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ট্রট্স্কি সন্দেহজনকভাবে কাজ করছেন যা স্পষ্টতই শ্বেত-রক্ষী ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সাহায্য করছে। তিনি দাবী করলেন যে, ট্রট্স্কির হাত হ'তে সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়ে নেওয়া হোক্। লেনিন স্টালিনের ওপর চরম বিশ্বাস রাখতেন। এর পর লেনিন "শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলগুলিকে নিয়মিত বাহিনীতে সংগঠিত ক'রে সুদৃঢ় করার জন্য এবং সমস্ত বিদ্রোহীদের বরখাস্ত ক'রে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থার জন্য স্টালিনের ওপর ভার দিলেন।" (ভরোশিলভ—স্টালিন ও লাল ফৌজ)। দক্ষিণ রণাঙ্গনের বিপ্লবী-সংসদের পরিচালনার ভার স্টালিনের হাতে এল এবং অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে তিনি সৈন্যদলকে পুনর্গঠন করতে, উপযুক্ত ডিভিসন, ব্রিগেড ও রেজিমেণ্ট সৃষ্টি করতে, সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করতে এবং সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণ উভয়ের ভেতর থেকেই বিপ্লব-বিরোধীদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হলেন। এই বিরাট কর্ত্তব্য সাধনে ভরোশিলভ্, কিরভ, ওর্জোনিকিদ্জে, বুদিয়েনি, শ্চাডেঙ্কো এবং মেখ্লিস্ স্টালিনকে বিশ্বস্তভাবে সাহায্য ক'রে সমর্থন ক'রেছিলেন।

ট্রট্স্কির কাছ হতে এক লিখিত নির্দ্দেশপত্র পাবার পর যা স্টালিনের নীতির বিরোধী ছিল, তিনি লিখ্লেন : "এই নির্দ্দেশ মানা হবে না।" স্টালিনের অনুসৃত দৃঢ় এবং অভ্রান্ত নীতির ফলেই জারিৎসিন রণাঙ্গনকে দৃঢ় করা এবং শত্রুকে পরাজিত ক'রে ডন নদীর অপর পারে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'য়েছিল।

কিন্তু অস্ত্র হাতে যখন সোভিয়েট রিপাব্লিককে রক্ষা করার কাজে স্টালিন ব্যাপৃত ছিলেন, তখনও তিনি আর একটি অস্ত্রের কথা

ভোলেননি—তাঁর লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজ তিনি কখনও বন্ধ রাখেননি। এই সময়ে "প্রাভ্দা"তে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বিপ্লবের সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলির তিনি বল্শেভিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সেই প্রশ্নগুলির উত্তর বল্শেভিকের মতই দিয়েছিলেন এবং মার্ক্স্বাদের শত্রুদের বল্শেভিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই পরাজিত ক'রেছিলেন।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি হ'ল, "অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয়-সমস্যা।" ("প্রাভ্দা"—১৯১৮, ৬ই নভেম্বর। পরে এটাকে "মার্ক্স্বাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা"র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল) "প্রাভ্দা"তে লেখা ছাড়াও জারিৎসিনের প্রকাশিত পত্রিকাগুলির জন্যও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখি যে, সোভিয়েট রিপাব্লিকের এই প্রথম দিনগুলিতে সংগঠনের ক্ষেত্রে, শাসন কার্য্যের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে স্টালিন অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি পার্টিতে সবচেয়ে বেশী সম্মান লাভ করেন, তাঁর ওপর পার্টির বিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল, কেননা প্রত্যেকেই বুঝতে পারল যে, বিপ্লবের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য এবং এর সাফল্যকে আগ্লে রাখার জন্য তিনি নিয়োজিত ক'রেছেন। সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্য অক্লান্ত কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে এবং বিপ্লবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা দেখিয়ে তিনি কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা পেয়েছিলেন।

বিপ্লব থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি এবং স্টালিন যখন জন-সাধারণের নেতৃত্ব করতেন তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে এবং বিপ্লব থেকে সব সময়ই শিক্ষা লাভ করতেন।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহযুদ্ধ

বলশেভিকরা কখনই একথা বিশ্বাস করতেন না যে, গৃহ-বিপ্লব ছাড়া সর্ব্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব স্থাপন করা কিংবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে। একথাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন না যে, যে-অত্যাচারী শোষক-সম্প্রদায়ের হাত থেকে অক্টোবর বিপ্লবের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হ'ল, তারা ভীষণ ভাবে নূতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করার চেষ্টা না ক'রে, চুপ করে থাকবে।

যুদ্ধ থেকে বৈপ্লবিক উপায়ে রুশিয়া মুক্ত হ'ল, কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে সে অব্যাহতি পেল তা দেশের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধে পরিণত হ'ল। দেশী ও বিদেশী ধনিকরা তখনি সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ ক'রে দিল,—সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার জন্য। সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা যে-গৃহযুদ্ধের উস্কানী দিল তার সূচনা হল চেকোশ্লোভাকিয়ার সৈন্যদলের বিদ্রোহে; ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী এবং রুশিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থীরাই (এঁদের মধ্যে ছিল ক্যাডেট্, মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট রেভলিউশনারী দল) এই বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও আয়োজন করেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে লেখা আছে:

"১৯১৮ সালের প্রথম থেকেই সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্ত দুটো শক্তি কাজ করতে লাগল,—মিত্রপক্ষীয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের মধ্যে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিগুলি।...

"সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত দুটি সোভিয়েট-বিরোধী শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল—বিদেশী এবং দেশীয়। এই দল দুটির ঐক্য গড়ে উঠল ১৯১৮ সালের প্রথম দিকে।

"এমনি ক'রেই সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে দেশের ভেতর থেকেই বিপ্লব-বিরোধীদের বিদ্রোহের সাহায্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক অভিযান শুরু হ'ল।

"কিছুদিনের জন্ত রুশিয়ায় যে-শান্তি এসেছিল, এখানেই তার শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল গৃহযুদ্ধ, রুশিয়ায় শ্রমিক-কৃষকদের যুদ্ধ, দেশী এবং বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট শক্তির যুদ্ধ।" [সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস]

রুশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে প্রধান পাঁচটি রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'ল তার জন্ত খুব বেশী শক্তি সমাবেশের প্রয়োজন ছিল। বিপ্লব-বিরোধীদের প্রধান শক্তিগুলির সমাবেশ হয়েছিল পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে—(কোল্‌চাক যেখানে নেতৃত্ব করেছিলেন), দক্ষিণ রণক্ষেত্রে (ডেনিকিন্‌ যেখানে নেতৃত্ব করেছিলেন), উত্তর-পশ্চিম রণক্ষেত্রে (রডচিয়াঙ্কো এবং জুডেনিচ যেখানে নেতৃত্ব করেছিলেন), পোলিস রণক্ষেত্রে এবং র‍্যাঙ্গেল রণক্ষেত্রে। গৃহযুদ্ধ যতদিন চলছিল, ততদিন পার্টি ও গভর্নমেণ্টের সমস্ত শক্তির দশভাগের নয়ভাগই ক্ষয় হ'ল সোভিয়েট-শাসনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। কমিউনিস্ট পার্টির ও ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের শতকরা পঞ্চাশ জন সভ্য এবং যুদ্ধাঞ্চলগুলিতে শতকরা একশ জনই শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল।

সংগ্রাম পরিচালনায় এক প্রধান ভূমিকা নিলেন স্টালিন। ভরোশিলভ্ তার বর্ণনা করেছেন :

"১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সম্ভবত কমরেড স্টালিনই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটি এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে ক্রমাগত যাবার নির্দ্দেশ দিচ্ছিল। কমিটি তাঁর জন্ম সেই সমস্ত ফ্রণ্টই নির্ব্বাচন করছিল, যেখানে শত্রু প্রবলভাবে আক্রমণ করেছে, যেখানে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে সন্নিকট।" (কে-ভরোশিলভ্—স্টালিন ও লাল ফৌজ)

পার্টির নির্দ্দেশে দেশের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার হাতে নেবার পরই, বিপ্লব-বিরোধীদের পরাজিত করার জন্য এবং তাদের হাত থেকে দখল করা স্থানগুলো মুক্ত করবার জন্য স্টালিনকে বাধ্য হয়ে সামরিক কাজের ভার নিতে হ'ল।

এখন আমরা বহু রচনা, ফিল্ম এবং অভিনয় থেকে লেনিন এবং স্টালিনের প্রতিটি কার্য্যকলাপের চিত্র দেখতে পাই, সেই দুর্দ্দিনে যখন শস্যের ছোট কণাগুলোও দামী ছিল এবং সেটুকু সংগ্রহ করতে হ'ত পরিশ্রমের বিনিময়ে, যখন বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ও অবরুদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে অনশনক্লিষ্ট ও দারিদ্র্যপীড়িত দেশ শত্রুকে বাধা দিতে এবং পরাজিত করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ ক'রেছিল। বিপ্লব-বিরোধীদের এই পরাজয় করার ব্যাপারে স্টালিন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৮ সালের ৪ঠা আগস্ট জারিৎসিন্ থেকে স্টালিন লেনিনকে লিখলেন :

"একেবারে গোড়া থেকে আবার শুরু করতে হবে : আমরা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছিলাম, সমর পরিচালনা দপ্তর খুলেছিলাম,

রণক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম, পুরোনো আদেশগুলো যেগুলো অত্যন্ত ভুল ও দূষণীয় ছিল, তা বাতিল ক'রে দিয়েছিলাম এবং কেবল এই সমস্ত শেষ করার পরেই কালাচ্ এবং দক্ষিণে টিখারেট্স্ক্-এর দিকে আক্রমণ আরম্ভ করেছিলাম।"

জারের আমলের পুরোনো পল্টন ভেঙ্গে পড়েছিল; নূতন বাহিনী লালফৌজ তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। এই ফৌজ সৃষ্টি করার কাজে স্টালিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। গৃহযুদ্ধের প্রথম দিকটা এই ফৌজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধ-প্রণালী অত্যন্ত বিশ্রীভাবে একটি কেন্দ্রীয় সামরিক কর্তৃত্বের অধীন একটি সুশৃঙ্খল লাল ফৌজ গঠন করার পথে বাধার সৃষ্টি করছিল। যে কোনো মূল্য দিয়েই হোক, একটি সুশৃঙ্খল নিয়মনিষ্ঠ লাল ফৌজ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পার্টির অষ্টম অধিবেশনে "সামরিক বিরুদ্ধ দলের" পক্ষে প্রবল যুক্তি উপস্থিত হ'ল। এর পক্ষে ছিলেন একদিকে তাঁরা—যাঁরা লাল ফৌজের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব এবং গেরিলা যুদ্ধ-প্রণালীকে প্রকৃতপক্ষে উৎসাহিত করতেন এবং আর একদিকে ছিলেন খাঁটি বলশেভিকরা—যাঁরা ট্রট্স্কির সৈন্য পরিচালনায় অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছিলেন। অষ্টম কংগ্রেস গেরিলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার ট্রট্স্কির অনিষ্টকর কার্য্য-কলাপগুলো বন্ধ করে দেবার জন্যও কতগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই কংগ্রেসে একটি সুশৃঙ্খল লাল ফৌজ সৃষ্টি করার জন্য লেনিন যে সংগ্রাম করেছিলেন স্টালিন তাতে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে, বিশেষত কৃষকদের নিয়ে একটা কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে, যাতে নতুন-গড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে

আমরা রক্ষা করতে পারি, নয়ত আমাদের একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। [সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস—২৩৫ পৃষ্ঠা]

গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, স্টালিন একজন শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা এবং একজন অভিজ্ঞ রণ-বিশারদ। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে একটা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। কোলচাক্ পের্ম দখল করে নিলেন এবং আশঙ্কা করা গেল যে, তিনি উত্তরের স্থানগুলি দখল করে নেবেন এবং বিদেশী আক্রমণকারী শক্তিগুলির সঙ্গে সেখানে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। আনাড়ি সেনাপতিদের জন্য তৃতীয় ফৌজের মধ্যে অবনতি দেখা দিয়েছিল এবং এর জন্য তারা বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করছিল এবং কেবলই পরাজিত হচ্ছিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "পের্মের আত্মসমর্পণ এবং উরালের সাম্প্রতিক পরাজয় সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির দুইজন সভ্য—দ্জারঝিন্স্কি ও স্টালিনকে নিয়ে একটি পার্টি-তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।" (কে, ভরোশিলভ—স্টালিন ও লালফৌজ)

কিন্তু শুধুমাত্র তদন্ত ক'রেই সন্তুষ্ট থাকবার স্বভাব স্টালিনের ছিল না। ফৌজকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি কতকগুলি সাংগঠনিক কার্য্যক্রম গ্রহণ করলেন, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন, আনাড়ি সেনাপতিদের সরিয়ে দিলেন, জেলাগুলোর পার্টি এবং সোভিয়েট মুখপত্রগুলির কাজকর্ম্মের উন্নতি করলেন এবং সেখানকার "সর্ব্বহারা একাধিপত্যের" রাষ্ট্রসংগঠন-গুলিকেও শক্তিশালী করলেন।

"এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে শুধু যে শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ হ'ল তা-ই নয়, ১৯১৯ সালের জানুয়ারীতে পূর্ব্ব রণাঙ্গন থেকে আক্রমণ

চালানো হ'ল এবং দক্ষিণ দিকে উরালস্ক অধিকার করা হ'ল। এমনি ক'রেই তিনি সঙ্কটের কারণগুলি তদন্ত করার ভার বুঝে নিলেন এবং এমনি ক'রেই সে কাজ তিনি সম্পন্ন করলেন। অনুসন্ধান করে তিনি এই কারণগুলো নির্ণয় করলেন এবং নিজেরই চেষ্টায় সেই সময়েই এবং সেইস্থানেই তা দূর করে দিলেন এবং প্রয়োজন মত উন্নতি সাধন করলেন।"

পূর্ব্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ জয় করার কাজে ফ্রুঞ্জে ও কুইবিশেভ অনেক সাহায্য করেছিলেন।

যদিও এই সময়ের মধ্যে কোল্‌চাক কয়েকবার গুরুতরভাবে পরাজিত হয়েছিলেন এবং উরালের ইয়োরোপীয় অংশে তাঁর অগ্রগতি রোধ করা হয়েছিল, তবুও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা হয়নি। পূর্ব্ব রণাঙ্গন থেকে লালফৌজের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে কোল্‌চাককে সাহায্য করার জন্য বিদেশী শক্তিগুলো শ্বেতরক্ষীদের সাহায্যে পেট্রোগ্রাদ দখল করার পরিকল্পনা করলেন। সেনাপতি জুডেনিচের নেতৃত্বে এস্তোনিয়া অঞ্চলে এইজন্য তারা একটা বাহিনী গঠন করল এবং এই ফৌজ পেট্রোগ্রাদের উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল এবং এভাবে বিপ্লবের পীঠস্থানের উপর বিপদ ঘনিয়ে এল। পেট্রোগ্রাদের ভিতরেই এবং বল্টিক নৌবাহিনী, ক্রন্সটাডের মধ্যেও শত্রুর দালাল ছিল—সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকেরা ছিল। এইভাবে কোল্‌চাক ক্রাস্‌নায়া গোর্কার এবং সিরায়া লোসাড্‌ ও আরো কয়েকটা সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং কেল্লা দখল করতে সমর্থ হলেন—যা আগে প্রায় অজেয় বলে মনে হত। সেনাপতি বুলাক্‌-বালাকোভিচ্‌-এর নেতৃত্বে শ্বেতরক্ষী সৈন্যদল পস্‌কভ্‌-এর দিকে গেল।

অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়াল। স্টালিনকে এই বিপদের সঙ্গে লড়াই

করার ভার দেওয়া হল। তিনি দৃঢ়হস্তে এই রণাঙ্গনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন, সৈন্যদলের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুললেন, নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন, লালফৌজের সাধারণ সৈন্যদের বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করে তুললেন, প্রয়োজন মত সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং নির্দ্দয়ভাবে শত্রুকে এবং বিশ্বাসঘাতকদের দমন করলেন। যদিও "প্রধান প্রধান অভিজ্ঞ নেতারা" সিদ্ধান্ত করলেন যে, ক্রাসনায়া গোর্কা এবং সিরায়া লোসাদের মত দুর্গগুলি সমুদ্র থেকে দখল করা যাবে না। কিন্তু স্টালিনের পরিচালনায় এ দুঃসাধ্য সাধন সম্ভব হ'ল এবং শীঘ্রই তিনি লেনিনকে তার করতে পারলেন :

"ক্রাসনায়া গোর্কার দুর্গ দখলের পরে সেয়ারা লোসাদ্ দখল করা হয়েছে। তাদের কামানগুলো ঠিকভাবেই চলেছে।......নৌ-বিশারদগণ বলছেন যে, নৌযুদ্ধ-বিজ্ঞান অনুসারে ক্রাসনায়া গোর্কা সমুদ্র থেকে দখল করা যেতে পারে না। এই তথাকথিত বিজ্ঞানের জন্য আমি কেবল দুঃখ প্রকাশই করতে পারি। স্থলে এবং জলে অন্য সমস্ত আদেশ অগ্রাহ্য করে আমার নিজের নির্দ্দেশ খাটিয়ে ছিলাম। রণক্ষেত্রে আমি এবং সাধারণভাবে অসামরিক অধিবাসীরা আমাদের সরকারী সামরিক পরিকল্পণার বিরুদ্ধে যে বাধা দিয়েছিলাম, তার জন্যই গোর্কাকে তাড়াতাড়ি দখল করা সম্ভব হয়েছিল। একথা ঘোষণা করা আমি কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করি যে, ভবিষ্যতেও আমি এইভাবে কাজ করব, বিজ্ঞানের প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও।" (ভরোশিলভ—'স্টালিন ও লালফৌজ')

এর ছয়দিন পরে স্টালিন লেনিনকে জানাতে পারলেন যে, রণক্ষেত্রে ভালর দিকে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে এবং শত্রু পশ্চাদ্‌পসরণ করছে। শত্রু বিতাড়িত হয়ে এস্তোনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এতে

কোল্‌চাক্‌কেও বিতাড়িত করা সম্ভব হল; তিনি তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে ইর্‌কুট্‌স্ক্‌কে পালিয়ে গেলেন। ইর্‌কুট্‌স্কের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁকে পথে গ্রেপ্তার করে এবং গুলী করে মেরে ফেলে। ট্রট্‌স্কির বিরুদ্ধতা করেও, স্টালিন কোল্‌চাককে পরাস্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন; ট্রট্‌স্কি চান্‌নি যে কোল্‌চাককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করা হোক; এ ছাড়াও তিনি চেয়েছিলেন যে, তার সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করা সেখানেই বন্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু বিদেশী আক্রমণকে এবং প্রতিবিপ্লবকে শেষ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলো এখন সেনাপতি ডেনিকিন্‌-এর উপর তাদের আশা-ভরসা ন্যস্ত করল। তিনি তখন কুবান অঞ্চল দখল করেছিলেন এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, যুদ্ধশিক্ষানবীশ এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষীদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী গড়ে তুল্‌ছিলেন।

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে ডেনিকিন অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, অর্থ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ট্রট্‌স্কি সৈন্যবাহিনীকে যে ভাবে কাজ করার আদেশ দিলেন, তাতে বোঝা গেল যে, ডেনিকিন্‌-এর অগ্রগতির সর্ব্বপ্রকার সুবিধাই করে দেওয়া হবে। এর ফলে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ডেনিকিনের সৈন্যদল ওরেল অধিকার করল এবং টুলার নিকট উপস্থিত হল। টুলা মস্কো থেকে চার ঘণ্টার পথ এবং একটি বৃহৎ অস্ত্রাগার কেন্দ্র।

এই সঙ্কটের মুখে বলশেভিক পার্টি ঘোষণা করল: "সমস্ত শক্তি নিয়ে ডেনিকিনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।" সোভিয়েট সরকারের সমর্থনে শ্রমিক ও কৃষকরা আগ্রহভরে সম্মিলিত হল। তারা জানত যে, সেনাপতি ডিনিকিনের জয়ের অর্থ হল এই যে, ধনিকতন্ত্র আবার ফিরে আসবে এবং জার ও জমিদারদের শাসন আবার তাদের ওপর

কায়েম হয়ে বসবে। ডেনিকিনের পরাজয় সুনিশ্চিত করার জন্য বলশেভিক পার্টি স্টালিন, ভরোশিলভ, ওর্জোনিকিদজে, কিরভ্, বুডিয়োনী, স্কাডেস্কো এবং মেখিল্স্‌কে দক্ষিণ রণাঙ্গনে পাঠাল। কেন্দ্রীয় কমিটি ট্রট্স্কির হাত থেকে দক্ষিণে লালফৌজ পরিচালনার ভার কেড়ে নিল এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরিকল্পনাকে—যা সৈন্যদলকে নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে নিয়ে যেত—তাকে বাতিল করে দিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে যারা সাহায্য করছিল, সেই কসাকদের আবাসভূমিতে পথহীন গ্রাম্য অঞ্চলগুলি দিয়ে লালফৌজকে এগিয়ে যেতে হত। স্টালিন একটি ভিন্ন পরিকল্পনার প্রস্তাব করলেন, যাতে খারকভ্, ডনবাস্ এবং রস্টভ্-এর মধ্য দিয়ে লালফৌজ শত্রুকে প্রধান প্রধান আঘাত দিতে পারে। স্টালিনের পরিকল্পনা গৃহীত হল এবং তাকে কার্য্যকরী করা হল। লেনিন স্বয়ং যুদ্ধ-ঘাঁটিতে লিখলেন, যেন এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালান হয়। ডেনিকিন্‌কে পরাজিত করা হল এবং ১৯২০ সালের প্রথম দিকে ইউক্রেন এবং উত্তর ককেশাসের সমস্ত স্থান থেকে শ্বেতরক্ষীদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। স্টালিনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, তারা এই যুদ্ধে একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল।

কোল্চাক, ডেনিকিন এবং জুডেনিচের পরাজয় লাল ফৌজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জয়ের সূচনা করল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইটালী সোভিয়েট রুশিয়ার উপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু তবু এখানেই প্রতি-আক্রমণের সমাপ্তি ঘট্‌ল না। ১৯২০ সালের আগস্টে দক্ষিণে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল—এইবারের প্রতি-বিপ্লবের নেতৃত্ব নিলেন একজন নূতন "বীর" ব্যারণ র‍্যাঙ্গেল। ১৯২০ সালের ২রা আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল ঃ

"র‍্যাঙ্গেল-এর সাফল্য এবং কুবানের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা ক'রে র‍্যাঙ্গেল রণাঙ্গনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রণাঙ্গন বলে ভাবতে হবে এবং এখানে ভিন্ন ভাবেই কাজ করতে হবে। একটি বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল গঠন করার জন্য এবং র‍্যাঙ্গেল রণাঙ্গনে তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার জন্য কমরেড স্টালিনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।" (ভরোশিলভ—'স্টালিন ও লালফৌজ')

বিদেশী শক্তিগুলো তখনও সোভিয়েট সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য একটি উপযুক্ত ফৌজ গড়ার আশা করছিল এবং ১৯২০ সালের এপ্রিলে যখন র‍্যাঙ্গেল দক্ষিণে তাঁর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পোলিশ সরকার সোভিয়েট দেশে অভিযান আরম্ভ করল। ১৯২০ সালের এপ্রিলে পোলরা ইউক্রেন আক্রমণ করল এবং কিয়েভ্ অধিকার করল।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক বিপ্লবী কাউন্সিলের স্টালিন একজন সভ্য নিযুক্ত হলেন। এই রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যদের জয়ের মূলেও অনেকখানি ছিল তাঁর প্রচেষ্টা। প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী প্রতিবিপ্লবী পোল "হোয়াইট" সৈন্যদের তাড়ানোর কাজে আবার একটা বৃহৎ অংশ গ্রহণ করল। যাই হোক, ট্রট্স্কি এবং তাঁর দলের লোকেরা লালফৌজের সাফল্যকে বাধা দিলেন। ট্রট্স্কি এবং টুখাচেভ্স্কির দোষে লালফৌজের একটা অংশ বড় বেশী দূরে এগিয়ে গেল, প্রধান প্রধান রসদকেন্দ্রগুলির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল এবং তারপরে তারা দেখল যে, তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র আর কিছু নেই। এর ফলে বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যে, পোলাণ্ড পশ্চিম ইউক্রেন এবং পশ্চিম বেলো রুশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হল এবং এই

সমস্ত অঞ্চল ১৯৩৯ সালের শরৎকাল পর্য্যন্ত পোলিশ জমিদারদের আয়ত্বাধীন ছিল।

ভরোশিলভ যিনি স্টালিনের পাশাপাশি থেকে এবং তাঁর ব্যক্তিগত নির্দ্দেশ মেনে যুদ্ধ করছিলেন তিনি গৃহযুদ্ধে স্টালিনের আশ্চর্য্য রণনৈপুণ্যের বর্ণনা করেছেন এই কথাগুলিতে:

"কমরেড স্টালিনের সবচেয়ে আশ্চর্য্য শক্তি হল এই যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি অবস্থা বুঝে নিতে পারেন এবং তাকে আয়ত্ব করার জন্য সেইমত কাজ করতে পারেন। শিথিলতা, অবাধ্যতা এবং বিশৃঙ্খল কাজের তিনি নির্দ্দয় শত্রু; এবং বিপ্লবের স্বার্থের জন্য যখনই প্রয়োজন হত, তখনই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেলার জন্য চরমপন্থা গ্রহণের দায়িত্ব নিজে নিতে তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। বিপ্লবী পরিস্থিতির পক্ষে যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ত তখন স্টালিন উপরওয়ালাদের যে কোনো আদেশ অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।"

(কে-ভরোশিলভ—'স্টালিন এবং লালফৌজ')

কিন্তু অন্যান্য অবস্থাতেও যেমন, এখানেও স্টালিন সবসময় একমাত্র চরম নীতি মেনে চল্‌তেন—তেমনি আবার পার্টির ইচ্ছা এবং বিপ্লবের স্বার্থ তিনি কখনও ক্ষুণ্ণ করতেন না।

১৯১৯-এর ২৭শে নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কমিটি গৃহযুদ্ধে তাঁর কৃতিত্বের জন্য স্টালিনকে অর্ডার অফ্ দি রেড্ ব্যানার সম্মানে ভূষিত করলেন।

এই সময়ে বিপ্লবী কার্য্যক্রমের অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ওপর আর একটি অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন—সামরিক সেনানায়ক হিসাবে, লাল ফৌজের নেতা ও সংগঠক হিসাবে এবং রণাঙ্গনে সোভিয়েট সরকারের বিজয়ের সংগঠক হিসাবে।

নবম অধ্যায়

শান্তি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন

১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত বৃহৎ সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল—প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এবং শেষে গৃহ-যুদ্ধে। এর ফলে দেশকে চরম অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য এবং ভাঙনে বিপর্য্যস্ত হ'তে হ'য়েছিল। এই অবস্থাতে লাল ফৌজকে ভেঙ্গে দিতে হ'য়েছিল—লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা তখন পঞ্চাশ লক্ষ। গৃহ যুদ্ধের সময়ে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকশ্রেণীর যে সামরিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন কৃষকশ্রেণী সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করার আগে, জনসাধারণকে পরিচালিত করার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। "যুদ্ধকালীন কমিউনিজ্‌ম্"-এর নীতি ছিল বলপ্রয়োগ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি—এখন সে নীতির পরিবর্ত্তন ক'রে শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে কাজ করার সময় এল। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একতা গড়ে তুলবার জন্য নূতন পথ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হ'ল এবং অর্থনৈতিক কার্য্যক্রমেরও পরিবর্ত্তন করতে হ'ল।

এই পরিবর্ত্তনের কাজ আরও কষ্টসাধ্য হ'ল এইজন্য যে গৃহযুদ্ধের সময়ে যখন বলশেভিক পার্টির হাতে ক্ষমতা এল তখন পার্টির

সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বহু মেন্‌শেভিক, সোশালিস্ট-রেভলিউশনারীদের সমর্থক নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হ'ল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই পার্টিতে যোগ দেবার পরও তাদের বল্‌শেভিক-বিরোধী নীতি পরিবর্ত্তন করল না বা করতে পারল না, এবং তারা পার্টি-নীতির যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছড়াতে লাগল এবং অস্থায়ী সভ্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে লাগল। ট্রট্স্কিপন্থী, "বামপন্থী সাম্যবাদী", "এ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিস্ট" এবং "ডিসেণ্ট্রালিস্ট"—এই সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে তারা প্রচারকার্য্য চালাবার সুবিধা করে দিল। পার্টি যখন শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের কার্য্যক্রম গ্রহণ করল, যখন নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করল যাতে দেশের অর্থনৈতিক জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে, তখন এই সমস্ত অস্থিরমস্তিষ্ক সভ্যরাই সবচেয়ে বেশী সন্দেহে দোদুল্যমান হচ্ছিল এবং তাদের নির্দ্দয় ও প্রচণ্ড ভাবে দমন করা প্রয়োজন ছিল।

১৯২০ সালে লেনিনের নির্দ্দেশে রুশিয়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য "স্টেট কমিশন" গড়া হ'ল (এটা 'গোয়েল্‌রো' নামে পরিচিত)। এই কমিশন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি পরিকল্পনা করল; একে কার্য্যকরী করে তুলতে দশটি বছরের প্রয়োজন ছিল। দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের জন্য এইটিই হ'ল প্রথম কর্ম্মসূচী; এবং লেনিন বলেছিলেন, এটা পার্টির দ্বিতীয় কর্ম্মসূচী হবে। ট্রট্স্কি এবং রাইকভ্ এই চমৎকার পরিকল্পনাটির বিরোধিতা করলেন, কিন্তু স্টালিন অত্যন্ত আগ্রহভরে একে সমর্থন করলেন। লেনিনের কাছ থেকে গোয়েলরো পরিকল্পনার একটি কপির সঙ্গে একটি চিঠি পাওয়ার পর স্টালিন তখনই উত্তর দিলেন যে, তিনি পরিকল্পনাটিকে সত্যিকারের মৌলিক এবং খাঁটি রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক খসড়া হিসাবে বিবেচনা করেন

এবং একথাও মনে করেন যে, এটা হ'ল "অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদ্-পদ রুশিয়াতে সত্যিকারের শিল্প-উৎপাদনের ভিত্তিতে সোভিয়েট ব্যবস্থা পত্তন করার জন্য আমাদের সময়ে প্রথম মার্ক্সীয় প্রচেষ্টা।"

তিনি প্রস্তাব করলেন যে, এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ভাবে শুধু কথাবার্ত্তা চালিয়ে আর এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করা হবে না, এবং এখনই হাতে কলমে কাজ আরম্ভ করা উচিত এবং আমাদের কাজের এক-তৃতীয়াংশ এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করা উচিত।

১৯২০ সালে পার্টিতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ শুরু হ'ল। এই কারণে মতভেদ ঘট্‌ল যে ট্রট্স্কি এবং তাঁর সমর্থকরা প্রস্তাব করলেন যে অর্থনৈতিক কর্ম্মধারার এবং পার্টির প্রত্যেক কাজে 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজ্‌মের সময়কার নীতি বজায় থাকুক এবং আরও কঠোর শাসন আরম্ভ করা হোক। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিক পার্টির প্রতি জনসাধারণের আস্থায় আঘাত দেওয়া, জনসাধারণ ও পার্টির মধ্যে একটি দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করা, এবং এইরূপে সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যের ভিত্তিকে দুর্বল করা। যদিও এই সমস্ত দলের প্রত্যেকেরই "নিজস্ব পরিকল্পনা" ছিল, তাদের যুক্ত অভিযান পরিচালিত হ'ল লেনিন, স্টালিন এবং সাম্যবাদে আস্থাবান বল্‌শেভিকদেরই বিরুদ্ধে।

পার্টির ঐক্যের এবং মার্কসীয় নীতির অব্যাহত প্রয়োগের শত্রু এই সমস্ত বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের আক্রমণ করার জন্য লেনিন এবং স্টালিন একটি যুক্ত ফ্রণ্টে মিলিত হলেন। লেনিনের পার্টি-নীতিকে সমর্থন করে "প্রাভ্‌দা" পত্রিকায় স্টালিন এই সময়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। সেই বছরেই ২৭শে অক্টোবর তারিখে ব্লাডিকাভ্‌কজ্-এ তিনি একটি স্থানীয় কমিউনিস্ট সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে, অক্টোবরের

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রের সাফল্যজনক বিকাশ এবং চরম বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

১৯২১ সালের বসন্তকালে পার্টির দশম কংগ্রেসে স্টালিন জাতীয় সমস্যা নিয়ে যে-আলোচনা করলেন তার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই আলোচনাতে তিনি জারের আমলে যে-সমস্ত জাতিগুলি নিপীড়িত হচ্ছিল তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে ত্রুটি বিচ্যুতি, বিশেষ করে তখনকার সঙ্কটে গ্রেট রুশিয়ানদের উগ্রজাতীয়তা ও জাতি-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে স্টালিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন লেনিন। তাঁর অসুখের কথা শোনা মাত্র তিনি এস, ওর্জোনিকিদ্‌জেকে নিম্নলিখিত তারটি পাঠালেন:—"দয়া করে আমাকে স্টালিনের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং চিকিৎসকদের অভিমত জানাবেন।" তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে তিনি আবার তার করলেন: "স্টালিনের চিকিৎসকের নাম এবং ঠিকানা আমাকে জানাবেন। কতদিন হ'ল তাঁর অসুখ চলছে?" ১৯২১ সালের শরৎকালে স্টালিনকে যাতে আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, এই অনুরোধ জানিয়ে লেনিন ক্রেমলিনের অধিনায়কের কাছে চিঠি লিখলেন। ক্রেমলিন প্রাসাদের সংলগ্ন রান্নাঘর থেকে ভোরবেলা গণ্ডগোল কানে আসত এবং সেইজন্য স্টালিন শেষ রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। লেনিন অনুরোধ করলেন স্টালিনকে স্থানান্তরিত করার কাজ যেন তখনই করা হয় এবং ক্রেমলিন প্রাসাদের কর্তাকে লেখা হ'ল তিনি যেন লেনিনকে জানিয়ে দেন—তাঁর অনুরোধ মতো ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা এবং পারলে কখন করবেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে লেনিন তাঁর সেক্রেটারিকে অনুরোধ জানালেন যে, তিনি যেন তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে সকালে স্টালিনকে দেখতে যাবেন এবং তার আগে স্টালিনের চিকিৎসক ডাক্তার অবুখের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দেন।

এই সমস্ত সূত্র থেকে স্টালিনের জন্য লেনিনের স্নেহ এবং তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য উৎকণ্ঠা বোঝা যায় এবং একজন কমিউনিস্টের প্রতি আর একজন কমিউনিস্টের মনোভাব এবং বল্‌শেভিকবাদের দুইজন শ্রেষ্ঠ নেতার মধ্যে বন্ধুত্বের নিদর্শনও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৯২১ সালের ৬ই জুলাই, জর্জিয়া ও ট্রান্স্‌ককেসিয়ার কমিউনিস্টদের অব্যবহিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে টিফলিস্‌ পার্টি সংগঠনের এক সভায় স্টালিন বক্তৃতা করেন। এই সময়ে ককেসাসের জাতীয়তাবাদীদের একদল স্টালিন-প্রস্তাবিত ট্রান্স্‌ককেসীয় গণতন্ত্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করছিলেন। লেনিন সর্ব্বান্তঃকরণে স্টালিনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ট্রান্সককেসীয় সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হ'ল। ট্রান্সককেসিয়ার প্রশ্ন নিয়ে যে-সমস্ত জাতীয়তাবাদী স্টালিনের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, পরবর্ত্তী কালে তারা সম্পূর্ণরূপে বিপ্লববিরোধী হয়ে দাঁড়াল। ১৯২১ সালে প্রচণ্ড বিরোধিতা করে এবং এই সমস্ত অব্যক্ত বিপ্লব-বিরোধী মতবাদের পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ভাব পোষণ করে স্টালিন তাঁর অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

দশম পার্টি কংগ্রেস নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (New Economic Plan, সংক্ষেপে N. E. P. বা 'নেপ') পত্তন করতে সিদ্ধান্ত করল। একে যাঁরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন, স্টালিন তাঁদের মধ্যে একজন এবং পরে তিনি এই পরিকল্পনার অর্থ সম্বন্ধে একটা প্রামাণিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন:

"নেপ্ হ'ল সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রের একটা বিশেষ ব্যবস্থা, যখন ধনতন্ত্রকে সহ্য করা হয় কিন্তু আর্থিক নিয়ন্ত্রণের প্রধান চাবিকাঠি সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রের হাতে থাকে ; ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদীদের মধ্যে সংগ্রামে সুবিধার জন্য, ধনতন্ত্রের স্থানে সাম্যবাদীদের প্রাধান্য বাড়ানোর জন্য, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের জয়ের জন্য, শ্রেণীগুলির বিলোপ সাধনের জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের জন্য এই পরিকল্পনাটি রচনা করা হয়েছে।"

একাদশ পার্টি কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি স্টালিনকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করল। পার্টিতে এটা একটা নূতন পদ হল। স্টালিনকে নির্ব্বাচন করায় এই কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, লেনিন, কমিউনিস্ট পার্টির কর্ম্মকর্ত্তারা এবং সাধারণভাবে পার্টির সমস্ত সভ্যেরা তাঁর প্রতি গভীর আস্থা রাখেন এবং পার্টিতে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। পার্টি এবং রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই এই ভূমিকার গুরুত্ব দিনে দিনে বাড়তে লাগল, এবং বল্‌শেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে তাঁর অনেক সময় এবং শক্তির অনেকখানিই ব্যয় হতে লাগল। তবু এই কাজের সঙ্গেই তিনি "জাতিসমস্যা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য এবং শ্রমিক-কৃষকের অবস্থা পরিদর্শন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য" এই দুই ভাবে যুগপৎ কাজ করতে লাগলেন। এতে শত্রুরা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল, কিন্তু একাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন প্রচণ্ডভাবে তাদের পরাজিত করলেন। ট্রট্স্কিপন্থী প্রেওব্রাজেন্স্কি, যিনি পরবর্ত্তী কালে জনসাধারণের শত্রু রূপে পরিচিত হয়েছিলেন,—তাঁর সঙ্গেই তর্কে লেনিন বললেন :

"প্রেওব্রাজেন্স্কি খেলোভাবে অভিযোগ করেছেন যে স্টালিনকে দুটি

দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে......কিন্তু জাতিসমষ্টির সমস্যার জন্য, পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়েটের বর্ত্তমান অবস্থা বজায় রাখার জন্য এবং তুর্কিস্তান, ককেসীয় এবং অন্যান্য জাতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা কি করতে পারি? এগুলো হ'ল রাজনৈতিক সমস্যা, এবং এই সমস্যাগুলোর সমাধান অবশ্যই করতে হবে; এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি শত শত বছর ধরে ব্যাপৃত আছে এবং গণতান্ত্রিক রিপাবলিকগুলিতে কেবলমাত্র অত্যন্ত অল্প পরিমাণে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। আমরা এই সমস্যাগুলি সমাধান করছি এবং আমাদের এমন একজন লোক চাই যাঁর কাছে জাতিগুলির যে-কোনো প্রতিনিধি এসে সমস্ত ব্যাপার ভালভাবে আলোচনা করতে পারে। এরকম লোক আমরা কোথায় পাব? আমার মনে হয়, এমন কি প্রেওব্রাজেন্‌স্কিও, স্টালিন ছাড়া আর কারুর নাম বলতে পারতেন না।

"শ্রমিক-কৃষকের অবস্থা পরিদর্শন দপ্তর সম্বন্ধে একই কথা সত্য। কাজ অত্যন্ত বেশী। কিন্তু অনুসন্ধানের কাজ যথার্থভাবে পরিচালিত করার জন্য আমাদের একজন অভিজ্ঞ, সুদক্ষ ব্যক্তিকে ভার দেওয়া চাই, অন্যথা আমরা ছোট ছোট ষড়যন্ত্রের মধ্যে ডুবে যাব।"

১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিন গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং এর পর স্টালিনের উপর আরও দায়িত্ব এসে পড়ল। তিনি অবিরত লেনিনের কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন, সমস্ত কাজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে জানাতে লাগলেন এবং চিকিৎসকরা যখন অনুমোদন করতেন তখন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। লেনিনের স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হওয়া মাত্র তিনি স্টালিনকে তাঁর কাছে আসার জন্য অনুরোধ করলেন।

এই সাক্ষাতের কথা স্মরণ ক'রে স্টালিন লিখেছেন কেমন ক'রে লেনিন রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিতে ঔৎসুক্য ভরে উৎসাহিত হয়ে উঠতেন।

কমরেড লেনিন পরিহাসচ্ছলে বললেন :

"আমাকে খবরের কাগজ পড়বার অনুমতি দেওয়া হয় না এবং একথাও আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে আমি অবশ্যই রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো কথা বলব না। টেবিলের উপরে যে-সমস্ত কাগজ থাকে তার প্রত্যেকটির কাছ দিয়ে আমি অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করি, পাছে ঐ কাগজটি খবরের কাগজ হয় এবং আমি নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হই।"

এই সম্পর্কে স্টালিন মন্তব্য করেছেন—"আমি প্রাণ খুলে হাসলাম," এবং কমরেড লেনিনকে তাঁর নিয়ম-নিষ্ঠার জন্য বাহবা দিলাম।" (স্টালিন "লেনিন")

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাব্লিকের যুক্ত-রাষ্ট্র গঠিত হ'ল (ইউ, এস, এস, আর)। যুক্তরাষ্ট্র গঠনে একটা বড় অংশ গ্রহণ করলেন স্টালিন। তিনি ইউনিয়নের সন্ধিপত্র রচনা করলেন এবং তাঁর রিপোর্ট দেওয়ার পরই ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ইউ, এস, এস, আর-এর সোভিয়েটগুলির প্রথম কংগ্রেসে সেটা গৃহীত হ'ল। তিনিই আবার ইউ, এস, এস, আর-এর সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ইউ, এস, এস, আর-এর গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা করলেন। ইউ, এস, এস, আর-এর সংগঠন এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এই দুই ব্যাপার পার্টির লেনিন-স্টালিনের জাতীয় নীতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড জয়ের সূচনা করল। দ্বাদশ পার্টির কংগ্রেসে

কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রূপে স্টালিন সংগঠনের সমস্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করলেন। পার্টি এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে জাতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধেও তিনি রিপোর্ট পেশ করলেন। দশম কংগ্রেসের মতো এখানেও জাতীয় সমস্যায় গ্রেট রুশিয়ানদের উগ্রজাতীয়তাবাদের, জাতি-আভিজাত্যের ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে চরম বিপদের আভাস তিনি দিলেন, এবং সেই সঙ্গেই স্থানীয় সুবিধাবাদী এবং সর্ব্বপ্রকারের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেন।

কিছুদিন পরে রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে জাতীয় রিপাবলিকগুলির দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের নিয়ে লেনিন একটি সভা আহ্বান করলেন। স্টালিন এই সভায় সুলতান গ্যালিয়েভের সমর্থক একদল তাতার এবং বস্‌কির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীর মুখোশ খুলে দিলেন। জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের মত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং জাতীয় রিপাবলিক্‌গুলির একত্রীকরণে এই সম্মেলনটির বিশেষ মূল্য ছিল।

১৯২২ সালের অক্টোবরে লেনিনের স্বাস্থ্যের এত উন্নতি হ'ল যে তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে আবার কাজ আরম্ভ করতে অনুমতি দিলেন। স্টালিনের সাহায্যে এবং সমর্থনে তিনি ব্যাপক ভাবে আবার কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি কাউন্সিল অফ্‌ পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিসার্‌স্‌ এবং অক্টোবরে কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত সভায় যোগদান করলেন, সমস্ত রুশীয় সোভিয়েটগুলির কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটির চতুর্থ কংগ্রেসে বক্তৃতা করলেন, এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ অধিবেশনে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং পৃথিবী জোড়া বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে রিপোর্ট লিখলেন।

১৯২২ সালের ২০শে নভেম্বর মস্কো সোভিয়েটের একটি বর্দ্ধিত

সভায় স্বরাষ্ট্র এবং বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে লেনিন বক্তৃতা করলেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করলেন যে, নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রুশিয়া একদিন সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াতে পরিণত হবে। সাধারণের মধ্যে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা। নিখিল রুশীয় সোভিয়েটগুলির কংগ্রেসেও তিনি বক্তৃতা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতার একটা খসড়াও তিনি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য নিশ্চিত ভাবে খারাপ হতে লাগল। বৈদেশিক বাণিজ্যের একাধিপত্যের প্রশ্ন নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং এবিষয়ে তিনি স্টালিনকে একটা চিঠিতে লিখলেন, এই চিঠি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্দ্ধিত সভায় পড়া হ'ল। এতে তিনি বুখারিন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী অপরাপর সভ্যকে আক্রমণ করলেন এবং অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা কুলাকদের সমর্থমূলক নীতি অনুসরণ করছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই বর্দ্ধিত সভায় স্টালিন সভাপতিত্ব করেছিলেন, এবং এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের বিরোধীদের একটা বড় পরাজয় ঘটল।

১৯২৩ সাল—লেনিন, বল্‌শেভিক পার্টি এবং সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে একটা পরীক্ষার বৎসর ছিল। পার্টি এবং গভর্নমেণ্টের কর্ম্মধারা পরিচালনা করার ভার স্টালিনের ওপর পড়ল। লেনিন অসুস্থ হওয়াতে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা বলশেভিক পার্টিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল এবং যেহেতু স্টালিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন সেইহেতু তারা তাঁর বিরুদ্ধেই তাদের প্রধান আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করল। পার্টিতে তারা জোর করে বিবাদ আরম্ভ করল, কিন্তু এর ফলে পার্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঐক্য গড়ে উঠ্‌ল—কেন না পার্টি এবং জনসাধারণের কাছে ট্রট্‌স্কিপন্থী এবং অন্যান্য পার্টি-শত্রুদের মুখোশ খুলে পড়ল;

সকলেই বুঝতে পারল যে একটা পাল্টা দল গড়াই তাদের উদ্দেশ্য। লেনিনের নীতি অনুসরণ করে দৃঢ় হস্তে স্টালিন পার্টিকে পরিচালিত করলেন ; এই কাজে পার্টিতে তিনি যে, সম্মান লাভ করেছিলেন সেই সম্মান এবং তাঁর প্রতি শ্রমিক জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা তাঁকে সাফল্যলাভ করতে সাহায্য করেছিল—জনসাধারণ জান্‌ত যে, সমস্ত জীবন ধরে তিনি সাম্যবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য বিশ্বস্তভাবে দৃঢ়ভাবে এবং নির্ভীকভাবে সংগ্রাম ক'রে এসেছেন।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে স্টালিন পার্টির ক্রাসনায়া প্রেসনায়া জেলা কমিটির এক বর্দ্ধিত সভায় বক্তৃতা করেন এবং ঐক্য গঠনের জন্য এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী, ট্রট্‌স্কিপন্থী এবং বলশেভিকবাদের অপরাপর শত্রুদের জন্য পার্টি যে-যে উপায় অবলম্বন করেছে বিস্তারিত ভাবে তার বর্ণনা করেন।

১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে সমস্ত পার্টি সংগঠনের প্রতি স্টালিন স্বাক্ষরিত কেন্দ্রীয় কমিটির এক ঘোষণাপত্র 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর রিপোর্ট শোনার পর ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে একটি পার্টি সম্মেলন্‌ ডাকা হয় এবং এই সভায় ট্রট্‌স্কিপন্থীদের পেটি-বুর্জোয়া ও বিপথগামী রূপে নিন্দা করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। "ট্রট্‌স্কিবাদ ভাববিলাসীদের পথ—একে ধ্বংস কর!"—এই সম্মেলনে পার্টিকে স্টালিন এই আহ্বান জানালেন।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিনের মৃত্যু হ'ল। সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক আন্দোলন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বল্‌শেভিক পার্টি এই ব্যাপারে ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। কিন্তু পার্টি একথা জান্‌ত যে, লেনিনের পতাকা একজন বল্‌শেভিকের বিশ্বস্ত হস্তে ন্যস্ত হয়েছে, যিনি

গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জয়ের জন্য, আন্দোলনের সর্ব্বপ্রকার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে লেনিনের সঙ্গে একযোগে পার্টিকে পরিচালিত ক'রে নিয়ে এসেছেন।

১৯২৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের স্মৃতি-সভায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের সম্মান রক্ষা ও তাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্টালিন দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন। চোখের মনির মত পার্টির ঐক্য রক্ষা করা, সর্ব্বহারা একাধিপত্যকে রক্ষা ও দৃঢ় করা, সমস্ত শক্তি দিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে মৈত্রীভাব দৃঢ় করা, রিপাবলিকগুলির যুক্তরাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করা এবং তার আয়তন বাড়ানো, লাল ফৌজ ও লাল নৌ-সেনানীকে অধিকতর শক্তিশালী করা এবং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের নীতিতে বিশ্বস্ত থাকা—এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাও স্টালিন এই সম্মেলনে গ্রহণ করলেন।

পার্টির নামে স্টালিন এই শপথ গ্রহণ করলেন এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের প্রতি বিশ্বস্ত, লেনিন ও স্টালিনের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত পার্টিও এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছে। লেনিনের মৃত্যুর পরে এই সময়েই স্টালিনের দৃঢ় এবং যোগ্য নেতৃত্বের মঙ্গলজনক পরিণতির কথা পার্টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারল। সমাজতন্ত্রবাদের শত্রুরা—লেনিনের মৃত্যুর সুযোগে, বল্‌শেভিক পার্টিকে তার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারা থেকে বিচ্যুত করতে, তার সাধারণ সভ্যদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং বল্‌শেভিক পার্টির স্থানে ট্রট্‌স্কিপন্থী বিভেদকারীদের দিয়ে মেন্‌শেভিক পার্টি—যা ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবারই সাহায্য করতে পারে, এদের আসনে বসাতে বৃথাই তারা চেষ্টা করতে লাগল।

স্টালিনের নেতৃত্বে এই সমস্ত শত্রুর মুখোশ খুলে পড়ল এবং তারা পরাজিত হ'ল।

এই সময়ে মার্কস্-লেনিনবাদ সম্পর্কিত কতকগুলি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন এই কাজটি চমৎকারভাবে সম্পাদন করলেন। ট্রট্স্কিবাদের মুখোশ খুলে দিয়ে প্রাভ্দা পত্রিকায় তাঁর লেখা "অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের পথ" (লেনিনবাদ-এর ইংরাজী সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত) যাতে তিনি ট্রট্স্কির "অক্টোবরের শিক্ষায়" প্রচারিত মেন্‌শেভিকবাদকে আক্রমণ করেছিলেন ; ১৯২৫ সালের জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল কমিশনের বর্দ্ধিত সভায়, ১৯২৫ সালের মে মাসে মস্কো পার্টি সংগঠকদের সভায় এবং চতুর্দ্দশ কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতা—স্টালিনের সমস্ত লিখিত ও বক্তৃতায় উক্ত ট্রট্স্কিবাদকে এবং নবোদ্ভুত জিনোভিয়েভ্-পন্থীদের পরাজিত করতে পার্টিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। মূলনীতিগত এই যে সমস্ত কাজ স্টালিন সম্পাদন করলেন, এ না হ'লে বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধ-মতবাদীদের পরাজিত করা অসম্ভব হত।

পার্টি এবং তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সভ্যদের শিক্ষার জন্য "লেনিনবাদের ভিত্তি" সম্বন্ধে স্ভের্দলোভ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৪ সালের এপ্রিলে স্টালিন যে কতকগুলি মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছিলেন—তাঁর অন্য সমস্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা পরিপূরক এই বক্তৃতামালা "লেনিনবাদের সমস্যা" নাম দিয়ে সমস্ত দেশে লক্ষ লক্ষ কপিতে ছাপা হয়েছে এবং এটি প্রত্যেক কমিউনিস্টের কাছে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জিনিসের মত। "লেনিনবাদের সমস্যা"তে তিনি লেনিনবাদের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন :

"লেনিনবাদ হ'ল সাম্রাজ্যবাদী যুগের এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কস্‌বাদ। আরও সঠিকভাবে বল্‌তে গেলে, লেনিনবাদ হ'ল সাধারণভাবে সর্ব্বহারা বিপ্লবের কৌশলনীতি এবং বিশেষ ক'রে

সর্ব্বহারা একনায়কত্বের তত্ত্ব ও কৌশল।" (লেনিনবাদ—ইংরাজী সংস্করণ)

এই গ্রন্থে লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে, এর পদ্ধতি, মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব এবং তার গুরুত্ব, এই তত্ত্বের মূলগত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে স্টালিন আলোচনা করেছেন; এ ছাড়াও সর্ব্বহারা একাধিপত্য, কৃষক সমস্যা, জাতীয় এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্ন, নীতি ও কৌশল, পার্টি এবং লেনিনপন্থী কর্ম্মধারা—এ সমস্ত নিয়েও এই বইতে তিনি আলোচনা করেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং অন্যান্য দেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষায় এই বইটি অনূদিত হয়েছে। এই বইটি কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ লক্ষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সভ্যকে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে; মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদী দ্বন্দ্ববাদকে বুঝতে, স্বরাষ্ট্র এবং বৈদেশিক নীতির জটিল সমস্যাগুলি বুঝতে, সূক্ষ্ম সামাজিক ঘটনাগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সমাজের ক্রমবিকাশের সূত্রগুলি জ্ঞাত হ'তে হ'লে প্রত্যেক পার্টি সভ্যেরই এটি পড়া প্রয়োজন।

শান্তি পুনর্গঠনের সময়ে স্টালিনের নেতৃত্ব কঠিন সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে পার্টিকে সাহায্য করেছিল। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রধান ধাপগুলি কঠিন, তবুও শেষ পর্য্যন্ত কৃষক ও শ্রমিকের উন্নত অবস্থায় এর পরিণতি ঘটেছিল। কিন্তু গঠনমূলক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হত না যদি না প্রত্যেকটি কাজ যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা হ'ত। সমাজতান্ত্রিক, শ্রেণীহীন সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথের নক্সা করা প্রয়োজন ছিল। বল্‌শেভিকবাদের শত্রু, সমাজতন্ত্রের যারা বিরোধী ছিল, তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে, যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজতন্ত্র অন্যান্য দেশে জয়লাভ করবে, ততদিন

শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। 'একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের জয়' সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের সত্যতা তারা অস্বীকার করল।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফল হ'ল শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক জয়লাভ। এখন দেখানো প্রয়োজন হ'ল যে, সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে অর্থনৈতিকভাবেও দূর করতে, মুছে ফেলতে এবং একেবারে ধ্বংস করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হ'ল একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা। স্টালিনের বৃহত্তম কাজগুলির মধ্যে একটা হল এই যে, তিনি শুধু আমাদের দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর কাছেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক-আন্দোলনকেই তিনি এই প্রশ্নের সরল ও সোজা উত্তর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, সমাজতন্ত্রের চরম জয় অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সর্ব্বপ্রকার অভিযান ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের সৃষ্টি করা, একমাত্র অন্যান্য দেশে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনীর বিলোপ সাধনের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যেখানে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে কথা—সে-ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়ের এবং শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সর্ব্বরকম প্রয়োজনীয় উপাদান ও অবস্থার অস্তিত্বই বর্ত্তমান আছে।

চতুর্দ্দশ পার্টি সম্মেলন এবং চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেসে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বল্‌শেভিক পার্টির প্রায় সমস্ত সভ্যই স্টালিনের মতকে সমর্থন করলেন এবং কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালেও এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের পঞ্চম অধিবেশন ও কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কার্য্যকরী পরিষদের সপ্তম বর্দ্ধিত সভার কাজেও তিনি সক্রিয় এবং উদ্যোগী অংশ গ্রহণ করেন। মূল নীতির

দিক দিয়েও কার্য্যকরী ভাবে স্টালিনের সাহায্য অন্য দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাজে লেগেছিল। পূর্ব্বতন যুগে লেনিনের নির্দ্দেশ মত স্টালিনের সাহায্যও এদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ধনতন্ত্রের সমর্থকদের বিতাড়িত করা ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা এবং শ্রেণীহীণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্পর্কে ট্রট্স্কিপন্থীরা পার্টির নীতির বিরোধিতা করল; এবং ১৯২৪ সালের শেষের দিকে দেখা গেল যে, তারা "নূতন বিরোধী দলে" যোগ দিয়েছে, যেটার মধ্যে ছিলেন জিনোভিয়েভ্ ও কামে্নেভ এবং তাঁদের সমর্থক ছোট একটি দল। তারা ছিল শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী।

চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেসেই ট্রট্স্কীপন্থী ও জিনোভিয়েভ্-পন্থী এই দুই দলের যুক্ত বিরোধিতার আভাস লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং এটা স্টালিনের কৃতিত্ব যে, নূতন এই বিরোধিতার প্রথম থেকেই তিনি এর বল্শেভিক-বিরোধী স্বরূপের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন এবং এই প্রকারে একে পরাজিত করা সম্ভব করেছিলেন। তাঁর "লেনিনবাদের সমস্যাতে" পরবর্ত্তীকালে তিনি চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেসের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেছেন:

> "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হ'ল এই যে, 'নূতন বিরোধিতা'র ভ্রান্ত পন্থার মূল পর্য্যন্ত এই কংগ্রেস দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, তাদের সন্দেহকে উপেক্ষা করতে পেরেছিল, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিতে পেরেছিল, পার্টির সামনে জয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরেছিল এবং এইরকম করে সর্ব্বহারাদের মনে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের জয় সম্বন্ধে অসীম বিশ্বাস এনে দিয়েছিল।"

এই রকম ক'রে সংগ্রামের এই সবচেয়ে কঠিন অবস্থায়, শত্রুর শক্তিকে পর্য্যুদস্ত ক'রে পার্টিকে জয়ের পথে স্টালিন পরিচালিত করলেন,

মূলনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান দিলেন এবং তাঁর "লেনিন-বাদের সমস্যা"তে পার্টিকে চমৎকার ভাবে পথের ইঙ্গিত দিলেন। সমাজতন্ত্রের চরম জয়ের জন্য পার্টির সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত কতকগুলি প্রধান তত্ত্বমূলক প্রশ্নের তিনি বিশ্লেষণ করলেন। এই সময়ের মধ্যেই দেশকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য এবং কৃষি-সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্টালিন প্রথম কার্য্যকরীভাবে কতকগুলি প্রণালীর খসড়া করলেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে এই সময়ে যে-সমস্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই সম্পর্কে যে-সমস্ত দলিল রচনা করা হয়েছিল তার অধিকাংশের জন্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতিসমূহের বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্ব ছিল স্টালিনের। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম গঠনতন্ত্র সেই সময়ের প্রধান প্রধান দলিলের মধ্যে একটি। সেই সময়ের গুরুত্ব পরবর্ত্তীকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সোভিয়েটগুলির অষ্টম জরুরী কংগ্রেসে গৃহীত সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন 'স্টালিন গঠনতন্ত্রের' চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না।

দশম অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নতির জন্য সংগ্রাম

(১৯২৬-২৯)

সর্ব্বহারা শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসার পর ধনতান্ত্রিক সমাজে কি রকম পরিবর্ত্তন আসবে, সে-সম্বন্ধে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ আমাদের শুধুমাত্র একটা মোটামুটি ধারণা দিয়েছিলেন। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' সমাজতন্ত্রের জয় হ'লে সর্ব্বহারা শ্রেণী কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সে-সম্বন্ধে তাঁরা একটা বিবরণ দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে রুশিয়াতে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করার পূর্ব্বে, কোনো স্থানেই কমিউনিস্টদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী ভাবে সফল করা হয়নি। ফ্রান্সে সাময়িক ভাবে যে "প্যারিস কমিউন" গড়ে উঠেছিল তাতে শ্রমিকশ্রেণী কমিউনিস্ট কর্ম্মসূচী সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়নি, যদিও সামাজিক ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কতকগুলি কাজ আরম্ভ করেছিল।

সোভিয়েট শাসনের প্রথম দিকেই কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা সম্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে শোষক শ্রেণী হ'য়ে পড়লো শেকড় কাটা গাছের মতো। জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য তাদের হাতে দান করা এবং কল-কারখানা, রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদিকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা—এইগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাই হোক সোভিয়েট সরকারের শাসনের প্রথম দিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহযুদ্ধের জন্য মুলতুবী রাখতে হয়েছিল। কেবল এই পরিকল্পনার সাধারণ একটি নক্সা মাত্র করা হয়েছিল—একদিকে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত বল্‌শেভিক পার্টির কর্ম্মসূচীতে এবং আর এক দিকে মৃত্যুর ঠিক আগে, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে পীড়িত অবস্থায় লেনিন যে-সমস্ত প্রবন্ধ অন্যদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন—সেগুলিতে। এই প্রবন্ধগুলির নাম "ডায়েরীর কয়েকটি পাতা"; "সমবায় সম্বন্ধে"; "আমাদের বিপ্লব"; "কেমন ক'রে আমরা কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা পরিদর্শন দপ্তর আবার সংগঠিত করব" এবং "অল্পসংখ্যক কর্ম্মী, কিন্তু ভাল কর্ম্মী চাই।" (সিলেক্‌টেড ওয়ার্কস্ —নবম ভাগ)। এই সমস্ত প্রবন্ধ একত্র করলে আমরা লেনিনের কর্ম্মসূচীর স্বরূপ বুঝতে পারি—যাতে তিনি সমবায় পরিকল্পনার আভাস দিয়েছিলেন, জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ও দেশের শিল্পপ্রসারের জন্য এবং যৌথকৃষির সংগ্রামের খসড়া করেছিলেন।

লেনিন দেখিয়ে দিলেন যে, সর্ব্বহারা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, যখন বৃহৎ শিল্পগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের হাতে এল এবং যখন সর্ব্বহারা শ্রমিক-শ্রেণী কৃষক-শ্রেণীর নেতৃত্ব করতে লাগল, তখন একমাত্র সমবায়-ব্যবস্থার মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে তখন কিসের অভাব ছিল? লেনিন বলতেন, অভাব শিক্ষার এবং সংস্কৃতির সাধারণ মানের। তিনি লিখলেন, "এমন একটা রাষ্ট্র-গঠনের জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব, যেখানে শ্রমিক-শ্রেণী কৃষকশ্রেণীর ওপর তার নেতৃত্ব বজায় রাখবে, কৃষকশ্রেণীর শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকবে এবং এই শ্রমিক-শ্রেণী অত্যন্ত

সংযত প্রয়োগের দ্বারা আমাদের সামাজিক সম্পর্ক হতে অনাবশ্যক কৃত্রিমতার চিহ্নটুকুও মুছে ফেল্‌বে।" তিনি লিখলেন যে, এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আমরা সাহায্যের জন্য যেতে পারি; কঠিনতম মিতব্যয়িতা এবং সংযমের দ্বারাই দেশের শিল্প-প্রসার এবং দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রচলন ইত্যাদির কাজ সফল করার উপায় বার করতে হবে।

"আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে ...আমাদের সঞ্চিত প্রত্যেকটি মুদ্রা বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের জন্য, বিদ্যুৎ প্রচলনের জন্য, ভল্‌খভ্ হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্টেশনের সম্পূর্ণ সংগঠন ইত্যাদির জন্য যেন ব্যয়িত হয়। এর মধ্যেই কেবল আমাদের সমস্ত আশা ভরসা নিহিত আছে। যখন আমরা এই কাজ শেষ করব, উপমা দিয়ে বলতে গেলে কেবল তখনই আমরা সেই ঘোড়াকে চালাতে সমর্থ হব—দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকরূপী ঘোড়া—বিধ্বস্ত কৃষক দেশের অর্থনীতির ঘোড়া, যে-ঘোড়াকে সর্ব্বহারাশ্রেণী খুঁজছে এবং না খুঁজে পারে না—বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প, বিদ্যুৎ, ভল্‌খভ্‌ষ্ট্রয় ইত্যাদির জীবন্ত সেই ঘোড়া।" (লেনিন: সিলেকটেড ওয়ার্কস্—নবম ভাগ, ৪০০-৪০১ পৃষ্ঠা)।

লেনিনের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, পার্টি এই পথই গ্রহণ করবে যে-পথ যথার্থ, এবং এই রকম করে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রুশিয়াকে সমাজ-তান্ত্রিক রুশিয়াতে রূপান্তরিত করতে সফল হবে।

মনে ক'রে দেখুন, কি কঠিন অবস্থার মধ্যে পার্টিকে লেনিনের এই সমস্ত অনুরোধ পালন এবং সমাজতান্ত্রিক উপায়ে দেশের শিল্প-প্রসারের কাজ আরম্ভ করতে হয়েছিল। স্টালিনের নেতৃত্বে নব-সংগঠন যুগের সঙ্কট সবেমাত্র পার্টি তখন কাটিয়ে উঠেছে। এই সঙ্কট ছিল প্রধানত

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের :—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে দারিদ্র্য এনেছিল এবং দেশকে উজাড় করে দিয়েছিল এবং বল্‌শেভিকবাদের বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কিপন্থী এবং অন্যান্য শত্রুরা যে-আক্রমণ চালিয়েছিল—তারই ফল। কিন্তু বৈদেশিক ব্যাপারেও সঙ্কট কিছুমাত্র কম ছিল না। চারপাশের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র—যারা সোভিয়েট শক্তির সঙ্কটের সুযোগে তাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছিল—এই সমস্তকে পরাজিত করার প্রয়োজন ছিল।

এইরূপে, ১৯২৭ সালের মে মাসে বৃটিশ রক্ষণ-পন্থীরা গ্রেট ব্রিটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে কুটনৈতিক এবং বাণিজ্যগত সম্পর্কের মধ্যে সংঘর্ষ আনল। ১৯২৭ সালের জুন মাসে 'ওয়ার্‌স-তে প্রতিক্রিয়াপন্থী রুশ শ্বেতরক্ষীরা পোলাণ্ডের সোভিয়েট দূত কমরেড ভইকভ্‌কে হত্যা করল এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, এই রকম করে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নকে কতকগুলি অসতর্ক পথ গ্রহণ করতে প্ররোচিত করবে—যেগুলি যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণের অছিলারূপে ব্যবহৃত হবে। এই উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা ট্রট্‌স্কিপন্থীদের উপর নির্ভর করেছিল, যাদের দুষ্টদলের চাঁই ছিলেন ট্রট্‌স্কি, র‍্যাকোভ্‌স্কি, জিনোভিয়েভ্‌, কামেনেভ্‌ এবং অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করছিল।

দেশের শিল্প-প্রসার, বৃহৎ শিল্প-কারখানা গঠন, শক্তিশালী যন্ত্রোৎপাদক শিল্প এবং দেশরক্ষায় প্রয়োজনীয় অস্ত্রনির্ম্মাণব্যবস্থা এবং ট্রাক্‌টর ও অন্যান্য জটিল কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপাদক শিল্পের সৃষ্টি—যেগুলোর সাহায্য ছাড়া ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনী থেকে সোভিয়েট দেশকে রক্ষা করা অসম্ভব হত—এই সমস্তের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা আর একটা কঠিন কাজ ছিল। দেশব্যাপী বৃহৎ কৃষি-সমবায় গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, কেননা এছাড়া ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করা অসম্ভব।

১৯২৫ সালের শেষের দিকে বিশ্বাসঘাতক কামেনেভ-জিনোভিয়েভের দল আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ল। চতুর্দ্দশ পার্টি কংগ্রেসের সময় আমরা দেখেছি, এই বিশ্বাসঘাতকরা কি রকম ক'রে পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের পরাজিত করার জন্য বল্‌শেভিক পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে কয়েকজনকে লেনিনগ্রাদে পাঠান হ'ল এবং এঁদের নেতৃত্ব নিলেন এস্‌-কিরভ, যিনি বিশ্বস্ত বল্‌শেভিকরূপে, শ্রেষ্ঠ সংগঠকরূপে এবং বিপ্লবের একজন তেজস্বী বক্তারূপে স্টালিনের ভালবাসা অর্জ্জন করেছিলেন।

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী পরিষদের বর্দ্ধিত ষষ্ঠ অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী এবং "অতি-বামপন্থী"-দের বিরোধিতার সমালোচনা ক'রে স্টালিন বক্তৃতা দিলেন। ট্রট্‌স্কি এবং পার্টির অন্যান্য শত্রুর বিরুদ্ধে এই সময়ে তিনি যে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৬ সালের ১৫ই জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যুক্ত সভায় তাঁর বক্তৃতা, সোভিয়েট রুশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) পঞ্চদশ অধিবেশনে বিরোধীদলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধ এবং ১৯২৬ সালের নভেম্বরে এই সম্মেলনেই "আমাদের পার্টিতে সোশাল-ডেমোক্রাটিক বিচ্যুতি"—এই বিষয়ের উপর তর্ক-সভায় তাঁর রিপোর্ট ও উত্তর—এই সমস্তেরই গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এইগুলোতে এবং অপরাপর বক্তৃতাতে কমিন্‌টার্ণ ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক বিরোধিতার পুঙ্খানুপঙ্খরূপে তিনি সমালোচনা করেন। তিনি ট্রট্স্কিবাদের শঠতার মুখোশ খুলে দিলেন এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, এই বিরোধীদল পরবর্ত্তীকালে অপরিহার্য্যরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে বিপ্লব-বিরোধী শক্তিতে পরিণত হবে। যদিও সেই সময়ে ট্রট্স্কিপন্থীদের

সঙ্গে বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের চিঠিপত্র-আদানপ্রদানের অব্যবহিত যোগাযোগ সম্পর্কে দলিলপত্রের প্রমাণ পার্টি তখনও পায়নি, তাহ'লেও বিভিন্ন বল্‌শেভিক বিরোধীদল সম্পর্কে মার্ক্‌সীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা ক'রে স্টালিন ট্রট্স্কিবাদের বিপ্লব-বিরোধী স্বরূপ চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ ক'রে সকলের চোখে তুলে ধরলেন।

কমিন্‌টার্নের সভ্যদের বল্‌শেভিক শিক্ষার জন্য এবং প্রাচ্যদেশে বিপ্লবের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য চীন সমস্যা সম্পর্কে স্টালিনের বক্তৃতাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই বক্তৃতার মধ্যে আছে "চীনে বিপ্লবের সম্ভাবনা" ; ১৯২৬ সালের ৩০শে নভেম্বর কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী সমিতির চীন কমিশনে তাঁর বক্তৃতা, তাঁর "চীন বিপ্লবের সমস্যা"—প্রচারকদের অবশ্য পাঠ্য। ১৯২৭ সালের ১৩ই মে সান-ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তাঁর বক্তৃতা এবং ১৯২৪ সালের ২৪শে মে চীন বিপ্লবের সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কাজ সম্পর্কে কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশনালের কার্য্যকরী সমিতির অষ্টম সভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা, ৬ষ্ঠ কমিন্‌টার্ন কংগ্রেসে গৃহীত তাঁর কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের কর্ম্মসূচীর খসড়া রচনা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যশনালকে দিয়েছে বৃহত্তম মূল্যবান ঐতিহাসিক একটি অবদান। কমিউনিজ্‌মের জন্য আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রামের তত্ত্বমূলক ভিত্তি সম্পর্কে খসড়া প্রস্তুত করতেও স্টালিন সাহায্য করেছিলেন।

১৯২৬ সালের জুন মাসে ইংলণ্ডের সাধারণ ধর্ম্মঘট এবং পোলাণ্ডের ব্যাপার সম্বন্ধে টিফ্‌লিসে ট্রান্সককেশীয় সেণ্ট্রাল রেলওয়ে কারখানার কর্ম্মীদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। ১৯২৬ সালের নভেম্বরে "আমাদের পার্টিতে সোশাল ডেমোক্রাটিক্ বিচ্যুতি" এই সম্বন্ধে কমিউনিস্ট

পার্টির পঞ্চদশ সম্মেলনে রিপোর্ট দেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের কার্য্যকরী সমিতির সপ্তম বর্দ্ধিত সভায় তিনি বক্তৃতা দেন—"আমাদের পার্টিতে পুনরায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক বিচ্যুতি"—এই বিষয়ে। এই পরবর্ত্তী বক্তৃতায় ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্র দেশে অর্থাৎ তখন একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সমাজতন্ত্রের জয় সম্ভব, এই সম্পর্কে তাঁর ও লেনিনের মতবাদ বেশ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

যুদ্ধের পরে, জাতীয় অর্থনীতির পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার পর সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে পার্টি কাজ আরম্ভ করল এবং জনসাধারণের কাছে এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া অপরিহার্য্য বোধ করল।

কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) পঞ্চদশ অধিবেশনে স্টালিন বল্‌লেন : "কোন্‌দিকে যাব সে সম্বন্ধে না জেনে এবং আন্দোলনের লক্ষ্যের কথা মনে না রেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি না। ভবিষ্যৎ না দেখে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কাজ আরম্ভ করার পর যে আমরা তাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হব, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে আমরা কাজে হাত দিতে পারি না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টি ছাড়া এবং স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া গঠনকার্য্যের নেতৃত্ব পার্টি নিতে পারে না। বার্নস্টেইন-এর উপদেশ মত আমরা এভাবে চলতে পারি না যে, 'আন্দোলনই সব, উদ্দেশ্য কিছুই নয় ; বিপরীত পক্ষে, যেহেতু আমরা বিপ্লবী, সেইহেতু সর্ব্বহারার গঠনকার্য্যের মূলগত শ্রেণী-উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অগ্রগতি এবং কর্ম্মধারা পরিচালিত করব। নইলে আমরা নিঃসন্দেহে এবং অব্যর্থ-ভাবে সুবিধাবাদের পঙ্কিল আবেষ্টনীতে নিক্ষিপ্ত হব।"

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশন সিদ্ধান্ত করল যে, দেশের

অর্থনৈতিক জীবনে সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ শিল্প যে একটা বড় স্থান নিয়েছে তাকে দৃঢ় করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, স্টালিন তাঁর সমস্ত মনোযোগ, উৎসাহ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ়তা নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটি নূতন গৃহীত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য স্টালিন যে কি ভয়ানকভাবে খেটেছিলেন তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। প্রত্যেকটি কারখানার কাজ কিভাবে চলছে তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা লক্ষ্য করতেন। সতর্ক 'উদ্যান-পালকে'র মত তিনি নূতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটি নবজাত সংগঠনকে সস্নেহে লালন করতেন। নূতন ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের অবস্থার তিনি উন্নতি সাধন করতে লাগলেন, শ্রমিকদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি বিকাশের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। মার্ক্স্-লেনিনবাদী তত্ত্বের আলোকে তিনি অব্যর্থভাবে বিজয়ের পথ আলোকিত করতে লাগলেন। এই পথকে তিনি সংক্ষিপ্ত করতে চাইলেন এবং তার উপায়ও খুঁজে বার করলেন। গৃহীত কর্ম্মধারা থেকে পার্টিকে বিচ্যুত করার প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকে তিনি নির্দ্দয়ভাবে দমন করলেন এবং কমিউনিজ্‌মের অগ্রগতির পথে যারা বাধা দিতে এল তাদের সকলকেও নির্ম্মমভাবে বিধ্বস্ত করলেন।

যখন তিনি এইরকম বিরাটভাবে এবং অবিরতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এর মধ্যেই তিনি নিজের লেখার এবং অসংখ্য প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করার সময় পেতেন। এইভাবে, ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর "চীন বিপ্লবের সমস্যা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল; ১৯২৭ সালের ২৮শে জুন প্রকাশিত হ'ল "সাময়িক প্রসঙ্গের টীকা"; ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম আমেরিকান্ শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে

তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ প্রকাশিত হ'ল; ১৯২৭ সালের নভেম্বরে বিদেশী শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ এবং তাঁর প্রবন্ধ "অক্টোবর বিপ্লবের আন্তর্জ্জাতিক স্বরূপ" ("লেনিনবাদে"র ইংরাজী সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশিত হ'ল।

এটা মনে রাখা দরকার যে, স্টালিনের দৈনন্দিন কাজে, তিনি আমাদের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সমিতি এবং ব্যক্তিকে যে সমস্ত উপদেশ দেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অসংখ্য চিঠির যে সমস্ত জবাব দেন, তার একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশই আমরা খবরের কাগজে দেখতে পাই।

তাঁর রচনায়, স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের এবং পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে গেছেন এবং এইভাবে নব নব অবদানে মার্কস্-লেনিনের মতবাদকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সমস্ত রচনায় সর্ব্বহারার আন্তর্জ্জাতিকতার তত্ত্বই প্রধান সুর। কেমন ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিকে—বিশ্বের সর্ব্বহারা শ্রেণীর প্রধান অবলম্বনকে, সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক জনসাধারণের পিতৃভূমিকে এবং সাম্যবাদের জন্মভূমিকে—শক্তিশালী করতে হয়, তা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে গ্রাম্য জনসাধারণকে সাহায্য করা সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যা উঠেছিল, সেদিকে স্টালিন বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন। দেশের শিল্পপ্রসারে তাঁর নীতি মেনে নিয়ে পার্টি যে ভাবে কাজ করছিল, তা পরবর্ত্তীকালে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য গণ-আন্দোলনকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল।

পার্টি সিদ্ধান্তগুলি,—কেন্দ্রীয় কমিটি এবং "কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশন"

-এর বর্দ্ধিত সভাগুলির সিদ্ধান্ত, পঞ্চদশ পার্টি সম্মেলনের এবং পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত—এগুলিকে বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই সময়ে বল্‌শেভিকবাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং তথাকথিত "যুক্ত বিরোধীদলে"র বিরুদ্ধে—যাদের কাজ দিন দিন প্রতি-বিপ্লবের দিকে এবং পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং চক্রান্তে নেমে আসছিলে—এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টির অনেক শক্তি ও উৎসাহ ব্যয় করা হয়েছিল। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্টালিন। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টির বিশ্বাসঘাতকদের সমস্ত আক্রমণ উদ্যত হয়েছিল এবং তাঁকে এবং বল্‌শেভিক পার্টির অন্যান্য বিশ্বস্ত সন্তানকে হত্যা করার জন্য এই বিশ্বাস-ঘাতকরা হীন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল।

১৯২৭ সালের শরৎকালে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের আক্রমণ বিশেষভাবে ভীষণ হয়ে উঠল। প্রকাশ্যভাবে তারা বিপ্লব-বিরোধী কাজে লিপ্ত হ'ল এবং ভবিষ্যতে ধনতন্ত্রের পুনরুদ্ধার কল্পে একটা দল সৃষ্টি করার সমর্থনে এবং এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করার কথাও প্রকাশ্যভাবে প্রচার করতে লাগল। সবরকম কুৎসা রটনা করা এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করার কাজে তারা লেগে গেল, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগল এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের পথ পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগল।

স্টালিনের রিপোর্ট শোনার পর পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস ঘোষণা করল যে, ট্রট্‌স্কিপন্থী বিরোধী দল "লেনিনবাদ হতে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে," মেন্‌শেভিক দলে অবনতি হয়েছে, আন্তর্জ্জাতিক এবং স্বদেশী বুর্জোয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করার পথ নিয়েছে এবং বাস্তবিক পক্ষে বলতে গেলে সর্ব্বহারা একাধিপত্যের শত্রু একটা তৃতীয় শক্তির হাতের যন্ত্র স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

স্টালিনের রিপোর্টের ফলস্বরূপ পঞ্চদশ কংগ্রেস পার্টির এই শত্রুদের সভ্যপদ থেকে বিতাড়িত ক'রে দিল এবং দেশে অধিকতর শিল্প-প্রসারে এবং কৃষি-সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার, ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম এবং সবরকম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল উৎপাটন করার পথ গ্রহণ করল। পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি ক'রে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করা হ'ল। এটি সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির জন্য স্টালিনের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা।

এই সময়ে, যখন ট্রট্স্কিপন্থীদের পার্টি হতে বিতাড়িত করা হ'ল, ধনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দক্ষিণপন্থী নেতারা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন—রাইকভ, বুখারিন, টম্স্কি এবং অন্যান্য কয়েকজন—যাঁরা আগে পার্টির সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধের কথা গোপন করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এমন ভানও করেছিলেন যে, যেন তাঁরা ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। দক্ষিণপন্থীদের কাছ হতে এই যে বিপদ এল, এটাই প্রধান বিপদ হয়ে দাঁড়াল এবং এদের বিরুদ্ধে প্রবলতম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ল। ধনতন্ত্রের ভাবী পুনরুদ্ধারকারী এই দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও স্টালিন নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে "ইন্স্টিটিউট অফ রেড প্রফেসারস্", "কমিউনিস্ট একাডেমী" এবং "স্ভের্দ্লোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের" ছাত্রদের এক সভায় তিনি বক্তৃতা দিলেন দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, বৃহৎ শিল্প-প্রসারের পথে বাধা দেওয়া আত্মহত্যারই নামান্তর হবে এবং "এর মানে হবে যে, আমাদের দেশে শিল্প-প্রসারের শ্লোগান ত্যাগ ক'রে দেশকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড়ে রূপান্তরিত করা।" (লেনিনবাদ)

১৯২৮ সালের ১৯শে অক্টোবর কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) "দক্ষিণপন্থী" বিপদ সম্বন্ধে মস্কো কমিটি এবং পার্টির মস্কো কণ্ট্রোল কমিশনের সাধারণ সভায় স্টালিন বক্তৃতা করেন। তিনি এই বলে সতর্ক ক'রে দেন যে, দক্ষিণপন্থীরা ধনী চাষীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের আহ্বান জানান।

তিনি বল্‌লেন :

"বিপদ হতে মুক্ত হ'তে হ'লে প্রথমেই আমাদের 'দক্ষিণপন্থী' বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাকে পরাস্ত করতে হবে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের 'দক্ষিণপন্থী' বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠ্‌তে হবে যেটা আমাদের বিপদ কাটানোর সংগ্রামকে বাধা দিচ্ছে এবং বিপদের বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম করার ইচ্ছা নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।"

(লেনিনবাদ)

যখন পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের সংগ্রাম প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, তখনকার মতই এখন আবার ধনতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকারী দক্ষিণপন্থীরা সোভিয়েট সরকার এবং বল্‌শেভিক পার্টির শত্রুদের উত্তেজিত ক'রে তুল্‌ল। এই সময়ে সাখটি জেলার কুখ্যাত ধ্বংসকারী দলের বিচার আরম্ভ হ'ল। আন্তর্জ্জাতিক পুঁজিপতি এবং পলাতক রুশ ধনতান্ত্রিক এবং পূর্ব্বকালের শিল্পবিদ্‌দের একটি দল, যারা সোভিয়েট ইউনিয়নেই কাজ করছিল—এরা সকলে মিলে একটা দল পাকিয়ে তুলল এবং এদের কাজ হ'ল ধ্বংসকার্য্য, —এবং প্রতি-বিপ্লবী কার্য্যে সাহায্য করা।

মস্কো পার্টি সংগঠনের এক সভায় কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের সাধারণ সভার কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়ে

স্টালিন দেখিয়ে দিলেন যে, "সাখটি" বিচারে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের উপর বিদেশী ধনিক এবং দেশের মধ্যে তাদের দালালদের একটা নতুন এবং গুরুতর আক্রমণের সূচনা করছে এবং তাছাড়া দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে একটা অর্থনৈতিক আক্রমণের আভাস দিচ্ছে।

"সাখটি" বিচারে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল,—পুরোনো আমলের শিল্পবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই, যারা দেশ থেকে পালায়নি, সোভিয়েট শাসনযন্ত্রের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। স্টালিন তখনই বুঝতে পারলেন যে, বিপ্লবের প্রতি শ্রমিক-শ্রেণীর কারিগরদের এবং সর্ব্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাদের দৃঢ় আস্থা পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছে তাদের নিয়ে একটা নূতন শিল্পবিদ্‌ সম্প্রদায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই ভাবে, বিপদ দেখা দিলে তা থেকে শিক্ষা লাভ করতে এবং তাকে জয় করতে স্টালিন পার্টিকে শিখিয়ে দিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির (বল্‌শেভিক) "দক্ষিণপন্থী" বিচ্যুতি সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে, ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সভায় বক্তৃতাতে স্টালিন পার্টির আত্ম-সমালোচনার শ্লোগানের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি বল্‌লেন :

"যদি না আমরা সমালোচনা, বিশেষ ক'রে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমালোচনার অভ্যাস গড়ে না তুলি, যদি না আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ জনসাধারণের সমালোচনার আয়ত্বের মধ্যে আন্‌তে না দিই, তা'হ'লে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কাজ এবং বুর্জোয়া-শ্রেণীর ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপকে ঠেকানোর কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।"

স্টালিন দেখালেন পার্টি-পরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আত্ম-সমালোচনার শ্লোগানের কতটা স্পষ্ট এবং জরুরী গুরুত্ব রয়েছে: যৌথ কৃষির এবং রাষ্ট্র কৃষির কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ; শস্য সংগ্রহের জন্য সংগঠন; পার্টি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধন; সোভিয়েট শাসনযন্ত্রে এবং ট্রেড ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; পার্টির সভ্যদের মধ্য থেকে বল্‌শেভিক-বিরোধীদের বিতাড়ন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার অর্থ হ'ল—"জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে ধনিক-ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের আক্রমণ, সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে আমাদের দেশের শ্রমিকদের এটা হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।" (লেনিনবাদ)

আমরা এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব যে, সত্যি সত্যই স্টালিনের নেতৃত্বে পার্টি ট্রট্‌স্কিবাদ এবং দক্ষিণপন্থী-সুবিধাবাদ এদের দুটোকেই ধ্বংস করতে সক্ষম হ'য়েছিল এবং স্টালিন ও লেনিনের নির্দ্দেশিত পথ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, সোভিয়েট দেশে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজকে সফল ক'রে তুল্‌তেও সক্ষম হয়েছিল।

> "এইরকম বিরাট ভিত্তিতে শিল্প-গঠন, নূতন সংগঠনের জন্য এত উৎসাহ এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এতখানি শ্রমশক্তির প্রকাশ ইতিহাসে এর আর নজীর নেই।" ("কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস" —২৯৭ পৃঃ)

দেশে শিল্প-প্রসারের কাজে এবং সমবায়ের কৃষি যৌথ কর্ম্মধারার প্রথম ধাপগুলির সামনে এসে এই যে জয় হ'ল,—তাতে যৌথ-কৃষি এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষকদের গণ-আন্দোলন সাফল্যপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

যখন কেমন করে এই গণ-আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, সেই সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখাবার সময় আস্‌ত, তখন স্টালিন নিজে যেখানে সংগ্রামের সংগঠন ভালভাবে চল্‌ছে না অথবা যেখানে বেদস্তুর কতগুলো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে,—সেই জেলাগুলো পরিদর্শন করতেন। এই রকম করে ১৯২৮ সালের শীতকালে তিনি সাইবেরিয়া—বার্‌নাউল্‌ এবং আল্‌তাই অঞ্চলের অন্যান্য কতকগুলো স্থান পরিদর্শন করলেন; সেখানে সক্রিয় পার্টি কর্ম্মীদের সভা আহ্বান করলেন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

সোভিয়েট শাসনের দ্বাদশ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে স্টালিন এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, তার নাম হল, "বৃহৎ পরিবর্ত্তনের একটি বছর।" তিনি লিখ্‌লেন, "গ্রামে ও শহরে ধনিকদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ 'আক্রমণে'র মধ্যে এই পরিবর্ত্তন প্রকাশ পেয়েছে।" (লেনিনবাদ)। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধি—যেটা না হলে ধনিকতন্ত্রের ওপর সমাজতন্ত্রের জয় ধারণা করা যেত না, এই ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন হচ্ছিল। শিল্প-গঠনের কাজেও এই পরিবর্ত্তন চল্‌ছিল, যে-সম্পর্কে স্টালিন ঘোষণা করেছিলেন—"যতক্ষণ না আমরা দক্ষ কর্ম্মীদের সমস্যার সমাধান করতে পার্‌ছি, ততদিন ভাবা যেতে পারে না যে, বৃহৎ শিল্প-গঠনের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে।" (লেনিনবাদ)

কৃষি-ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ হয়নি। "মধ্য" শ্রেণীর কৃষকরা যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলে দলে যোগ দিচ্ছিল। স্টালিন লিখ্‌লেন, "কৃষির উন্নতির পথে মূলগত পরিবর্ত্তনের এটাই হল ভিত্তি এবং গত বছরে সোভিয়েট সরকারের এই কাজটিকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা যায়।" (লেনিনবাদ)

এই সমস্ত সন্তোষজনক ফলাফলগুলির কথা বিবৃত করে স্টালিন অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত করলেন এবং তাতে পার্টি এবং শ্রমিকশ্রেণী নতুন নতুন বীরত্বের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠ্‌ল এবং চরম জয় সম্বন্ধে আরও বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

"যুগ-যুগব্যাপী রুশ পশ্চাদ্বর্ত্তীতা ত্যাগ করে আমরা শিল্প-প্রসারের পথে—সমাজতন্ত্রের দিকে পুরোদমে এগিয়ে চল্‌ছি। আমাদের দেশ এখন ধাতু শিল্পের দেশে, মোটর গাড়ীর দেশে, ট্রাক্টরের দেশে পরিণত হতে চলেছে। আমরা যখন সোভিয়েট ইউনিয়নকে মোটর গাড়ীর উপর এবং কৃষককে ট্রাক্টরের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব, তখন 'শ্রদ্ধাভাজন ধনিকশ্রেণী', যারা 'সভ্যতার' বড়াই করে চিৎকার করে, তারা তখন একবার আমাদের পরাজিত করতে চেষ্টা করে দেখুক। তখন আমরা দেখতে পাব কোন্ দেশকে পশ্চাদবর্ত্তীদের দলে শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং কা'কেই বা অগ্রবর্ত্তীদের দলে ফেলা যায়।" (লেনিনবাদ)

একাদশ অধ্যায়

যৌথ কৃষি-সমবায় সংগঠন

যৌথ কৃষি-সমবায় সংগঠনের জন্য যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল কৃষির ক্ষেত্রে সেই বিরাট বিপ্লবের উপর কোনো ঐতিহাসিকই জোর না দিয়ে পারেন না। এই দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ১৯২৯ সাল, বিরাট পরিবর্ত্তনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কৃষকশ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণী যে মনোভাব অবলম্বন করেছিল, প্রথমত তার জন্যই যৌথ কৃষি ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করেছিল। শ্রমিকদের এই নীতি নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিল পার্টি—স্টালিন তার নেতৃত্ব করেছিলেন। ধনতন্ত্র পুনরুদ্ধারকারী দক্ষিণপন্থীরা যারা ছিল যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার বিরোধী এবং যে-সব বামপন্থী পার্টি নীতিকে বিকৃত ক'রে যা একমাত্র দীর্ঘদিনের প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিতর্কের দ্বারা জয় করা যেতে পারে তা শাসনতান্ত্রিক বলপ্রয়োগ দ্বারা লাভ করতে চেষ্টা করছিল এবং এইভাবে কৃষকদের হটিয়ে দিচ্ছিল এবং শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছিল—এদের উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনি সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। দেশের মধ্যে শিল্প বিস্তারের জন্যই যৌথ কৃষি ব্যবস্থার পত্তন করা সম্ভব হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের হাতে বহু রসদ এল এবং এর দ্বারা আন্দোলনকে সাহায্য করতে এবং তার সুবিধা করে দিতে তারা সমর্থ হ'ল।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস্ ও এঙ্গেলসের যৌথ কৃষি-প্রথা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করার সুযোগ পাননি। ১৮৮১ সালে ভেরা জাসুলিচকে লিখিত এক পত্রের খসড়ায় মার্কস্ এই মত প্রকাশ করেন যে, রুশিয়ার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক অবস্থায়, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হলে, এখানে যন্ত্রচালিত যৌথ-কৃষিকার্য্য সফল হবে। তাঁর ধারণায় যান্ত্রিক যৌথ-কৃষিকার্য্যের জন্য রুশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে তৈরী যন্ত্রপাতি পেতে পারে।

লেনিন লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর ও ট্রাক্টরচালক তৈরী করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইহা থেকেই আমরা জানি যৌথ-কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তনকে কতকটা গুরুত্বপূর্ণ তিনি মনে করতেন।

স্টালিনের নেতৃত্বে লেনিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে। যাতে বড় বড় ট্রাক্টর তৈরীর কারখানা এবং অন্যান্য জটিল কৃষি-যন্ত্রপাতির কারখানা গড়ে উঠে, সে-দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে তিনি স্বয়ং মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন যন্ত্রাদি পরীক্ষা করে, তিনি নক্সাকারীদের, ফ্যাক্টরী পরিচালকদের ও আবিষ্কারকদের বুঝিয়ে দিতেন, যন্ত্রের কি উন্নতি প্রয়োজন এবং কোন্ নতুন যন্ত্র, কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে। এই প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত প্রকার শ্রমলাঘবকারী যন্ত্র—যথা ট্রাক্টর, ফসলকাটা যন্ত্র, আলুর বীজ বোনার যন্ত্র, কর্ষণকারী যন্ত্র, ফ্ল্যাক্স, বীট্ ও তুলা তোলার যন্ত্র বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়।

যৌথ-কৃষি প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়েছিল কারণ স্টালিন সর্ব্বদাই দেশের শ্রেষ্ঠ লোকের মারফৎ এবং জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে কাজ করতেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন—সাফল্য আপনা থেকে আসে না, এর জন্য

সংগ্রাম করতে হয়, এর জন্য শ্রমিকদের উপযুক্ত ও স্থায়ী সংগঠন ও উপযুক্ত নেতৃত্ব প্রয়োজন।

একথা বলা যায় না যে, কৃষি যৌথকরণের কাজ বিনা বাধায়—সহজ গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। এর কারণ সম্বন্ধে এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের কৃষি যৌথকরণ এবং সাধারণভাবে কৃষিকার্য্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যে সময়ে কাজে পরিণত করা হচ্ছিল সে-সময়ে ধনতন্ত্রের মধ্যে এক বিশ্বসংকট দেখা দিয়েছে এবং সে-সময় ধনিকরা স্বপ্ন দেখছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিল যাতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজেদের ভার লাঘব করতে পারে—তাছাড়া সে সময়ে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। ১৯৩১ সালে জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা মাঞ্চুরিয়া দখল করল এবং "মাঞ্চুকুও" নামে তারা যে এক নতুন গভর্নমেণ্ট খাড়া করল—তার উদ্দেশ্য হ'ল ভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘাঁটি তৈরী করা।

দেশের মধ্যে গৃহশত্রু ট্রট্স্কিপন্থী ও ধনতন্ত্রপ্রতিষ্ঠাকামী দক্ষিণপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ও তাদের গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে মিলে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, বিদেশী রাষ্ট্রের জন্য গুপ্ততথ্য সরবরাহ করা ও পার্টির শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা কিরভ্‌কে হত্যা করতে সমর্থ হ'ল, এছাড়া পার্টি ও গভর্নমেণ্টের নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্রও তারা করেছিল। তাদের চরম আক্রোশ ছিল স্টালিনের উপর, কারণ তিনিই জনগণের ইচ্ছাশক্তি, বিবেক, বুদ্ধি ও অফুরন্ত তেজের মূর্ত্ত প্রতীক।

এই অবস্থায় বল্‌শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালক ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের পরিচালক হিসাবে স্টালিন সমগ্রভাবে কৃষি যৌথকরণের ভিত্তি ধনী চাষীদের উচ্ছেদ নীতি গ্রহণ করলেন। এই

নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এর ফলেই কৃষিতে যৌথ ফার্ম্ম গঠনের কাজ সফল হয়েছিল। ধীরে ধীরে স্টালিন কৃষিতে এই বিরাট রূপান্তরের পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯২৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মার্কস্‌পন্থী কৃষি-বিজ্ঞানের ছাত্রদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্টালিন দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর রুশিয়াতে কি বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছে। তিনি বললেন—"আমাদের সামনে দুটি পথ রয়েছে—হয় আমরা ধনতন্ত্রে ফিরে যাব, নয়ত আমাদের সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া কোনো তৃতীয় পন্থা নাই।" তিনি দেখিয়ে দিলেন, বুখারিনের মতাবলম্বীরা অত্যন্ত সুবিধাবাদী মতবাদ প্রচার করছে—যথা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে "ভারসাম্য" রক্ষা করতে হবে, সমাজতন্ত্রের বিবর্ত্তন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হবে—এই সব মতবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিভিন্ন সময়ে পার্টিকে বিভিন্ন শিল্পের বিষয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করতে হয়েছে, যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, জিনিসও উৎকৃষ্টতর হয়। বলশেভিক্ পার্টি কখনও মনে করেনি যে, কৃষিকার্য্যে যৌথকরণ আপনা থেকেই সম্ভব হবে। স্টালিন বললেন—"সমাজতান্ত্রিক শহরগুলি নেতৃত্ব নেবে যাতে গ্রামে যেখানে অধিকাংশ চাষী ছোট ছোট জমিতে কাজ করছে, সেখানে যৌথ-ফার্ম ও সরকারী ফার্ম গঠিত হয় এবং গ্রামাঞ্চলগুলি নতুন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে উঠে।" (লেনিনবাদ)

তিনি ক্ষুদ্র কৃষি-ব্যবস্থার "স্থায়িত্ব" সম্বন্ধে নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারার ভুল দেখিয়ে দিলেন। তিনি দেখালেন, যৌথ কৃষিপ্রথার প্রবর্ত্তনের ফলে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছে, শ্রেণী-সংহতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। শস্য ও গৃহপালিত পশুর উৎপাদনে ধনী চাষীদের পূর্ব্বেকার প্রাধান্য আর নেই। স্টালিন বললেন—"আমরা

এমন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছি যে, যৌথ-ফার্ম ও সরকারী ফার্মের উৎপাদন ধনী চাষীদের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেছে।...সেইজন্যই আমরা বর্ত্তমানে 'ধনী চাষীদের শোষণ প্রবৃত্তি সংযত করার নীতি' থেকে শ্রেণী হিসাবে 'ধনী চাষীদের উচ্ছেদ করার নীতি' গ্রহণ করেছি।"

(লেনিনবাদ)

একথা বলা দরকার যখন কেন্দ্রীয় কমিটি ধনী চাষীদের বিরুদ্ধে তীব্রতর অভিযান চালাবার কথা বলে, সে-সময় পার্টির মধ্যে অনেক "বামপন্থী" পার্টি নীতিকে বিকৃত করে স্থির করল, কৃষিতে যৌথপ্রথা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করবার দরকার নেই। তারা যেসব অঞ্চলে অবস্থা অনুকূল ছিল না সেখানেও যৌথ-কৃষি প্রবর্ত্তন করতে আরম্ভ করল। তারা ধনী চাষী নয় এমন বহু লোকের জমি কেড়ে নিয়েছিল। এই নীতি বিশেষ বিপজ্জনক ছিল কারণ বলশেভিক পার্টি ও সোভিয়েট ব্যবস্থার শত্রুরা এর সুবিধা নিয়ে চাষীদের সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে এবং তাদের যৌথ কৃষিপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলবে।

স্টালিন এই বিপজ্জনক নীতি বিকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখলেন: "সাফল্যে এদের মাথা ঘুরে গেছে" (লেনিনবাদ)। এই প্রবন্ধ লেখার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এতে পূর্ব্বকৃত ভুলের সংশোধন করতে সাহায্য করে এবং এতে গ্রামাঞ্চলগুলিকে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করলেন, যৌথ কৃষিপ্রথা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে যে-কৃষি "আর্টেল" প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে শুধু প্রধান উৎপাদন যন্ত্রগুলি যৌথ সম্পত্তি হবে। বাসগৃহ ও সংলগ্ন জমি, শাকসব্জি বা ফলের ছোট বাগান, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতির একাংশ ছোট ছোট গৃহপালিত পশু ইত্যাদি

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থেকে যাবে। কৃষি-কমিউন ব্যবস্থা—যাতে সমস্ত উৎপাদন ও বণ্টন সমাজতান্ত্রিক ভাবে হয়, তা প্রবর্ত্তন করার সময় এখনও আসে নি।

এই প্রবন্ধে স্টালিন নেতাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"নেতাদের কাজ বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। যদি তাঁরা আন্দোলন থেকে পেছিয়ে পড়ে তা হ'লে তারা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু বেশী এগিয়েও যাবেন না, কারণ এভাবে এগিয়ে গেলেও তাঁরা জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। যিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে চান এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চান তাঁকে দুই দিকে সংগ্রাম চালাতে হবে—যারা পেছিয়ে পড়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা বেশী এগিয়ে গেছে তাদেরও বিরুদ্ধে।

"আমাদের পার্টি শক্তিশালী ও অপরাজেয়, কারণ আন্দোলনের নেতৃত্ব করার সময় পার্টি চাষী-মজুরদের বিরাট জন সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্ক বিস্তৃত ক'রে চলে।"

(লেনিনবাদ)

এই প্রবন্ধ লেখার পর ১৯৩০ সালের ১৫ই মার্চ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্টালিনের নির্দ্দেশে—"কৃষি যৌথকরণের আন্দোলনে পার্টি নীতির বিকৃত প্রয়োগ বন্ধ করা" সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। স্টালিনের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের মত এই প্রবন্ধটিও গ্রামাঞ্চলে নীতির ভুল ও বিকৃত প্রয়োগের সংশোধনে বিশেষ সাহায্য করে।

যখন এর পর স্টালিন চাষীদের কাছ থেকে ও যৌথ-ফার্মের কর্ম্মীদের কাছ থেকে যৌথ-কৃষিপ্রবর্ত্তন সম্বন্ধে অজস্র চিঠি পেতে লাগলেন, তখন

তিনি তার জবাব দিলেন—"যৌথ-ফার্মের কর্ম্মীদের প্রশ্নের উত্তর" (লেনিনবাদ) প্রবন্ধে। ১৯৩০ সালের ৩রা এপ্রিল এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি পার্টি ও সোভিয়েট কর্ম্মীরা যৌথ-কৃষি আন্দোলনে যে সব বড় ভুল করেছে, তা উল্লেখ করেন। এই ত্রুটিগুলির প্রধান কারণ হ'ল মাঝারি অবস্থার কৃষকদের গুরুত্ব বুঝতে না পারা এবং তাদের প্রতি ভুল মনোভাব; এবং তারা লেনিনের এই নীতি ভুলে গিয়েছিল যে, চাষীদের জোর করে যৌথ-ফার্মে ঢোকানো হবে না। যৌথ-ফার্ম্ম গঠিত হবে চাষীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে; সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থা বর্ত্তমান—সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমে যৌথকরণ 'আর্টেল' রূপে হবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অনেকাংশ চাষীদের হাতে থাকবে এবং সম্পূর্ণ যৌথকরণ বা 'কমিউন' প্রতিষ্ঠা হবে শেষ পর্য্যায়ে। সম্পূর্ণ যৌথকরণ সম্ভব হবে তখনই যখন এত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হবে যে, কমিউনের প্রত্যেকের সব প্রয়োজন মিটাতে পারে।

স্টালিনের নির্দ্দেশ অনুসারে পার্টি সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করল ও কৃষি যৌথকরণের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করল এবং ধনী চাষীদের উচ্ছেদেরও ব্যবস্থা হ'ল।

"সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে" স্টালিন কৃষি যৌথ করণের এই আন্দোলনকে আখ্যা দিয়েছেন—"এক বিরাট রূপান্তর বলে, এর প্রবর্ত্তন পুরোনো সমাজের ভিত বদলে দেবে, এর ফল ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের চেয়ে কম সুদূরপ্রসারী নয়।"

"এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এটা উপর থেকে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছিল;—নীচ থেকে লক্ষ লক্ষ চাষী যারা ধনী চাষীদের শোষণ

হতে মুক্ত হয়ে যৌথ ফার্মে স্বাধীনভাবে থাকতে চাইছিল তারা এই বিপ্লবে রাষ্ট্রকে সহায়তা করেছিল।"

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রমিক, কৃষক, লাল ফৌজ ও অন্যান্য কয়েকটি সংগঠনের সভায় প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী কমিটি স্টালিনকে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য দ্বিতীয়বার "অর্ডার অব দি রেড ব্যানার" সম্মানে ভূষিত করেন।

১৯৩০ সালের ২৬শে জুন ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। স্টালিন এই কংগ্রেসকে আখ্যা দিয়েছিলেন—"সর্ব্বদিকে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক অভিযান, শ্রেণী হিসাবে ধনী চাষীদের উচ্ছেদ ও সম্পূর্ণভাবে যৌথ কৃষি প্রবর্ত্তনের কংগ্রেস।"

এই অধিবেশনে স্টালিন এক দীর্ঘ রিপোর্টে সমগ্র দেশে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যে বিরাট কাজ সাধিত হয়েছে, তার আলোচনা করেন। এই কংগ্রেসে পার্টির মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ঐক্য দেখা যায়, ট্রট্স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থীরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে সম্পন্ন করার যে শ্লোগান জনসাধারণের মধ্যে উত্থিত হয়েছিল, এই কংগ্রেস তা সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে শেষ করা এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পন্ন করা স্টালিনের বিচক্ষণ নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছিল। স্টালিন মনোযোগ সহকারে পার্টি, সোভিয়েট, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ও অন্যান্য সংগঠনের সমস্ত কাজ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন। তিনি অর্থনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলীর ধারা সযত্নে অধ্যয়ন করেন এবং যে-প্রশ্নগুলি পার্টি ও জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা দরকার সেগুলি অবিলম্বে উত্থাপন করেন।

তিনি সহজেই ঘটনাবলীর প্রধান সূত্রটি আবিষ্কার করতে পারেন, যাতে সহজেই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৩১ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমাজ-তান্ত্রিক শিল্প-সংগঠনের পরিচালকদের প্রথম নিখিল রুশ সম্মেলন হয়। এই সভায় স্টালিন "শিল্প পরিচালকদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতায় শিল্প সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন :

> "আমরা উন্নত দেশগুলির তুলনায় পঞ্চাশ থেকে একশ বৎসর পেছিয়ে আছি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান দুর করতে হবে। হয় আমরা এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করব, নয়ত তাদের হাতে আমাদের ধ্বংস হতে হবে।" (লেনিনবাদ)

যান্ত্রিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েই পশ্চাদ্বর্ত্তীতা বর্ত্তমান ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্টালিন এই ব্যবধান দূর করার সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের যোগাযোগ রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের গুরুতর আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তব্য রয়েছে। সেই কর্ত্তব্য কি? তিনি বললেন :

> "সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী বিশ্ব-শ্রমিকেরই অংশ মাত্র। আমরা শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় বিজয় লাভ করিনি, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীও সহায়তা করেছিল। এই সাহায্য ছাড়া বহুদিন পূর্ব্বেই আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। একথা বলা হয় যে, আমাদের দেশ সকল দেশের শ্রমিকদের সংগ্রামের অগ্ররক্ষী। এটা খুবই সত্য। কিন্তু এর গুরু দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। কেন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী আমাদের সাহায্য করে? কিভাবে আমরা এই সাহায্য লাভের যোগ্য? ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মুখ

সংগ্রাম ঘোষণা করে, আমরা প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমরাই প্রথম সমাজতন্ত্র গঠন করা শুরু করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হ'লে সমস্ত জগতে রূপান্তর আসবে এবং বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী বন্ধনমুক্ত হবে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্য কি প্রয়োজন? আমাদের অনুন্নত অবস্থার পরিবর্ত্তন আনতে হবে, বল্‌শেভিক গতিতে দেশকে সংগঠন করতে হবে। 'আমাদের এভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারে—'এরাই আমাদের অগ্রদূত, এরাই আমাদের সেরা সৈনিক, এই হচ্ছে আমাদের বিশ্ব-শ্রমিকের রাষ্ট্র, এই হচ্ছে আমাদের পিতৃভূমি; এরা নিজেদের আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছে, সে-আদর্শ আমাদেরও, ভাল ভাবেই তারা কাজ করে যাচ্ছে; আমরা তাদের ধনিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করব এবং বিশ্ব-বিপ্লবের দিন এগিয়ে আনব।'

সোভিয়েট জনগণ শুধু যান্ত্রিক উৎকর্ষ লাভ করেনি, ধনিক দেশের তুলনায় তারা যন্ত্রকে আরো উন্নত করে তুলতে চেষ্টা করছে। এ ভাবে তারা সোভিয়েট অর্থনীতির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করছে এবং এই ঘটনা আমাদের আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যারা এই দায়িত্বের দুরূহতার কথা বলেন তাদের জবাব দিতে গিয়ে স্টালিন বলেছেন:

"এমন কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গ নেই যা বলশেভিকরা জয় করতে পারে না। আমরা অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করেছি। আমরা ধনতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করেছি। আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছি। আমরা বিরাট সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আমরা মধ্যবিত্ত চাষীদের সমাজতন্ত্রের পথে পরিচালিত করেছি।

সংগঠনের দিক দিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করে ফেলেছি। যা করতে বাকী আছে, তা বেশী নয়—আমাদের এখন শিল্পপদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যখন আমরা এই কাজ সম্পন্ন করব, তখন আমাদের অগ্রগতি প্রচণ্ড দ্রুত হবে, যা বর্ত্তমানে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা যদি চাই আমরা এই প্রচেষ্টা সফল করতে পারি।"

১৯৩১ সালের জুন মাসে স্টালিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের এক সভায় "নতুন অবস্থা, নতুন অর্থনৈতিক কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় আমাদের শিল্পের উপযুক্ত ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তিনি ছ'টি শর্ত্তের কথা বলেন। এই শর্ত্তগুলি হচ্ছে (১) যৌথফার্মের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়মিতভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করা এবং যান্ত্রিক উন্নতির সাহায্যে নতুন শ্রমিকদের শ্রম লাঘব করা ; (২) শ্রমিকদের অতিরিক্ত খাটুনী বন্ধ করা, বেতনের সমতা উঠিয়ে দেওয়া, বেতনের প্রশ্ন সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করা ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা ; (৩) ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিক সংগঠনের উন্নতি বিধান করা এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক সরবরাহ করা ; (৪) সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই কৃষিজীবী শিল্পবিদ গড়ে তোলা ; (৫) পুরোনো যুগের যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি মনোভাব পরিবর্ত্তন করা, তাদের প্রতি অধিকতর সমাদর ও আগ্রহ প্রকাশ করা এবং আরো সাহসের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা ; (৬) বৈষয়িক হিসাব রক্ষা করা ও শিল্পের মধ্যে মূলধন সৃষ্টি করা। নতুন অবস্থার নতুন কর্ত্তব্যে, কাজের নতুন নীতি নতুন ভাবে পরিচালিত হবে। সে জন্য শিল্প-বিকাশের শর্ত্তগুলি সাধারণভাবে নয়,

প্রত্যেককে শিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। পরিচালকরা বৈষয়িক ভাবে তাদের শিল্প পরিচালনা করবে, তাদের ব্যবসায়ের কর্ম্মপদ্ধতি খুঁটিনাটি অধ্যয়ন করবে, কারণ এই খুঁটিনাটি জিনিস থেকে বড় বড় উন্নতি সাধিত হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ত্যাগ করতে হবে। যে সব লোক ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা শুধু তাদের পর্য্যবেক্ষণ করব না, আমরা জনগণের কাছ থেকে শিক্ষালাভও করব এবং তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সংযোগ রক্ষা করব। কমরেড স্টালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, সবচেয়ে সেরা জিনিস হচ্ছে জীবন্ত জনসাধারণ।

"এই জীবন্ত জনগণের প্রাণস্পর্শে তুমি, আমি ও আমাদের কাজের ইচ্ছায়, নতুন ভাবে আমাদের কাজ চালাবার আগ্রহে, পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য আমাদের প্রতিজ্ঞায় আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হচ্ছে। আমাদের কি সেই প্রতিজ্ঞা আছে? নিশ্চয়ই আছে। আমাদের উৎপাদনের পরিকল্পনা সফল করা যাবে এবং তা সফল করতেই হবে।" (লেনিনবাদ)

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও যৌথ-কৃষি প্রবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমানে সোভিয়েট দেশে সমাজতন্ত্রের যুগ এসেছে বলা যায়। ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে স্টালিন বললেন :

"একথা স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, আমরা পরিবর্ত্তনের সাময়িক অবস্থা পার হয়ে এসেছি এবং ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যুগে প্রবেশ করেছি। একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আমরা সমাজতন্ত্রের যুগে চলে এসেছি, কারণ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক নীতিতেই পরিচালিত হচ্ছে।" (লেনিনবাদ)

এই সময়ে "প্রোলেটারস্কায়া রেভল্যুৎসিয়া" পত্রিকা "যুদ্ধ পূর্ব্বযুগে সংকটের সময় জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের সম্বন্ধে বলশেভিকদের মতামত" শীর্ষক এক পার্টি-বিরোধী আধা ট্রট্স্কীপন্থী প্রবন্ধ আলোচনার্থে প্রকাশ করে। এই ধরনের প্রবন্ধ পার্টির কয়েকজন ঐতিহাসিকের ক্ষয়িষ্ণু উদারনৈতিক মনোভাবের জন্যই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্টালিন এই প্রবন্ধের উত্তরে এক পত্র লিখলেন— "বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন" (লেনিনবাদ)। এই প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের তীব্র সমালোচনা করলেন, ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ট্রট্স্কীপন্থী ও আধা ট্রট্স্কীপন্থী চিন্তা আমদানী করার তীব্র নিন্দা করলেন। এই পত্রে তিনি ঐতিহাসিকদের আহ্বান করে বললেন, তাঁরা "যেন বলশেভিকবাদের ইতিহাসকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেন। আমাদের পার্টির ইতিহাস যেন বৈজ্ঞানিক ভাবে বলশেভিক নীতিতে লেখা হয়—এবং ট্রট্স্কীপন্থী ও পার্টির ইতিহাসের অন্যান্য বিকৃত ব্যাখ্যা-কারীদের মুখোশ যেন খুলে ফেলা হয়।"

আমরা জানি, স্টালিন শুধু ঐতিহাসিকদের এই আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি নিজের উদাহারণ দেখিয়ে দিলেন "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস" সম্পাদনা করে। এই বইখানি বলশেভিক চিন্তা ও পার্টি ইতিহাসের বলশেভিক ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই চিঠির ফলে শুধু ঐতিহাসিকদের রচনা উন্নততরই হয়নি, মার্ক্সীয় মূলনীতির সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর রচনা তৈরী করার প্রেরণাও দিয়েছিল।

এই চিঠি লেখার পর, পাঠ্য পুস্তকের পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্টালিন, কিরভ ও ঝ্দানভের মন্তব্য, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকের লেখকদের প্রতি পত্র, স্টালিনের অন্যান্য রচনাবলী এবং তাঁর সহযোগিতায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "গৃহযুদ্ধের

ইতিহাস" প্রকাশিত হয়—এই সমস্তই তাঁর তত্ত্বমূলক রচনার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

"যে বিজ্ঞান জনসাধারণের কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে না বা তাদের প্রতি উদাসীন নয়, যে বিজ্ঞান জনগণের সেবা করতে প্রস্তুত, তাদের বিজ্ঞানপ্রসূত সকল স্বাচ্ছন্দ্য দিতে প্রস্তুত এবং যে বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক ভাবে জনসাধারণকে সেবা করে না, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সেবা করে"—সে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রের আবিষ্কারকদের স্টালিন পূর্ণ সমর্থন করেন।

ৎসিয়োলকোভস্কি, প্যাভলভ্, ৎসিৎসিন্, লাইসেন্কো ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারদের তিনি পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তাঁর পরামর্শে কমিউনিস্ট একাডেমীকে বিজ্ঞানের একাডেমীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বৈজ্ঞানিকরা আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি সাহিত্য এবং আর্টের বিশেষ অনুরাগী। পার্টি ও সোভিয়েট্ গভর্নমেণ্টের, প্রত্যেকটি রিপাবলিক ও অঞ্চলেই বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকদের প্রতি অনুরাগের জন্য আমরা দেশের সংস্কৃতির এত প্রসার দেখতে পাচ্ছি। এই সংস্কৃতি জাতীয় রূপে গঠিত হলেও এর মূল হ'ল সমাজতান্ত্রিক। এই সমস্ত কাজে স্টালিন সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক আদর্শ নেতা ও সংগঠকের কাজ করেছেন।

১৯৩২ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ পার্টি কন্‌ফারেন্সে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক জাতীয় পরিকল্পনার খসড়ার নির্দ্দেশ স্টালিনের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।

এই কনফারেন্সে বলা হয় যে, "সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কৃষিব্যবস্থা থেকে বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র সমূহে চাষের প্রবর্ত্তন করেছে—

যৌথ ফার্ম ও সরকারী ফার্ম প্রবর্ত্তন ও যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগে" এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন "সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করার শিল্পব্যবস্থা নিজেই গড়ে তুলেছে।" এই কনফারেন্স দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছিল, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্রের সহযোগীদের নির্ম্মূল করা ও সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের কাজ সমাধান ও জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আধুনিক যান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনার মতই স্টালিনের নির্দ্দেশে রচিত হয়েছিল এবং এতে সোভিয়েট ইউনিয়নের এক নতুন ও বিরাট সংগঠনমূলক অগ্রগতির কার্য্যপদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের যুক্তসভায়, স্টালিন প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে আমরা এই প্রধান সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, এক দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে এই সমাজের ভিত্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির শতকরা ৭০ ভাগেই তখন সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পে শুধু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বর্ত্তমান, কৃষিতে যৌথ ফার্মের ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের জয় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পথ বন্ধ করেছে। স্টালিন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রিবাট আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব দেখিয়ে দিলেন, কারণ "প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য সকল দেশে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বশ্রমিকের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করছে।" (লেনিনবাদ)

১৯৩৩ সালের ১১ই জানুয়ারী, স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের এক যুক্ত সভায় গ্রামাঞ্চলের কাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এতে তিনি দেখালেন, "সোভিয়েটগুলি যেমন সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যৌথ ফার্মগুলি তেমনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠন" কিন্তু আসল ব্যাপার হ'ল এই যৌথ ফার্মের গঠনের মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করা। পার্টির কাজ হ'ল প্রত্যেকটি যৌথ ফার্মকে বলশেভিবাদে অনুপ্রাণিত করা।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, স্টালিনের উদ্যোগে ও তাঁর পরিচালনায় প্রথম নিখিল রুশ যৌথ ফার্মের সেরা শ্রমিকদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস যৌথ ফার্ম আন্দোলনের প্রাথমিক ফল আলোচনা করে এবং যৌথ ফার্মের চাষীদের পথ, যৌথ ফার্ম গঠনের পথ ঠিক কিনা তার জবাব দেয়।

অকাট্য যুক্তি দিয়ে, আদর্শ প্রচারকের মত ব্যাখ্যা ক'রে তিনি অত্যন্ত জটিল সমস্যাগুলি জনসাধারণের কাছে সরল করে তুলে ধরলেন। স্টালিন দেখালেন, যৌথ কৃষি প্রবর্তনই একমাত্র ঠিক পথ, অন্যপথ হচ্ছে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের পথ, সে পথ আমাদের নীচে টেনে নিয়ে যাবে পুরোনো ধনী চাষীদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কবলে।

স্টালিন আর একটি প্রশ্ন তুল্লেন,—আমরা নতুন যৌথ-কৃষি প্রথায় কি লাভ করেছি এবং আগামী দুই তিন বৎসরে আমরা কি সাফল্য লাভ করবার আশা রাখি? তিনি বল্লেন: "আমাদের একটি সাফল্য হচ্ছে যে, আমরা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষীকে যৌথ ফার্মে যোগ দিতে সাহায্য করেছি। এভাবে যৌথ ফার্মের সভ্য হয়ে গরীব চাষীরা ভাল জমি ও উন্নত যন্ত্রের প্রয়োগে মধ্যবিত্ত চাষীর অবস্থায় উন্নত হয়েছে। এটা

আমাদের বড় সাফল্য যে, লক্ষ লক্ষ চাষী যারা পূর্ব্বে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত, তারা মধ্যবিত্তের পর্য্যায়ে উঠেছে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে।" (লেনিনবাদ)

কিন্তু এটা প্রথম পর্য্যায় মাত্র। তিনি বললেন—"আমরা আরো এগিয়ে যাব, সমস্ত যৌথ ফার্মের চাষীদেরই সাহায্য করব, যাতে পূর্ব্বেকার গরীব চাষী ও পূর্ব্বেকার মধ্যবিত্ত চাষী—সবাই সম্পন্ন চাষীর অবস্থায় উঠতে পারে।"

এভাবে স্টালিন আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করলেন, শুধু যৌথ ফার্ম-গুলিকে বলশেভিক ক'রে তৈরী করা নয়, যৌথ ফার্মের চাষীদের অবস্থা উন্নত করে তোলা।

এই কংগ্রেসে স্টালিনের বক্তৃতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে, এই বক্তৃতার ফলে নারী চাষীদের একাংশ যৌথ ফার্ম সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা পোষণ করছিল, তা দূর হয়ে যায় এবং ধনী চাষীদের বিরোধী আন্দোলন পণ্ড হয়ে যায়। এই বক্তৃতা যৌথ ফার্ম আন্দোলনের যে সব ভুল ত্রুটি ছিল, তা দূর করতে সাহায্য করে, দেশে যৌথ ফার্ম ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে।

১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে, পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসকে ইতিহাসে "বিজয়ীদের কংগ্রেস" বলা হয়। এই কংগ্রেসে স্টালিনের রিপোর্ট কমিউনিজমের এক বিজয় গীতি। এই কংগ্রেসে কিরভ্ যে বক্তৃতা দিলেন, তার সুর উদ্দীপনাময় ও বিজয়ের বিশ্বাসে সুদৃঢ়। পার্টি কংগ্রেসে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা।

স্টালিন তাঁর বক্তৃতায়, সোভিয়েট ইউনিয়নে যে বিরাট রূপান্তর এসেছে তার ছবি আঁকলেন: দেশের চেহারা ফিরে গেছে, কৃষিজীবী অবস্থা থেকে দেশ শিল্পোন্নত হয়েছে, ছোট ছোট খণ্ড কৃষিব্যবস্থা থেকে

বিরাট যন্ত্রচালিত যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে; অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার অবস্থা থেকে দেশ শিক্ষিত ও উন্নত হয়েছে; দেশময় বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে,—সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতিসমূহের নিজ ভাষায় সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা—যৌথ ফার্ম ও সরকারী ফার্ম—আবাদী জমির শতকরা ৯০ ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। দেশ তখন বিরাট সমাজতান্ত্রিক উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশ নিশ্চিত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, কারণ সংগঠনের কাজে তার প্রভূত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং এর নেতৃত্বে আছেন জনসাধারণের প্রিয়, পার্টির জ্ঞানী নেতা স্টালিন। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনমূলক কাজে তিনিই নির্দ্দেশ দিতেন। তিনি দাবী করলেন, পার্টির সভ্যদের মূলনীতি সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে, সকল দিকে আরো বেশী কাজ করতে হবে, সর্ব্বদা লেনিনবাদের প্রচার করতে হবে এবং পার্টি-সভ্যদের লেনিনবাদী আন্তর্জ্জাতিকতায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তিনি বিপ্লবীদের আরো সজাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।

তিনি দাবী করলেন, মার্কস্-লেনিনবাদের সকল বিকৃত ব্যাখার তীব্র সমালোচনা করতে হবে এবং লেনিনবাদের বিরোধী সকল নীতির মুখোশ খুলে দিতে হবে। তিনি সংগঠনের এই প্রধান কর্ত্তব্যগুলি পার্টির সম্মুখে রাখলেন :

(১) পার্টির রাজনৈতিক পন্থা অনুযায়ী সংগঠনমূলক কাজ নিয়ন্ত্রিত করা;

(২) সংগঠনমূলক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে রূপান্তরিত করা ;

(৩) সাংগঠনিক নেতারা যাতে পার্টির রাজনৈতিক শ্লোগান ও সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা ;

(লেনিনবাদ)

স্টালিন যান্ত্রিক ও ট্রাক্টর কেন্দ্র এবং সরকারী ফার্মগুলিতে রাজনৈতিক দপ্তরের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন এবং এদের কাজ আরো ভালো করে তোলবার প্রয়োজনীয়তার কথা ও গ্রামাঞ্চলে পার্টি ও সোভিয়েট নেতাদের আরো নিকটতব সম্পর্ক গড়ে তোলবার কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যথা—রাজনৈতিক দপ্তরগুলিকে শাসিত অঞ্চল, জেলা, শিল্পবোর্ড ও ট্রাস্টে বিভক্ত করা।

এই সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল নেতাদের কাজ আরো দায়িত্বপূর্ণ করা, বিশিষ্ট কাজের মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক নিকটতর করা, পার্টির, গভর্নমেণ্টের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি বিধান করা।

একথা মনে রাখতে হবে, স্টালিনের প্রত্যেকটি কথা শুধু সোভিয়েট দেশের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, সারা জগতেই এর সাড়া মেলে। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি সমস্ত দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সমগ্র জগৎ মন দিয়ে তাঁর কথা শোনে। তিনি বেশী কথা বলেন না ; শুধু যখন পার্টি, জনসাধারণ ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন হয়, সে সময় তিনি প্রকাশ্যে ভাষণ দেন। মাঝে মাঝে বিদেশী নাগরিকরা তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এভাবে ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি মার্কিন সাংবাদিক ওয়াণ্টার ডুরাণ্টীর সঙ্গে, ১৯৩৪ সালের ২৩শে জুলাই এইচ, জি, ওয়েল্‌সের সঙ্গে, ১৯৩৬ সালের ১লা মার্চ ক্রীপস্-হাওয়ার্ড কোম্পানীর সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধি

রয় হাওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের কথাবার্ত্তাগুলি এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের বিষয় সম্বন্ধে বলশেভিক পার্টির মতামতের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমিক সাধারণকে বুঝিয়ে বলা বিশেষ মূল্যবান ছিল।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর এক বিশ্বাসঘাতক ট্রট্স্কিপন্থীর গুলিতে স্টালিনের প্রিয় বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বলশেভিক, বিপ্লবের উৎসাহী প্রচারক, জনগণের সুহৃদ—সের্গেই কিরভের মৃত্যু হয়। এই হত্যাকাণ্ডে বোঝা গেল, কমিউনিজ্‌মের শত্রুরা সমস্ত সমর্থন হারিয়ে, এখন যে-কোনো ঘৃণ্য কাজ করতে প্রস্তুত; তারা কতগুলি ভাড়াটে খুনে, প্রতারক, গুপ্তচর ও ধ্বংসকারীতে পরিণত হয়েছে।

স্টালিন বার বার পার্টিকে সতর্ক করে দিলেন যে, সংগ্রাম এত তীব্রতর হতে পারে যাতে শত্রু যে কোনো হীন পন্থা গ্রহণ করবে।

তিনি পার্টিকে সজাগ থাকতে শিখিয়েছেন ও এখনও শেখাচ্ছেন। ছদ্মবেশী শত্রুরা অনেক শিল্প-পরিচালনায়, পার্টিতে ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারে সমর্থ হয়। তাদের এই মুখোশ কি করে খুলে দিতে হয়, তিনি সে শিক্ষাও দিয়েছেন।

ট্রট্স্কিপন্থী গুণ্ডাদের দ্বারা কিরভের হত্যায় বোঝা গেল, লেনিনবিরোধী দলগুলির অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানো বিশেষ প্রয়োজন। এই ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালনা করে শত্রুদের নির্ম্মূল না করে দিলে, সোভিয়েট দেশ কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এতটা সাফল্য লাভ করতে পারত না।

স্টালিনের নেতৃত্বে, এই সময়ে বলশেভিক পার্টি এক ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেছিল, এই কর্ত্তব্য প্রায় বলশেভিক বিপ্লব সাধনের মতই কঠিন সাধনা। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চাষী সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে যৌথ

কার্মে যোগ দিয়ে। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শোষকশ্রেণী ধনী-চাষীরা নির্ম্মূল হয়েছে, দেশ থেকে ধনতন্ত্রের শেষ মূল উৎপাটিত হয়েছে। এভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়েছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের বাস্তব অবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবাধ অগ্রগতির পথ খুলে গেছে। এই সাফল্য বলশেভিক পার্টি অর্জ্জন করেছে, তাদের বিশ্বস্ত নেতা স্টালিনের নেতৃত্বে।
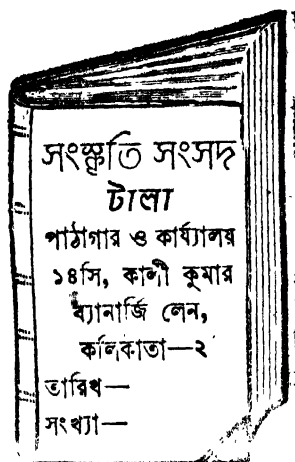
দ্বাদশ অধ্যায়

সপ্তদশ কংগ্রেসের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ

(১৯৩৫—৩৯)

বলশেভিক পার্টি স্টালিনের নির্দ্দেশগুলি এত মূল্যবান মনে করেছিল যে, সপ্তদশ কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্টের উপর কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে, তাঁর রিপোর্টকেই পার্টির ভবিষ্যৎ কর্ম্মতালিকা বলে গ্রহণ করল। পুরাতন কর্ম্মনীতি ও সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে সাফল্যের বিচার করে স্টালিন তিনটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন ঃ

(১) "আমারা যে সাফল্য, লাভ করেছি, তার গর্ব্বে আমরা উদ্বেলিত হব না।"

(২) "আমরা মার্ক্‌স্, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হব না।"

(৩) "আমরা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে সৌভ্রাত্র রক্ষা করব।"

(লেনিনবাদ)

সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য কী ছিল? দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। কর্ম্মীদের শিক্ষাদান, তাদের শিল্প

শিক্ষা ও সাধারণ উচ্চ শিক্ষার কাজ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করেছে। এই যুগে স্টাখানোভ আন্দোলনের উদ্ভব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দক্ষিণপন্থী, ট্রট্স্কীপন্থী, বৈদেশিক গোয়েন্দাবাহিনীর নিযুক্ত জাতীয়তাবাদী চরেরা, যারা সবাই ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। পার্টির মধ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। স্টালিনের গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা হয়েছে এবং তা কার্য্যকরী করা হ'য়েছে। সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ শেষ করা এবং সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্য্যায় থেকে ধীরে ধীরে কমিউনিজ্‌মের উন্নত স্তরে অগ্রসর হওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

এই সব বিরাট কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে স্টালিনের নির্দ্দেশ অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর উদ্যোগ এবং তাঁর তত্ত্বমূলক অবদান ও বাস্তব নির্দ্দেশ ছিল।

উদাহরণ হিসাবে কর্ম্মীদের কথা ধরা যেতে পারে। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা মে, ক্রেমলিনে রেড আর্মি একাডেমীর উত্তীর্ণ ছাত্রদের সভায় বক্তৃতায় স্টালিন দেখালেন, সোভিয়েট দেশ কি ভাবে পার্টির নেতৃত্বে ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিল এবং চরম বিজয় লাভ করেছিল। এই বিজয় সম্ভব হয়েছিল কারণ পার্টির সমাজতান্ত্রিক গঠনের গতি যারা মন্থর করে দিতে চেয়েছিল অথবা পার্টিকে মূলনীতি থেকে বিচ্যুত করতে চেয়েছিল—তাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল।

কমরেড স্টালিন বলেছিলেন, "আমরা অগ্রসর হবার পথ বেছে নিয়েছিলাম, লেনিনের নির্দ্ধারিত পথে এগিয়ে চলেছিলাম। যারা চোখের সামনের জিনিস ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, যারা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, অন্ধ—আমরা তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম।" (লেনিনবাদ)

বলশেভিকবাদের এই শত্রুরা শুধু পার্টির নীতি সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। "তারা পার্টির মধ্যেই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভয় দেখাতে লাগল। শুধু তাই নয়, আমাদের কয়েকজনকে তারা গুলি করে হত্যার ভয় দেখাচ্ছিল। সম্ভবত তারা ভেবেছিল, এ ভাবে ভয় দেখিয়ে তারা আমাদের লেলিনবাদের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এরা ভুলে গিয়েছিল যে, আমরা বলশেভিকরা অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তারা ভুলে গিয়েছিল যে, আমরা শ্রেষ্ঠ নেতা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও নির্ভীক যোদ্ধা পিতৃতুল্য লেনিনের কাছে শিক্ষা পেয়েছি, শক্তি পেয়েছি। তারা ভুলে গিয়েছিল, পার্টির ভিতরে শত্রুরা যতই তর্জ্জন গর্জ্জন করুক, বলশেভিকরা নতুন সংগ্রামের জন্য আরো আগুয়ান হবে, আরো উৎসাহের সঙ্গে তারা এগিয়ে যাবে।

"অবশ্য, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে আমরা কিছুতেই লেনিনবাদের পথ থেকে সরে যাব না। একবার আমরা যখন এই পথ গ্রহণ করেছি, আমরা সকল বাধা তুচ্ছ করে আরো উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে চললাম।" (লেনিনবাদ)

এই বক্তৃতায় স্টালিন কর্ম্মী গঠন করার প্রশ্ন জরুরী ভাবে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, আগের যুগে আমাদের কাজ ছিল এক নতুন কর্ম্মপদ্ধতি সৃষ্টি করা এবং তা চারিদিকে বিস্তার করা। "কর্ম্মপদ্ধতির উপর সব কিছু নির্ভর করে"—এই শ্লোগানের উপর আমরা তখন জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন এই কর্ম্মপদ্ধতি সৃষ্টি হ'ল, তখনই আমরা বুঝতে পারলাম, এই কর্ম্ম পদ্ধতিতে "অভিজ্ঞ লোকও আমাদের প্রয়োজন, আমাদের এমন কর্ম্মীর প্রয়োজন যারা এই কর্ম্মপদ্ধতিতে পটু হয়ে সুষ্ঠুভাবে এর প্রয়োগ করতে পারবে। অভিজ্ঞ কর্ম্মীর অভাবে কর্ম্মপদ্ধতি নিস্ফল। অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের হাতে এই কর্ম্মপদ্ধতি

অদ্ভুত ফলপ্রসূ হয়।...তাই বর্ত্তমানে দক্ষ কর্ম্মী গঠনের উপর জোর দিতে হবে। পুরানো যুগে আমাদের সুষ্ঠু কর্ম্মপদ্ধতির অভাব ছিল, তাই সে সময়ে শ্লোগান ছিল—'কর্ম্মপদ্ধতির উপর সব কিছু নির্ভর করে।' আজ আমাদের নতুন শ্লোগান হবে, 'কর্ম্মীদের উপরই সব কিছু নির্ভর করে, দক্ষ কর্ম্মী চাই'—এইটিই বর্ত্তমানে প্রধান সমস্যা।" (লেনিনবাদ)

স্টালিনের নির্দ্দেশ অনুসারে পার্টি এবং গভর্নমেণ্ট জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো ব্যাপক ভাবে সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের প্রচেষ্টা সফল হ'ল।

পার্টির মধ্যে ও সমগ্র দেশে স্টালিনের স্থান এত উঁচুতে যে, তাঁর নির্দ্দেশ পার্টির কাছে আইনের মত গ্রহণীয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি কোনো পথ গ্রহণ করবার আগে গভীর ভাবে চিন্তা করেন, প্রত্যেক ঘটনা বিচার করে দেখেন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষার যুক্তিপূর্ণ প্রয়োগ ক'রে তিনি দূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিকাশও নির্দ্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু পার্টির শ্লোগান কার্য্যকরী ক'বে তোলবার জন্য তিনি প্রধানত দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভর করতেন, তাদের শিক্ষা ও সংগঠন শক্তির প্রতি আবেদন জানাতেন এবং তাদের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তাঁর নির্দ্দেশে যৌথ ফার্ম্মের চাষীদের সম্মেলন ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের কয়েকটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। স্টালিন স্বয়ং এই সম্মেলনগুলিতে যোগ দেন ও পরিচালনা করেন। তিনি মনোযোগের সঙ্গে যৌথ ফার্ম্মের চাষী, স্টাখানোভপন্থী শ্রমিক, লৌহ-শ্রমিক, স্থপতিবিদ ও তুলা উৎপাদনকারী প্রভৃতির বক্তৃতা শোনেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের তিনি নতুন কল্পনা দেন এবং এ ভাবে সমাজতন্ত্র সফল করার আন্দোলনকে সাহায্য করেন।

১৯৩৫ সালের ৩০শে জুলাই ক্রেমলিনে রেলওয়ে শ্রমিক প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করা হয়। সেখানে স্ট্যালিন রেলওয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৯৩৫ সালের ১০ই নভেম্বর পার্টির নেতারা এবং গভর্নমেণ্ট ক্রেমলিনে বীট উৎপাদনকারী যৌথ ফার্মের শ্রেষ্ঠ নারী শ্রমিকদের অভ্যর্থনা করেন। ১৯৩৫ সালে নভেম্বরের মাঝামাঝি ক্রেমলিন শিল্প ও যানবাহনের শ্রেষ্ঠ স্টাখানোভপন্থী শ্রমিকদের সম্মেলন বসে। সেই বৎসরই ১লা ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির কনফারেন্স-হলে শ্রেষ্ঠ শস্যকর্ত্তন-যন্ত্রচালক ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর ক্রেমলিনে তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের শ্রেষ্ঠ যৌথ ফার্মের শ্রমিকদের সঙ্গে গভর্নমেণ্ট ও পার্টি নেতাদের এক সম্মেলন হয়। প্রায় একই সময়ে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান ও কারা-কাল্পাকিয়ার শ্রেষ্ঠ যৌথ ফার্মের শ্রমিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বরের শেষে শ্রেষ্ঠ শস্য উৎপাদনকারী, শ্রেষ্ঠ ট্র্যাক্টর চালক ও ঝাড়াই-যন্ত্রচালকদের সম্মেলন হয় গভর্নমেণ্ট ও পার্টি নেতাদের সঙ্গে। ১৯৩৬ সালে জানুয়ারী মাসে গভর্নমেণ্ট ও পার্টি নেতাদের সঙ্গে কৃষিযন্ত্র, ট্র্যাক্টর স্টেশন ও জমি বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীদের এক যুক্ত সম্মেলন হয়। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টি-নেতারা ও গভর্নমেণ্ট সোনা, লৌহবর্জ্জিত হাল্কা ও দুষ্প্রাপ্য ধাতুর শ্রমিকদের ক্রেমলিনে অভ্যর্থনা করেন। ১৯৩৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী গভর্নমেণ্ট ও পার্টি নেতারা বুরিয়াট্-মঙ্গোলিয়ান গণতন্ত্রের শ্রমিক প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন। ১৯৩৬ সালের ১৪ই মার্চ গভর্নমেণ্ট ও পার্টি-নেতাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ফ্লাক্স ও হেম্প্ উৎপাদনকারী যৌথ ফার্মের শ্রমিকদের কনফারেন্স হয়। ১৯৩৬ সালের ১৯শে মার্চ জর্জিয়ান সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সেই গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

১৯৩৬ সালের ১০ই মে ক্রেমলিনে গুরু শিল্পের পরিচালক ও ইঞ্জিনিয়ারদের পত্নীদের এক সম্মেলন আহূত হয়।

শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব শ্রেষ্ঠ শ্রমিকদের যে সম্মেলন ডাকা হয়, উপরে তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হল। এই সম্মেলনগুলিতে স্টালিন বক্তৃতা দিতেন এবং তাঁর বক্তৃতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল—দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের দিক দিয়ে, পার্টি ও গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত সফল করার দিক দিয়ে, পার্টি এবং জনসাধারণের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর করার দিক দিয়ে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সখ্য বন্ধনে প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কৃষিতে যৌথ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সময়ে ধনী-চাষী ও ধর্ম্মযাজকরা চাষীদের মধ্যে যৌথ-ফার্মের জীবন সম্বন্ধে আজগুবি কথা রটনা করে ত'াদের ভীতি প্রদর্শন করছিল। স্টালিন যৌথ-ফার্মের চাষীদের সম্মেলনের বক্তৃতায় ধনী-চাষীদের মিথ্যা-প্রচার ধুলিসাৎ করে দিলেন।

১৯৩৫ সালের নভেম্বরে বীট্ উৎপাদনকারী যৌথ-ফার্মের শ্রেষ্ঠ নারী-শ্রমিকের সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে স্টালিন দেখালেন, যৌথফার্মের প্রতিষ্ঠার ফলেই গ্রামাঞ্চলে নারী-শ্রমিকরা শ্রমে পুরুষের সমকক্ষ হতে পেরেছে।

তিনি বললেন: "গ্রামাঞ্চলের নারী-শ্রমিকরা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ছিল। স্বভাবতই এ অবস্থায় চাষী-রমণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী-শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হত না। সে-যুগে কায়িক পরিশ্রম নারীর কাছে ছিল অভিশাপের মত এবং সে এই শ্রম থেকে তারা অব্যাহতি পাবারই চেষ্টা করত।"

"যৌথ-ফার্মের জীবনই শ্রমকে মর্য্যাদা দিল, গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত শ্রমিক বীরাঙ্গনা সৃষ্টি করল। যৌথফার্মের জীবনই স্ত্রী-পুরুষের অসমতা ঘুচিয়ে

দিল এবং নারীকে নিজের পায়ে দাঁড় করাল। এসব আপনারা নিজেরাই ভালো করে জানেন। যৌথ-ফার্মেই প্রথম দৈনিক কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হ'ল। এই দৈনিক কাজের রুটিনে স্ত্রী-পুরুষের তারতম্য নেই। যে বেশী দিন নির্দ্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করেছে, সে-ই সবচেয়ে বেশী উপার্জ্জন করবে। এখানে কোনো পিতা বা স্বামী, কন্যা বা স্ত্রীকে তার অন্নজীবী বলে ভর্ৎসনা করতে পারে না। কোনো নারী যদি কাজ করে এবং তার দৈনিক কাজ থাকে নির্দ্ধারিত, তা'লে, সে স্বাবলম্বী হতে পারে।"

১৯৩৫ সালের ১৭ই নভেম্বর স্টাখানোভ্-পন্থী শ্রমিকদের প্রথম নিখিল রুশ কনফারেন্সে স্টালিন স্টাখানোভ্-আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন: "এই আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার এক নূতন ও উন্নত বিকাশ।" (লেনিনবাদ)

> "স্টাখানোভ্-আন্দোলন হচ্ছে নর-নারী নির্ব্বিশেষে শ্রমিকদের এক আন্দোলন যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমান যান্ত্রিক-বিদ্যার মান অতিক্রম করা, বর্ত্তমান শিল্প-শক্তিকে বাড়ানো, বর্ত্তমান উৎপাদন পরিকল্পনাকেও অতিক্রম করা।...এই আন্দোলন পুরোনো যন্ত্র-বিদ্যার ধারণা বদলে দিচ্ছে, পুরাতন যান্ত্রিক মান, যান্ত্রিক ক্ষমতা ও পরিকল্পনা উল্‌টে দিয়ে নতুন শিল্পোন্নতির যুগ এনেছে। শিল্পে এই আন্দোলন এক যুগান্তর আনবে। তাই স্টাখানোভ্ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এক বিপ্লবী-আন্দোলন।...
>
> "স্টাখানোভ্-আন্দোলনের গুরুত্ব এইখানেই শেষ নয়। এর গুরুত্ব হচ্ছে যে, এই আন্দোলন সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করছে।" (লেনিনবাদ)

কমিউনিজ্‌ম্ সমাজতন্ত্রের এক উন্নততর পর্য্যায়—কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন শক্তি আরো বাড়ানো দরকার। কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠা কল্লে

সংস্কৃতি ও শিল্প-পদ্ধতির অধিকতর উন্নতি প্রয়োজন, কমিউনিজ্‌মের যুগে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। এই যুগে উন্নত যন্ত্রের প্রয়োগে শ্রমের উৎপাদনশক্তি এত বেড়ে যাবে যে, মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রীর কোনো অভাব থাকবে না এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী অংশ পাবে। উন্নত শিল্প-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন এবং দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত বাস্তব অবস্থা ও সংস্কৃতিগত উন্নতির ফলে স্টাখানোভ্‌-পন্থী শিল্প আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে। এই শিল্প-আন্দোলন আবার শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করেছে, শ্রমিকদের মধ্যে অধিকতর শিল্প-শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন জনসাধারণের বাস্তব জীবনযাত্রার মান উন্নততর করার প্রেরণা দিয়েছে। পার্টির গৃহীত শ্রমনীতি অনুসারে বেতনের সমতা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রমিককে নির্দ্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে স্টাখানোভ্‌-পন্থী দক্ষ শ্রমিকরা উচ্চ হারে বেতন পাচ্ছে।

স্টালিন দেখলেন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে স্টাখানোভ্‌-পন্থী শিল্প-আন্দোলন সম্ভব হয়েছে। "বন্ধুগণ, আমাদের বাস্তব অবস্থার উন্নতি হয়েছে। জীবন পূর্ব্বের চেয়ে আনন্দময় হয়ে উঠেছে। জীবন যখন আনন্দে ভরে উঠে, কাজও তখন ভালভাবে সম্পন্ন হয়। এইটাই হচ্ছে শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির কারণ। তাই আমাদের মধ্যে আজ বহু পুরুষ ও নারী-কর্ম্মী অপূর্ব্ব কর্ম্ম-দক্ষতা অর্জ্জন ক'রে, 'শ্রমিক-বীর' ও 'শ্রমিক-বীরাঙ্গনা' আখ্যা পাচ্ছে। প্রধানত এইটাই হচ্ছে স্টাখানোভ্‌ শিল্প-আন্দোলনের মূল ভিত্তি।" (লেনিনবাদ)

স্টাখানোভ্‌ শিল্প-আন্দোলনের উৎপত্তির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কায়েমী শোষণ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ। তৃতীয় কারণ হ'ল, আমাদের বর্ত্তমান উন্নত শিল্প-পদ্ধতি। চতুর্থ কারণ হচ্ছে, আমাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞ

কর্ম্মী রয়েছেন—যাঁরা সর্ব্বোচ্চ যন্ত্র-বিদ্যাকে গভীরভাবে আয়ত্তাধীন করেছেন। আমাদের শিল্প-আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছে নতুন মানুষের দল, যারা শ্রমের উৎপাদনশক্তির নূতন মান প্রতিষ্ঠা করেছে পুরাতন মানকে অতিক্রম ক'রে। আমাদের শিল্প-আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে "নূতন মানুষ, নূতন যুগ, নূতন যান্ত্রিক মান।" (লেনিনবাদ)

শস্য-কর্ত্তনকারী যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ চালকদের এক কন্‌ফারেন্সে স্টালিন তাদের সামনে বিরাট কর্ত্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। তা দুরূহ হলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি, নতুন শ্রমিক ও শ্রমের নতুন পদ্ধতি নিয়োগের ফলে এই কর্ত্তব্য অদূর ভবিষ্যতেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে শস্যের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার মিলিয়ন পুড্।

যে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চলেছিল, তা অত্যন্ত প্রতিকূল ও বিপজ্জনক অবস্থা। ধনিক-দেশগুলিতে এক নতুন অর্থ-সঙ্কট শুরু হয়েছিল এবং কতকগুলি সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেণ্ট পৃথিবীর সাম্রাজ্যের পুনর্বিভাগ করে অর্থ-সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজছিল। ধনতান্ত্রিক জগত আপনার অজ্ঞাতসারে নিশ্চিতভাবে ব্যাপক এক যুদ্ধের পথে এগিয়ে চলেছিল।

এই অবস্থায় স্থৈর্য্য ও বিবেচনার সঙ্গে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তনশীল বৈদেশিক নীতি পরিচালনা প্রয়োজন, যা'তে আমরা যুদ্ধের মধ্যে না জড়িয়ে পড়ি। সোভিয়েট দেশের আত্মরক্ষা-সংগঠন এবং সমর-শক্তি বাড়াবারও প্রয়োজন ছিল এ-সময়ে।

এই সময়ে বিশ্ব-শান্তির নিয়ামক হিসাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মর্য্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে সকল দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর দৃষ্টিতে। রুশিয়াই একমাত্র রাষ্ট্র, যারা স্পেনের গণতন্ত্রীদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন

ও সাহায্য করেছিল। স্পেনদেশীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অভিনন্দনের উত্তরে স্টালিন ঘোষণা করেছিলেন—"স্পেনের জনগণকে রক্ষা করা সকল প্রগতিশীল মানবতার কর্ত্তব্য।" সোভিয়েট জনগণ প্রকাশ্যে চীনের জনসাধারণকে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিল।

স্টালিনের পরিচালনায় সোভিয়েট দেশ তার আত্মরক্ষার ব্যূহ সুদৃঢ় করেছিল, বড় বড় অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা গড়ে তুলেছিল যা'তে যুদ্ধের সময় দেশে সব রকমের আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। এ-ছাড়া নৌবাহিনীও বৃহত্তর করবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়, শ্বেত সাগর থেকে খাল খনন করা হয়। আত্মরক্ষা ও আর্থিক উন্নতির দিক দিয়ে এই খাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৌবাহিনী, ডুবোজাহাজ, বিমানবাহিনী ও অন্যান্য সেনা-বিভাগও এই সময়ে বিশেষভাবে বাড়ানো হয়, যাতে শক্তিশালী রুশিয়া শান্তিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যেতে পারে।

পূর্ব্বেকার মত এই সময়েও স্টালিন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জন্য সুদক্ষ শিল্পবিদ্ কর্ম্মী গড়ে তোলার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন।

অবশ্য স্টালিন শুধু কর্ম্মীদের শিল্প-শিক্ষার দিকেই জোর দেননি। তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মীদের আদর্শগত শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস"—এই অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ পুস্তকটির সম্পাদনায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন এই উদ্দেশ্যে। "সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস" প্রকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিযুক্ত এক কমিশন এই ইতিহাস সঙ্কলন করে। স্টালিন নিজেই এর অনেকখানি অংশ লিখেছিলেন। এই পুস্তক সোভিয়েট জনসাধারণ ও বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বলশেভিক্‌বাদ

শিক্ষার এক ক্ষুদ্র বিশ্বকোষ হ'য়ে উঠলো। এই বইতে বলশেভিক্‌বাদের মূলনীতিগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্বন্ধেও সরল ব্যাখ্যা রয়েছে। এই পুস্তক কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে স্টালিন দেখালেন, আমাদের যে-রূপ কর্ম্মীর প্রয়োজন, তাতে তারা শুধু বিশিষ্ট শিল্পে পটু হলে চলবে না; তাদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারা মার্কস্‌-লেনিনবাদের শিক্ষায় জ্ঞানী হতে হবে।

সে-যুগে স্টালিন এই বিষয়ে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি সভ্য, তরুণ কমিউনিস্ট লীগ ও শ্রমিকসাধারণের মূলনীতিগত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করেন। রুশিয়ার শ্রমজীবীদের মধ্যে বলশেভিক্‌বাদের শিক্ষা-প্রসারের কথা তিনি নিয়ত ভাবতেন, তত্ত্বমূলক বিষয়ে এবং শিক্ষালয়, সংবাদপত্র ও প্রচার-বিভাগের কাজে তাঁর দৃষ্টি সজাগ ছিল। আমরা আগেই জানি স্টালিনের রচিত "লেনিনবাদের সমস্যা" একটি শিক্ষামূলক পুস্তক। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বলশেভিক্‌বাদের সমর্থকের কাছে এই পুস্তক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রুশিয়ায় ও অন্যান্য দেশে বহু ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে।

১৯৩৮ সালে স্টালিনের নির্দ্দেশে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচারকদের এক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করে। এই সভায় স্টালিন রাজনৈতিক প্রচারের কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে চালাবার বিষয়ে কতকগুলি মূল্যবান নির্দ্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় কমিটি এই নির্দ্দেশগুলি প্রচার কার্য্যের উন্নত বিধি এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস শিক্ষা-দান বিষয়ক এক প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রস্তাব আমাদের রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যে এক নূতন ধারা এনেছিল।

পার্টি কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশন ও বিভিন্ন কন্‌ফারেন্সে স্টালিন যে-বক্তৃতা দিয়েছেন, তার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বক্তৃতাগুলি কমিউনিজ্‌মের মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত, প্রত্যেক বক্তৃতায় নতুন কোন সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। এই বক্তৃতাগুলিতে কমিউনিজ্‌মের মূলনীতি বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার খোরাক জোগান হয়,—বলশেভিক চিন্তাধারা বিকাশের ও কমিউনিজ্‌মের অগ্রগতির পথ করে দেওয়া হয়।

বলশেভিক্‌বাদের শত্রুরা রুশিয়ার শ্রমিকদের কমিউনিজ্‌মের অগ্রগতির পথে অভিযানকে ব্যাহত করবার জন্য যে-কোনো ঘৃণিত পন্থা গ্রহণ করতে পারে। জনগণকে বিভ্রান্ত করে, গুপ্তচরবৃত্তি, দস্যুতা ও ভীতি প্রদর্শন করে' তারা সোভিয়েট জনসাধারণের এই প্রগতির পথে জয়যাত্রা রোধ করতে চায়। তারা এখনও আশা রাখে সাম্রাজ্যকামী যুদ্ধবাদী রাষ্ট্রগুলির সহায়তায় তারা রুশিয়ায় আবার ধনতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করবে। পার্টি কংগ্রেসে, কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে ও সংবাদপত্রের মারফৎ স্টালিন বারংবার এই বিপদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দেন। তিনি আমাদের শিক্ষা দেন যাতে আমরা নিজেদের আত্ম-সন্তুষ্টি, মিথ্যা আত্ম-বিশ্বাস ও আন্তরিকতা থেকে মুক্ত হই। তিনি আমাদের আহ্বান করেন যেন আমরা সর্ব্বদাই বিপ্লবীদের মত সজাগ সতর্ক হয়ে থাকি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কেমন ক'রে শত্রুর মুখোশ খুলে ফেলতে হয়, কেমন ক'রে তার স্বরূপ প্রকাশ করে তাকে ধ্বংস করতে হয়।

স্টালিনের পরিচালনায় কমিউনিজ্‌মের প্রথম পর্য্যায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে। স্টালিনের রচিত ও সোভিয়েটের জরুরী অষ্টম কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত নূতন রাষ্ট্র-গঠনতন্ত্রের খসড়ায় এই সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

"এই সময়ের মধ্যে ধনিকদের সমর্থকরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে

এবং অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ জয়ী হয়েছে।" (সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস) উৎপাদন যন্ত্রগুলি সাধারণের সম্পত্তি হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্টালিন সোভিয়েটের জরুরী অষ্টম কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর রিপোর্টে বললেন—"জাতীয় অর্থনীতিতে এই সব পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার ফলেই, আমরা নূতন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এখানে কোনো অর্থ সঙ্কট বা বেকার-সমস্যা নেই, এখানে দারিদ্র্য নেই ও সর্ব্বস্বান্ত হবার ভয় নেই। এখানে প্রত্যেক নাগরিক সমৃদ্ধ ও উন্নত সংস্কৃতিগত জীবন যাপনের সুযোগ পায়।"

রুশিয়ার সমাজে শ্রেণীব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সমাজে কোনো শোষিত-শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। "রুশিয়ার শ্রমিকরা এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিলোপ করেছে, তারা উৎপাদন যন্ত্রগুলিকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। তারা আজ সমাজতান্ত্রিক সমাজকে কমিউনিজমের পথে পরিচালিত করছে।" আর কোনো দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস এত গৌরবজনক নয়।

চাষীদের মধ্যেও বিপুল পরিবর্ত্তন এসেছে। তারা জমীদারী শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছে। তাদের অধিকাংশই বর্ত্তমানে যৌথ-ফার্মের সভ্য। এদের সমৃদ্ধির মূল হ'ল উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও যৌথ-শ্রম। স্টালিন বলেছেন, "এরা এক সম্পূর্ন নূতন ধরণের চাষী, কোনো দেশের ইতিহাসে এদের তুলনা মেলে না।"

সোভিয়েট শাসনে বুদ্ধিজীবীরাও রূপান্তরিত হয়েছে। এই শ্রেণীর ভিত্তি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাদের কার্য্যকলাপেও পরিবর্ত্তন হয়েছে।

বর্ত্তমানে তারা শ্রমিক, চাষী ও অন্যান্য শ্রমজীবী সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হয়েছে। তারা জনসাধারণের কাজে তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে নিযুক্ত রয়েছে। "তারা মজুর চাষীদের সাথে একত্র কাজ করছে। এভাবে তারা নূতন শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করছে।" পৃথিবীর আর কোনো দেশে এইরূপ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই।

স্টালিন ও বলশেভিক্ পার্টির নির্দ্দেশে রুশিয়ার বিভিন্ন জাতির শ্রমিকরা বিরাট সংগঠনমূলক অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিমূলক ও রাজনৈতিক কার্য্যভার সম্পন্ন করেছে। এর ফলে রুশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—"এর ফলে আমরা এক বহুজাতি সমন্বিত সমাজতান্ত্রিক বহুজাতিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। এই রাষ্ট্র বহু বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর দৃঢ় ভিত্তি যে-কোনো একজাতীয় রাষ্ট্রেরও ঈর্ষার বিষয়।"

সোভিয়েটের জরুরী অষ্টম কংগ্রেস রুশিয়ার নূতন গঠনতন্ত্রকেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল আইন বিধি হিসাবে গ্রহণ করল। এই গঠন-তন্ত্রের ভিত্তি হ'ল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটগুলি। ১৯১৭ সালের বিপ্লবে জমিদার ও ধনিক-শ্রেণীর পতনের পর শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সোভিয়েট-গুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছে শহর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমে নিযুক্ত জনসাধারণ,—সোভিয়েটগুলি এদেরই প্রতিনিধি। এই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি হ'ল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও উৎপাদন-যন্ত্রের উপর সমাজতান্ত্রিক অধিকার। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিলোপের ফলে, উৎপাদন যন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত অধিকার ও মানুষের উপর শোষণ ব্যবস্থা রহিত করে এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক নীতি হচ্ছে—"প্রত্যেকে ক্ষমতানুযায়ী কাজ করছে এবং

প্রত্যেকে কাজের অনুপাতে পারিশ্রমিক পাবে।” সোভিয়েট গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাবার অধিকার আছে, যথেষ্ট বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করারও অধিকার আছে। রোগে, বার্দ্ধক্যে ও অকর্ম্মণ্য হ'লে রাষ্ট্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে বাধ্য। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকার আছে। নারীদের অর্থনীতি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার আছে। রুশিয়ার নাগরিকদের জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার আছে। মতামতের স্বাধীনতা, বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা পরিচালনার স্বাধীনতা আছে। প্রকাশ্য গণসংগঠনে যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা আছে। ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা, নাগরিকদের গৃহ ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার আছে। বিদেশী নাগরিকেরা শ্রমিক আন্দোলন, বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেবার 'অপরাধে' অত্যাচারিত হলে, তাদের এখানে আশ্রয় নেবার অধিকার আছে।

এইগুলি হচ্ছে নূতন সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একে সাধারণে 'স্টালিন গঠনতন্ত্র' বলে আখ্যা দেয়, কারণ স্টালিনই এর মূল খসড়া রচনা করেন। রুশিয়ার শ্রমিকরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে-বিরাট বিজয় লাভ করেছে, এই গঠনতন্ত্র তারই মূর্ত্ত প্রকাশ। নূতন গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচনগুলিতে যে অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক ও নীতিগত ঐক্য দেখা গিয়েছে, তা' ধনিক-রাষ্ট্রে অসম্ভব। ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রুশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনে প্রায় নয় কোটি ভোট অর্থাৎ সমস্ত ভোটের শতকরা ৯৮.৬ ভাগ কমিউনিস্ট ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ ব্লককে সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলির

সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনে ৯ কোটি ২০ লক্ষ ভোট অর্থাৎ সমগ্র ভোটসংখ্যার শতকরা ৯৯·৪ ভাগ কমিউনিস্ট ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন প্রার্থীদের ঐক্যবদ্ধ ব্লককে সমর্থন করে।

এই বিষয় উল্লেখ ক'রে স্টালিন পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে বলেছিলেন—"দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনে আমাদের আজ গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হয়েছে। শোষক-শ্রেণীর অবশিষ্টাংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শ্রমিক-চাষী, বুদ্ধিজীবী সবাই শ্রমনিযুক্ত সাধারণের পর্য্যায়ে এক মিলিত সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সোভিয়েট সমাজের রাজনৈতিক ও নীতিগত ঐক্য দৃঢ়তর হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জাতি-গুলির মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক রূপে নিয়েছে এবং এক নূতন গঠনতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। কেউ একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, আমাদেয় দেশের গঠনতন্ত্রই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। রুশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট ও ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলির সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের নির্ব্বাচনের ফলাফলও অন্যান্য দেশের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।"

১৯৩৯ সালে পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই সভায় স্টালিন এক চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট পেশ করেন। এতে তিনি কমিউনিজমের বিজয়ের জন্য পার্টি ও রুশিয়ার জনসাধারণের সংগ্রামের বিবরণী দেন। নতুন পরিস্থিতিতে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে তিনি বলেন—"ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে এই যুগে একটা বড় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে।" ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে এই বৎসরগুলি অর্থ-সঙ্কট ও নূতন অর্থনৈতিক গোলযোগে বিড়ম্বিত। "অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে এই বৎসরগুলি উন্নতি ও সমৃদ্ধি

এনেছে। অধিকতর অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত উন্নতি, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকতর প্রসার হয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী শান্তি-রক্ষার জন্য সোভিয়েটের প্রচেষ্টা আরো অগ্রসর হয়েছে।"

অন্যান্য পার্টি-কংগ্রেসের মত এই অধিবেশনেও স্টালিন পার্টির প্রচারকার্য্য এবং পার্টি-সভ্য ও পার্টির কর্ম্মীদের মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন—"বলশেভিক্‌রা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রয়েছে, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হবে। মার্কস্‌-লেনিনবাদী সমাজ-বিজ্ঞান, সমাজ বিবর্ত্তনের ধারা, শ্রমিক-বিপ্লবের অভ্যুত্থান ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের ধারা ও কমিউনিজ্‌মের বিজয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাদের ভালো করে জানতে হবে।" তিনি ঘোষণা করলেন, আমাদের তরুণ কর্ম্মীদের বলশেভিকবাদের প্রেরণায় গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্ম্মীদের মার্কস্‌-লেনিনবাদী সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। তিনি আরও বললেন: "কেউ নিজেকে 'লেনিনবাদী' বলে পরিচয় দিলেও, তাকে প্রকৃত লেনিনবাদী বলে গ্রহণ করা হবে না, যদি সে শুধু নিজের বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্র গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা বা রসায়নের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে। লেনিনবাদী কখনও শুধু নিজের বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে চেষ্টা করবে না। তাকে রাজনৈতিক ও সমাজব্রতী কর্ম্মী হতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। তাকে সমাজ-বিজ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে এবং এই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। দেশের রাজনীতি পরিচালনায় তাকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।"

স্টালিন এই কংগ্রেসে মূলনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন আলোচনা করেন, তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রশ্নের

একটি হচ্ছে নূতন সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে। অন্য প্রশ্নটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে। তিনি বললেন—এই নূতন বুদ্ধিজীবীদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান না দেখানোর ভাব বা উপেক্ষা প্রদর্শনের নীতি বন্ধ করতে হবে। স্টালিন আমাদের শিক্ষা দিলেন, যদি আমরা সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করি, তাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার না করি এবং যুদ্ধিজীবীদের প্রতি মাথায়েভ্স্কাই সুলভ পুরোনো ঘৃণার মনোভাব ত্যাগ না করি তাহোলে কমিউনিজ্‌মের চরম বিজয় লাভ করা বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অল্পদিনের মধ্যে অতিক্রম করা অসম্ভব হবে। তিনি বুদ্ধিজীবিদের সম্বন্ধে নূতন নীতি প্রচার করলেন। এই বুদ্ধিজীবীরা হ'ল সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী, জনসাধারণের মধ্যে থেকেই এরা উদ্ভুত হয়েছে এবং চাষী মজুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরা কমিউনিজ্‌মের স্বার্থে নিজেদের নিয়োগ করেছে।

তিনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার সমস্যা সম্বন্ধেও এখানে আলোচনা করলেন। যখন কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলছিল—যখন পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক বেষ্টনী ভেঙে পড়েনি সে-সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজন তুচ্ছ ব'লে যে-সমস্ত মতবাদ বর্ত্তমান ছিল—তা তিনি ধূলিসাৎ করে দিলেন। তিনি দেখালেন, যতদিন পর্য্যন্ত এই ধনিক-বেষ্টনী বর্ত্তমান, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দৃঢ়তর করে তোলা প্রয়োজন। কার্য্যতও তিনি সর্ব্বদাই সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রকে আরো অধিক শক্তিমান করে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

স্টালিন দেশের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেন, জাতীয় আত্মরক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করেন। অস্ত্র-নির্ম্মানের কারখানা, বিমান, ট্যাঙ্ক, নৌবাহিনী, ডুবো জাহাজ তৈরীর সকল

ক্ষেত্রেই তার দৃষ্টি রয়েছে। তিনি সামরিক সরবরাহ, অস্ত্রসজ্জা—অন্যদিকে লাল ফৌজের সৈন্য, অফিসার ও রাজনৈতিক কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সমানভাবে নজর রাখেন।

কমিউনিজ্‌মের এই শ্রেষ্ঠ সারথি স্টালিন সর্ব্বদাই তাঁর কর্ত্তব্যে সজাগ রয়েছেন এবং সজাগ চক্ষুতে প্রতিবেশী ধনিক রাষ্ট্রগুলির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছেন। তিনি আজ সোভিয়েটের রাষ্ট্র-তরণীকে কমিউনিজ্‌মের নব নব বিজয় অভিযানে পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন।

লড়াইয়ের পূর্ব্বেই তিনি জার্মানীর সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতি ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, এই আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সাময়িকভাবে এড়াল। এ-ভাবে রুশিয়া যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় খানিকটা হাতে পেল। যখন পোলিশ গভর্নমেন্ট পশ্চিমে জার্মান আক্রমণের ফলে দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করল, সে সময় লালফৌজ পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বেলো-রুশিয়ার জনগণকে পোলিশ জমিদারদের অত্যাচার ও জার্মান কবল থেকে মুক্ত করে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করল। লেনিন-স্টালিনের জাতীয় নীতি অনুসারেই এই কাজ করা হয়েছিল। এর ফলে সোভিয়েটের শক্তিবৃদ্ধি হ'ল এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তার সুনাম বাড়ল।

এই ঘটনা ঘটে ১৯৩৯ সালে, স্টালিনের ৬০ বৎসর বয়সে।

এই বৎসরই উজবেকিস্তানের জনসাধারণের প্রচেষ্টায় মাত্র ৪৫ দিনে, ২৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ "স্টালিন গ্র্যাণ্ড ফেরঘানা খাল" খনন করা হয়। এত বড় দীর্ঘ খাল খনন করতে সাধারণত ৬।৭ বৎসর সময় লাগে। এই খাল খননে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট, বলশেভিক্ পার্টি ও স্টালিন ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ সাহায্য করেন। যখন এই বিরাট শ্রমসাধ্য ব্যাপার

শেষ হ'ল, গ্র্যাণ্ড ফেরঘানা খালের কর্ম্মীরা স্টালিনকে কবিতায় এক অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দন পত্রে তারা বলেছিল, স্টালিন লেনিনের যোগ্য অনুগামী এবং শুধু বলশেভিক পার্টি নয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত জাতিগুলিরও তিনি অনুপ্রেরণার উৎস।
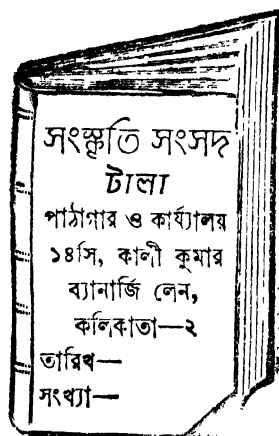
ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতির নেতা

স্টালিনের ভাস্বর জীবন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তরুণ বয়স থেকেই তিনি পার্টি, শ্রমিক-শ্রেণী ও শোষিত সাধারণের জন্যই সংগ্রাম করে আসছেন। মার্কস্-এঙ্গেলসের মতবাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তিনি একজন উৎসাহী প্রচারক ও সৃজনধর্ম্মী বৈপ্লবিক মার্কসবাদের সমর্থক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শেষ দিক থেকে তিনি লেনিনের সঙ্গে এক পথে চলে এসেছেন, কোনো দিন সে-পথ থেকে বিচ্যুত হননি। জার কর্ত্তৃপক্ষ বার বার তার উপর নিপীড়ন চালিয়েছে। বহুবার তাঁকে জেলখানায় ও বহুদূরে নির্ব্বাসনে পাঠান হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি পুলিসের চোখে ধূলো দিয়ে আবার সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন।

১৯১৭ সালে তিনি অক্টোবর বিপ্লবের আয়োজনে পার্টিকে পরিচালনা করেন। অক্টোবরের বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম পরিচালনাতেও তাঁর হাত ছিল। লেনিনের সঙ্গে একত্রে তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন এবং চতুর্দ্দিকের আক্রমণ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। লেনিনের সহযোগী হিসাবে তিনি তৃতীয় কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল গড়ে তোলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত সুবিধাবাদী ও মার্কস্-লেনিনবাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির শ্রেষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা ছিলেন তিনিই। এর চেয়েও তাঁর বড় পরিচয়—তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের বহু জাতির জনসাধারণের প্রিয় নেতা।

স্টালিন মার্কসীয় মূলনীতিগুলি ক্ষুরধার অস্ত্রের মত প্রয়োগ করেন। তিনিই আমাদের ব্যবহারিক মার্ক্সবাদে শিক্ষা দিয়েছেন। লেনিনের সহযোগী হিসাবে এবং স্বতন্ত্র ভাবেও তিনি মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদকে পথ-নির্দ্দেশক হিসাবে গঠন করেন। জাতি-সমস্যা, একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমস্যা, সোভিয়েটগুলির অধিকার, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত সমাজতন্ত্রী দেশে রাষ্ট্রের ভূমিকা, কমিউনিজ্‌ম্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অস্ত্র হিসাবে শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সংগঠন, ধনী-চাষীশ্রেণীর উচ্ছেদ, কৃষিতে যৌথ-ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা, সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মীদের শিক্ষাদান, জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী—এই সব এবং কমিউনিজ্‌মের মূলনীতি ও ব্যবহার বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা স্টালিনকে আলোচনা করতে হয়েছে এবং বহু প্রশ্নের সমাধান করতে হয়েছে।

বিখ্যাত বলশেভিক্ সের্গেই কিরভ্ (গিনি এক বিশ্বাসঘাতক ট্রট্স্কি-পন্থীর হাতে প্রাণ হারান) ১৯৩৪ সালে লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের পঞ্চম কন্‌ফারেন্সে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—"স্টালিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করা কঠিন। বিগত কয়েক বৎসর ধরে, লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে আমরা যে-কাজ চালিয়ে এসেছি তাতে আমাদের যা কিছু বৃহৎ কাজ, নূতন নীতি, শ্লোগান ও গুরুত্বপূর্ণ পথের সূচনা হয়েছে, তা সবই স্টালিনের দান। সমস্ত বৃহৎ কাজই কমরেড স্টালিনের নির্দ্দেশে, উদ্যোগে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, এ-খবর পার্টির সভ্যদের জানা উচিত। পররাষ্ট্রনীতির সকল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সিদ্ধান্ত তাঁরই নির্দ্দেশে

গ্রহণ করা হয়। শুধু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নয়, অতি সাধারণ সমস্যা-গুলিতেও তিনি মনোনিবেশ করেন, যদি তাতে শ্রমিক, কৃষক বা দেশের শ্রম-নিযুক্ত জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত থাকে।

"শুধু সাধারণভাবে সমাজতন্ত্র সংগঠনের কাজে নয়, আমাদের প্রত্যেক কাজের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর অবদান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—আমাদের দেশের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যা কিছু সাফল্য লাভ করেছি যে-সব কথা আমি আগেই বলেছি, তা সবই প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্টালিনের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

"এই মহামানবের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অতুলনীয় সংগঠনক্ষমতাই পার্টিকে সমাজতন্ত্রের সাফল্য প্রতিষ্ঠায় দ্রুত ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন আনতে সমর্থ করেছে।"

এইগুলোই হচ্ছে স্টালিনের ব্যাপক প্রভাবের কারণ এবং এর জন্যই কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করেছেন। সেইজন্য পার্টির সভ্যরা, তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সভ্যরা, সোভিয়েট রুশিয়ার ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা তাঁকে এত ভালবাসে।

তাঁর পঞ্চাশৎ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁকে যে অভিনন্দন পাঠান হয়েছিল, তার উত্তরে স্টালিন বলেছিলেন—"বন্ধুগণ, আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন যে, ভবিষ্যতেও আমি শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থে, শ্রমিক-বিপ্লব ও বিশ্বে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হলে শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করতে প্রস্তুত আছি।"

প্রত্যেকেই জানে এগুলি বাক্য-বিন্যাস নয়, স্টালিনের অন্তরের কথা।

পার্টি, লেনিন ও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতি আছে তাঁর দৃঢ় অনুরক্তি, মার্কস্-লেনিনবাদে আছে গভীর জ্ঞান, এর উপর তিনি একজন

প্রতিভাশালী সংগঠক। এই গুণাবলীর জন্যে তিনি অত্যন্ত জটিল সমস্যা-গুলিও আয়ত্ত করতে পারেন এবং সহজভাবে জনসাধারণকে সেগুলি বুঝিয়ে দিতে পারেন। লেনিনের মত তিনিও সরলভাবে জনতার কাছে মার্কস্-লেনিনবাদের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছেন। সব কিছুতেই তিনি সরল ও আড়ম্বরহীন, আহারে-বিহারে পোশাকে, জীবনযাত্রায় এবং অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবহারে। এই সরলতা বলশেভিক্‌দের ভূষণ স্বরূপ। পার্টি-সভ্য ও তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সভ্যদেরও তিনি এইভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি আমাদের সকলকে সরল ও নিরহঙ্কারী হতে শিক্ষা দেন।

"স্টালিন অনেকগুলি বই লিখেছেন, সেগুলি খুব মূল্যবান। তাঁর রচনার অধিকাংশ মার্কসীয় সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে, কিন্তু যখন তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় কি?' তিনি বলেছিলেন, 'আমি লেনিনের শিষ্য মাত্র এবং আমার লক্ষ্য হল তাঁর যোগ্য শিষ্য হওয়া।'" (আঁরী বারবুস্—"স্টালিন")

স্টালিন শিশু ও কিশোরদের ভালবাসেন। তিনি তরুণদের মঙ্গল-সাধনের জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র। তিনি চান যাতে তারা কমিউনিস্ট শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে, যাতে তারা শিক্ষিত, জ্ঞানী এবং কমিউনিজ্‌মের দৃঢ় একনিষ্ঠ যোদ্ধা হতে পারে। 'কমিউনিস্ট লীগের' প্রসার ও প্রভাব বিশেষ করে স্টালিনের জন্যই বেড়েছে। শিশু ও কিশোরেরা তাঁকে ভালবাসে, তাদের তিনি প্রিয়বন্ধু, পিতা, শিক্ষক ও সাথী।

তাঁর কাজ করবার ক্ষমতা অসাধারণ। আমাদের দেশে তাঁর চেয়ে কর্ম্মঠ লোক নেই। তিনি অনেক সময় রাত্রি চারটা পর্য্যন্ত কাজ করেন। তাঁর কাজের আগ্রহ বহুমুখী। লেনিনের মতই তিনি জনসাধারণের স্বার্থে, কমিউনিজ্‌মের স্বার্থে কাজ ক'রে চলেছেন।

আঁরী বারবুস্ স্টালিনের জীবনীতে এই মহামানবের সুন্দর ছবি এঁকেছেন—"যখন রাত্রে কেউ মস্কো রেড স্কোয়ারে পদচারণা করে, এই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতের সামনে মনে হয় মহাকাল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্যদিকে ১৯১৭ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী এক পুরাতন যুগ। মনে হয়, রাত্রিতে এই নির্জ্জন স্কোয়ারে সমাধিতে যিনি শয়ন করে আছেন তিনিই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র জাগ্রত আত্মা। তিনি তাঁর চতুর্দ্দিকে নগরে-গ্রামে বিচ্ছুরিত জীবনের আলোক দেখতে পাচ্ছেন। তিনিই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। শ্রমিকরা তাঁর জয়গান গেয়ে বলে—'তিনি একাধারে আমাদের গুরু, আমাদের সাথী, আমাদের পিতা ও ভ্রাতা—আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর হৃদয় স্নেহধারায় বিগলিত। তুমি তাঁকে না জানতে পারো, কিন্তু তিনি তোমাকে চেনেন এবং তোমার স্বার্থে কাজ করেছেন। তুমি যেই হও, তোমার এই উপকারী বন্ধুকে প্রয়োজন হবে। তুমি যেই হও, তোমার ভবিষ্যৎ অনেকাংশে এঁর উপর নির্ভর করছে, এঁর দৃষ্টি সকলের প্রতি, সকলের জন্য তিনি শ্রম করেন—তাঁর মস্তিষ্ক জ্ঞানীর মত, চেহারা তাঁর শ্রমিকের মত এবং পরিচ্ছদ তাঁর সাধারণ সৈনিকের মত।"

রাষ্ট্র পরিচালন ও সকল কাজেই তিনি আমাদের শিক্ষাদাতা। এই শিক্ষার মূলনীতি হ'ল জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখা। জনসাধারণের প্রতি তাঁর মনোভাব ও তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় তিনি আদর্শস্বরূপ। তিনি জনসাধারণকে শুধু শিক্ষা দেন না, নিজেও তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। তিনি মনে করেন, জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষাই খাঁটি বলশেভিকের প্রধান লক্ষণ। তাঁর এই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ এবং ঘনিষ্ঠতার অর্থ প্রমোদ মাত্র নয়।

স্টালিনের মধ্যে মূলনীতি বিষয়ে যে কঠোর দৃঢ়তা রয়েছে, তা

বলশেভিক্‌দের এক বড় গুণ এবং এই নীতি-নিষ্ঠতা বলশেভিক্‌-শিক্ষার গোড়াপত্তন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যাতে আমরা মার্ক্‌স্‌-লেনিনবাদের শিক্ষাকে বিকৃত করবার সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করি। লেনিনের মত তিনিও আমাদের কমিউনিজ্‌মের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে শিক্ষা দিয়েছেন।

স্টালিনের নামে রুশিয়ার জনসাধারণ যে প্রশস্তি গাথা রচনা করেছে তাতে তাঁকে উদ্যান-পালকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর উদ্যানকে ভালবাসেন, তাঁর উদ্যান হ'ল গণ-মানব। আমাদের অমূল্য রত্ন হ'চ্ছে আমাদের জনসাধারণ, আমাদের কর্ম্মীরা। জনসাধারণের জন্য, কর্ম্মীদের জন্য, প্রত্যেক মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর গভীর আগ্রহ, উদ্বেগ,—তাই জনসাধারণ তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর এই গুণ আমাদেরও অনুকরণীয়।

মার্কস্‌-লেনিনবাদের মূল সূত্র নিয়ে অবিরত আলোচনা করার ফলে তিনি অদ্ভুত বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী তিনি পূর্ব্ব হতেই উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি অত্যন্ত বেশী, তাঁর মধ্যে আমরা বলশেভিক্‌ দূরদৃষ্টির আদর্শ দেখতে পাই, যা না থাকলে তিনি নেতা হতে পারতেন না এবং বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্র-তরণীকেও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না।

১৯৩৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর মস্কোর 'স্টালিন' এলাকায় তাঁর নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—"আমাদের নির্ব্বাচক, আমাদের জনসাধারণের দাবী হবে যে, তাদের প্রতিনিধিরা—তাদের পদের সম্মান রক্ষা করবে। তারা যেন সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদে পরিণত না হয়, তাদের পদে তারা লেনিনের মত শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ হতে চেষ্টা করবে। সাধারণের নেতা হিসাবে তারা লেনিনের মত পরিস্কার ও নির্ভুল নীতি

গ্রহণ করে চলবে। তারা সংগ্রামে নির্ভীক হবে এবং জনসাধারণের শক্রদের প্রতি ক্ষমাহীন হবে লেনিনের মত। যখন অবস্থা জটিল হয় বা বিপদের আশঙ্কা দেখা যায়, লেনিনের মতই তাদের মধ্যে ভয়ের ছায়া রেখাপাত করবে না। দুরূহ সমস্যার সমাধানে যখন নূতন নীতি গ্রহণ করতে হবে, তারা লেনিনের মতই সব দিক বিচার করে দেখবে। লেনিনের মত তারা নীতি-নিষ্ঠ ও উন্নত-চরিত্র হবে, তারা লেনিনের মত জনসাধারণকে ভালবাসবে।"

স্টালিন নিজে এই সমস্ত গুণের অধিকারী। তাঁর রাজনৈতিক পদে তিনি খাঁটি লেনিনবাদীর মত কাজ করছেন। গণনেতা হিসাবে তিনি লেনিনের মতই পরিস্কারভাবে নির্ভুল নীতি প্রচার করেন। লেনিনের মতই তিনি সংগ্রামে নির্ভীক ও শক্রর প্রতি ক্ষমাহীন। জটিল পরিস্থিতিতে, দেশে বিপদের আশঙ্কায় লেনিনের মতই তিনি নির্ব্বিকার, স্থিরচিত্ত। দুরূহ সমস্যার সমাধানে লেনিন নূতন পথ গ্রহণের পূর্ব্বে যেমন সব দিক ভাল করে বিচার করে দেখতেন, স্টালিনও তাই করেন। লেনিনের মত তিনি নীতি-নিষ্ঠ ও উন্নত-চরিত্র। লেনিনের মতই তিনি জনসাধারণকে ভালবাসেন। তাই জনগণও তাঁকে সমানভাবে ভালবাসে। লেনিনের মত তারা স্টালিনকেও ভালবাসে।

আঁরী বারবুস্ লিখেছেন—"তাঁর জীবন হচ্ছে উত্তুঙ্গ বাধা-বিপত্তির মধ্যে এক বিজয় অভিযান। ১৯১৭ সালের পর থেকে তাঁর জীবনে প্রতি বৎসরই তিনি এমন কাজ করেছেন, শুধু যার জন্য অন্য লোকও খ্যাতিমান হতে পারত। তিনি এক লৌহমানব। তাঁর নামেই এর পরিচয়—'স্টালিন', যার অর্থ হ'ল ইস্পাত। ইস্পাতের মত তিনি কঠোর, আবার ইস্পাতের মতই তিনি কোমল। তাঁর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে, তাঁর সাধারণ বুদ্ধির গভীরতা, তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, তাঁর অদ্ভুত একাগ্রতা,

প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মবোধ, তার দৃঢ় নীতি-নিষ্ঠতা, দ্রুত স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যোগ্য পদে নিযুক্ত করবার চেষ্টা।

"মৃতেরা মাটির মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লবীরা যেখানে আছে, সেখানেই লেনিন বেঁচে আছেন। আমরা আরো বলতে পারি, বিশেষ ভাবে স্ট্যালিনের মধ্যে লেনিনের চিন্তা ও বাণী জাগ্রত হয়ে আছে। তিনি আমাদের যুগের লেনিন।" (আঁরী বারবুস্—"স্টালিন")

সোভিয়েট জনসাধারণ স্টালিনের প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাবার জন্য গান রচনা করেছে। তাতে তারা স্টালিনকে শোষিত জাতিগুলির ত্রাণকর্ত্তা ও জ্ঞানী রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বলে আখ্যা দিয়েছে। তাঁকে অনেক সময় শ্যেন-চক্ষু নির্ভীক পার্ব্বত্য ঈগলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দাঘেস্তানের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের একটি গান হচ্ছে এই রকম :

"জাহাজের পেছনে যেমন থাকে দ্বিখণ্ডিত জল-রেখা
আর লাঙলের পেছনে কর্ষণরেখা
তেমনি কোটি লোক তোমার পিছনে চলেছে সর্ব্বত্র।
যে পথ আমরা গ্রহণ করেছি,
তা থেকে সরে যাব না,
এই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য—
আমাদের প্রকৃত পথ।

লাক্ নামে এক ক্ষুদ্র জাতি স্টালিন সম্বন্ধে এক গাথা রচনা করেছে :

"নদী চায় সমুদ্রকে,
লোহা চায় চুম্বককে,
ঘাস চায় সূর্য্যকে,
পাখীরা যেতে চায় দক্ষিণে।

মানুষ চায় সুখ,
মানুষ চায় সত্যকে,
তাদের হৃদয় চায় বন্ধুত্ব,
তাদের চিন্তা ঘিরে আছে তোমাকে।

স্টালিনের জীবন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কাছে এক শিক্ষার উৎস। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব শ্রমিক সাধারণকে তাদের সংগ্রামে প্রেরণা দেয়। তাঁর মুখের কথা বহু বীরত্বমূলক কাজে শ্রমিককে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাঁর চিন্তাধারা আমাদের চলার পথে এক উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা।

বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধাররূপে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিজয় পতাকাতলে রয়েছেন শ্রেষ্ঠ চালক স্টালিন, বহু জাতির তিনি বন্ধু, শিক্ষক ও নেতা।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিশুরা বলে—"কমরেড স্টালিন, আমাদের সুখী জীবনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" পৃথিবীর সকল দেশে তাঁর নাম লক্ষ লক্ষ লোক স্মরণ করে শ্রদ্ধা ও অনুরাগে। কমিউনিজ্‌মের বিজয়ের প্রতীক তিনি, কমিউনিজ্‌মের গৌরবময় শিখরে তিনি সোভিয়েট জনগণকে পরিচালিত করছেন।

তিনি বহুদিন সগৌরবে বেঁচে থাকুন, শত্রুর আতঙ্ক স্বরূপ হ'য়ে—বেঁচে থাকুন শ্রমিকদের আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝখানে, আমাদের অতি নিকট ও প্রিয়তম বন্ধু স্টালিন।